Contents

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

Contents

তাক্বওয়া

(আল্লাহভীতি)

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

শ্যামলবাংলা একাডেমী, রাজশাহী

Contents

তাক্বওয়া (আল্লাহভীতি)

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

প্রকাশক

শ্যামলবাংলা একাডেমী
নওদাপাড়া, রাজশাহী
এসবিএ প্রকাশনা-১০

প্রকাশকাল

নভেম্বর ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দ
কার্তিক ১৪২০ বঙ্গাব্দ
মুহাররম ১৪৩৫ হিজরী

কম্পোজ

আবু লাবীবা
নওদাপাড়া, রাজশাহী

প্রচ্ছদ ডিজাইন

সুলতান, কালারগ্রাফিক্স
গোরহাঙ্গা, রাজশাহী

মুদ্রণ

দি বেঙ্গল প্রেস
রাণীবাজার, রাজশাহী

মূল্য

৬০ (ষাট) টাকা মাত্র

TAQWA (ALLAHVITI) Written by Dr. Muhammad Kabirul Islam. Published by Shamol Bangala Academy, Nawdapara, Rajshahi. Printing: The Bengal Press, Rani Bazar, Rajshahi. 1st Edition: November 2013 AD. Price: Tk. 60/= Only. US Dolar $ 2 Only.

ISBN : 978-984-337930-6

Contents

সূচীপত্র

Contents

ভূমিকা

নাহমাদুহূ ওয়া নুছল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বাদ-

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি মানব জীবনের মূলভিত্তি। এটা আল্লাহর নিকটে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা লাভের মাধ্যমও বটে *(হুজুরাত ১৩; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০০; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৯৬৩)*। এর মাধ্যমে মানুষ নিজের সার্বিক জীবন সুন্দর ও সুচারুরূপে গড়ে তুলতে পারে। এর দ্বারাই মানুষের যাবতীয় আমল বা কর্ম পরিশীলিত ও পরিমার্জিত হয়। ব্যক্তি সংযমী ও আত্মনিয়ন্ত্রণকারী হতে পারে। ফলে ইহকালে যেমন সে শান্তি লাভ করে, পরকালেও তেমনি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেযামন্দি হাছিল করতে পারে। পক্ষান্তরে তাক্বওয়াহীন মানুষ যে কোন কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়েও তার মনে যেমন কোন সংকোচ আসে না, তেমনি আল্লাহ ও বান্দার হক বিনষ্টের ক্ষেত্রেও তার হৃদয়ে কোন ভাবাবেগ সৃষ্টি হয় না। মূলতঃ তাক্বওয়ার অভাবে সে দেহসর্বস্ব প্রাণীতে পরিণত হয়। এতে ইহজীবনে সে কিছুটা সুখ-শান্তি পেলেও পরকালীন জীবনে তার জন্য কোন অংশ থাকে না। কেননা তাক্বওয়াহীন মানুষের আমল আল্লাহ কবুল করেন না। তাই তাক্বওয়া মানব জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং এ বিষয়ে মানুষের বিস্তারিত জ্ঞানার্জন করা যরূরী। সেই সাথে তাক্বওয়া অর্জনের পদ্ধতি, এর ফযীলত ও মুত্তক্বীদের বৈশিষ্ট্য জানলে মানুষ আল্লাহভীতি অর্জনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

তাক্বওয়া অবলম্বনের বিষয়ে কুরআন ও হাদীছে বহু নির্দেশ এসেছে। সেগুলো মানুষকে সম্যক অবহিত করতে এবং তাক্বওয়া অবলম্বনের ব্যাপারে সজাগ, সচেতন ও সচেষ্ট করতে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আশা করি বইটি অধ্যয়নে পাঠকগণ উপকৃত হবেন। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এর বিনিময়ে উত্তম জাযা প্রদান করুন-আমীন!

-বিনীত লেখক

রাজশাহী
১ নভেম্বর ২০১৩।

Contents

তাক্বওয়ার পরিচয়

‘তাক্বওয়া’ (التَّقْوَى) আরবী শব্দ। এটি মূলত وَقْـــيٌ মূল ধাতু হতে নির্গত। এর আরো দু’টি ক্রিয়ামূল বা মাছদার হচ্ছে الوِقَايَةُ وَالْوَقَـــاءُ কেউ বলেন, التَّقْـــوَى (আত-তাক্বওয়া) اِتَّقَـــى হতে ইসম (বিশেষ্য)। এর মাছদার বা ক্রিয়ামূল হচ্ছে الاِتِّقَاءُ (আল-ইত্তেক্বাউ)। তাক্বওয়ার আভিধানিক অর্থ বাঁচা, হেফাযত করা, রক্ষা করা ইত্যাদি। যেমন বলা হয়, وَقَاهُ اللهُ السُّوْءَ وِقَايَةً : حَفِظَهُ অর্থ আল্লাহ তাকে মন্দ থেকে বাঁচিয়েছেন অর্থাৎ রক্ষা করেছেন। অন্য অর্থে বান্দা ও তার অপসন্দনীয় বিষয়ের মাঝে অন্তরাল তৈরী করা।

পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর ক্রোধ, অসন্তোষ এবং তাঁর শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য তাঁর নির্দেশিত বিষয় প্রতিপালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করা।

১. হাফেয ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, আল্লাহভীতি হচ্ছে বান্দা ও তাঁর প্রভুর মধ্যকার ভীতিকর বিষয় যেমন তাঁর আযাব, অসন্তোষ ও শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা। আর এটা হচ্ছে তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর অবাধ্যতা ত্যাগ করা।[১]

২. ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, التقوى: فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى عنه، অর্থাৎ তাক্বওয়া হচ্ছে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা প্রতিপালন করা এবং যা নিষেধ করেছেন, তা পরিত্যাগ করা।[২]

৩. হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, التقوى: اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكـــرات ‘তাক্বওয়া এমন একটি ব্যাপকার্থক বিশেষ্য যা (আল্লাহর) আনুগত্যে কর্ম সম্পাদন ও অপসন্দনীয় বিষয় পরিহার করাকে বুঝায়’।[৩]

৪. আবু সাঊদ (রহঃ) বলেন, التقوى كمال التوقي عمـــا يـــضره في الآخـــرة ‘তাক্বওয়া হচ্ছে যা আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন বিষয় থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকা’।[৪]

---

১. সাঈদ ইবনু আলী আল-কাহত্বানী, ফিকহুদ দা‘ওয়াত ফী ছহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড (সঊদী আরব : রিয়াসাতুল আম্মা, ১ম প্রকাশ ১৪২১ হি.), পৃঃ ৩৬৭।

২. মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আত-তাক্বওয়া (জেদ্দাহ : মাজমূ‘আহ যাদ, ১৪৩০ হিঃ), পৃঃ ৭।

৩. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/২৮৪ পৃঃ।

সুতরাং সমস্ত ওয়াজিব কর্ম প্রতিপালন করা এবং নিষিদ্ধ ও সন্দিগ্ধ বিষয় পরিহার করা পূর্ণাঙ্গ তাক্বওয়ার পরিচায়ক। কোন কোন ক্ষেত্রে বৈধ কাজ সম্পাদন ও অপসন্দনীয় কাজ ত্যাগ করাও তাক্বওয়ার শামিল।

অতএব পরিপূর্ণ তাক্বওয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করা এবং হারাম ও সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করা। কখনও এর মধ্যে শামিল হয় কিছু কিছু বৈধ কাজ থেকে দূরে থাকা এবং অপসন্দনীয় কাজ পরিত্যাগ করা।

তাক্বওয়াকে কখনও আল্লাহর নামের দিকে সম্বন্ধিত করা হয়। যেমন আল্লাহ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ 'আর ভয় কর আল্লাহকে, যাঁর নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে' *(মায়েদা ৫/৯৬)*। তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর; প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত' *(হাশর ৫৯/১৮)*।

আল্লাহর দিকে 'তাক্বওয়া' শব্দকে সম্বন্ধিত করা হলে অর্থ হবে তাঁর ক্রোধ ও রাগ থেকে বেঁচে থাকা। আর এটাই হচ্ছে বড় তাক্বওয়া। কেননা তাঁর ক্রোধের কারণেই পার্থিব ও পরকালীন জীবনে শাস্তি হয়। আল্লাহ বলেন, وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ 'আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*। তিনি আরো বলেন, هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 'একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৫৬)*। সুতরাং মহান আল্লাহই একমাত্র সত্তা যাঁকে ভয় করা হয় এবং তাঁর প্রতিই বান্দার অন্তরে অশেষ সম্মান সৃষ্টি হয়। এ কারণে বান্দা তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করে।

আবার কখনও 'তাক্বওয়া' শব্দকে আল্লাহর শাস্তির দিকে কিংবা শাস্তির স্থান তথা জাহান্নামের দিকে অথবা সময়ের দিকে তথা ক্বিয়ামত দিবসের দিকে সম্বন্ধিত করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ 'তোমরা সেই অগ্নিকে ভয় কর যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১৩১)*। তিনি আরো বলেন, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ 'তবে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/২৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ 'তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যে দিন তোমরা আল্লাহর দিকে

---

৪. তাফসীরে আবী সঊদ, ১/২৭ পৃঃ।

প্রত্যানীত হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। তিনি আরো বলেন, وَاتَّقُوْا يَوْمًا لاَ تَجْــزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَــيْئًا 'তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না' *(বাক্বারাহ ২/৪৮)*।

পবিত্র কুরআনে 'তাক্বওয়া' শব্দটি তিনটি অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। যথা-

১. ভয়-ভীতি অর্থে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ 'তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/৪১)*। তিনি আরো বলেন, وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ 'তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যানীত হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَــرُّهُ مُــسْتَطِيْرًا 'তারা কর্তব্য পালন করে এবং সে দিনের ভয় করে যে দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক' *(ইনসান/দাহর ৭৬/৭)*।

২. আনুগত্য ও ইবাদত অর্থে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُــوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْــتُمْ مُــسْلِمُوْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে কোন অবস্থায় মরো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। অর্থাৎ তাঁর যথার্থ আনুগত্য ও যথাযথ ইবাদত কর। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, اطيعوا الله حق طاعته 'আল্লাহর যথার্থ আনুগত্য কর'। ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু ও মুজাহিদ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فــلا يكفــر 'এটা হচ্ছে আনুগত্য করা অবাধ্যতা না করা; (আল্লাহর) যিকর করা, তাঁকে ভুলে না যাওয়া; তাঁর শুকরিয়া আদায় করা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া'।[৫]

৩. পাপাচার বা গোনাহের পঙ্কিলতা থেকে অন্তরকে পবিত্র করা। প্রথমোক্ত দু'টি অপেক্ষা এটি তাক্বওয়ার প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যের অতি নিকটবর্তী। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْفَــائِزُوْنَ 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম' *(নূর ২৪/৫২)*। এ আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য এবং আল্লাহর ভয় উল্লেখ করার পর তাক্বওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং প্রকৃত তাক্বওয়া হচ্ছে অন্তরকে পাপমুক্ত করা।[৬]

---

৫. তাফসীর তবারী, ৩/৩৭৫ পৃঃ।

৬. ড. আহমাদ ফরীদ আল-হামদ, আত-তাক্বওয়া আদ-দুরাতুল মাফকূদাহ ওয়াল গায়াতুল মানশূদাহ, পৃঃ ৭; মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ৭।

তাক্বওয়ার হাক্বীক্বত

তাক্বওয়ার হাক্বীক্বত হচ্ছে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় আল্লাহর আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করা। অর্থাৎ আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তার প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে সত্য জেনে, আল্লাহর শাস্তি থেকে নাজাত লাভের আশায় ঐ নির্দেশ পালন করা। অনুরূপভাবে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তাকে বিশ্বাস করে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তা পরিহার করা।

তালক ইবনু হাবীব বলেন, যখন তুমি ফিৎনায় পতিত হবে, তখন তাক্বওয়ার মাধ্যমে তা দূরীভূত কর। তাকে বলা হলো, তাক্বওয়া কি? তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর আনুগত্যে কাজ করবে তাঁর নূরে আলোকিত হয়ে তাঁর ছওয়াব লাভের প্রত্যাশায়। আর তুমি আল্লাহর অবাধ্যতা পরিহার করবে তাঁর নূরে সিক্ত হয়ে ও তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে।[৭]

মোদ্দাকথা প্রত্যেক কাজের সূচনা ও সমাপ্তি আছে। সুতরাং কোন কাজ আল্লাহর আনুগত্যে তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না তার মূলে ঈমান থাকবে। বস্তুতঃ এখানে কাজ সম্পাদনের মূল কারণ হবে ঈমান। স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তিপরায়ণতা, প্রশংসা লাভ বা খ্যাতি অর্জন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা হলে তা আল্লাহর আনুগত্যে সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে না। মূলতঃ যে কাজ শুরু হবে একনিষ্ঠ ঈমানের সাথে এবং শেষ হবে আল্লাহর ছওয়াব ও রেযামন্দি অন্বেষণের প্রত্যাশায় সেটাই আনুগত্য ও পুণ্যের কাজ বলে গণ্য হবে। এটাই তাক্বওয়ার হাক্বীক্বত।

তাক্বওয়ার প্রকারভেদ

মানুষের আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার নাম হচ্ছে তাক্বওয়া। মানুষের ঈমানী শক্তির দৃষ্টিকোণে এটা দু'ধরনের হতে পারে। ক. দুর্বলদের তাক্বওয়া খ. সবলদের তাক্বওয়া।

ক. দুর্বলদের তাক্বওয়া : এটা হচ্ছে এমন মানুষের তাক্বওয়া, যদিও তারা নিজেদেরকে গোনাহে লিপ্ত হওয়া ও পাপাচারে নিমজ্জিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে সুষ্ঠু ও শান্ত পরিবেশে। কিন্তু দুষিত ও আক্রান্ত পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এবং পাপাচার সংক্রামিত স্থান ও পরিবেশে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না। অনুরূপভাবে নিজে পাপাচার থেকে বিরত থাকতে পারলেও অন্যকে পাপের পঙ্কিলতা ও কদর্যতা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় না।

খ. সবলদের তাক্বওয়া : এটা এমন লোকদের তাক্বওয়া, যারা এমন সুদৃঢ় আত্মিক শক্তি ও চারিত্রিক গুণের অধিকারী যে, তারা যে কোন প্রতিকূল ও

৭. মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ৮।

আক্রান্ত পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও নিজেদেরকে গোনাহে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়। তাদের আত্মিক শক্তি তাদের ও গোনাহের মধ্যে বাধার প্রাচীর সদৃশ হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদেরকে পাপের পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করে। সাথে সাথে অন্যদেরকেও নছীহত-উপদেশ, দিকনির্দেশনা, উত্তম নমুনা পেশ ও আল্লাহর আযাবের ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিরত রাখতে সক্ষম হয়।

তাক্বওয়ার হুকুম

তাক্বওয়া অবলম্বন করা উম্মতের উপরে ওয়াজিব। যা পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত, বহু ছহীহ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। তাক্বওয়া অর্জনের জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ 'তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ও তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে' *(নিসা ৪/১৩১)*।

ইমাম কুরতুবী বলেন, الأمر بالتقوى كان عاما لجميع الأمم অর্থাৎ তাক্বওয়া অর্জনের নির্দেশ উম্মতের সকলের জন্য সাধারণ নির্দেশ।[৮]

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, والتقوى واجبة على الخلق، وقد أمر الله بها ووصى بها في غير موضع، وذم من لا يتقي الله ومن استغنى عن تقواه توعده، অর্থাৎ সৃষ্টির উপরে তাক্বওয়া অর্জন ওয়াজিব। যে ব্যাপারে আল্লাহ একাধিক স্থানে নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অর্জন করে না আল্লাহ তার নিন্দা করেছেন। আর যে তাক্বওয়া অর্জন থেকে অমুখাপেক্ষী হয়, তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।[৯]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাক্বওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু যর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ 'তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর'।[১০] সুতরাং কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাক্বওয়া অর্জন করা ওয়াজিব।

---

৮. তাফসীর কুরতুবী ৫/৪০৮ পৃঃ।
৯. শারহু উমদাতুল আহকাম ৩/৬২৭ পৃঃ।
১০. তিরমিযী হা/১৯৮৭, সনদ হাসান।

তাক্বওয়ার স্তরসমূহ

তাক্বওয়ার স্তর সম্পর্কে বিদ্বানগণ বিভিন্ন বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। এখানে সংক্ষেপে সেগুলি পেশ করা হলো।-

আল্লামা নু'মান ইবনু মুহাম্মাদ আল-আলূসী 'তুহফাতুল ইখওয়ান' গ্রন্থে বলেন, তাক্বওয়া হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালন ও তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়কে পরিহার করা। এর তিনটি স্তর রয়েছে। যথা-

১. শিরক থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আল্লাহর চিরস্থায়ী আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভ করা। আল্লাহ বলেন, وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى 'আর তাদেরকে তাক্বওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন' *(ফাত্হ ৪৮/২৬)*।

২. এমন সব কাজ ত্যাগ করা যা পাপে নিপতিত করে কিংবা ছগীরা (ছোট) গোনাহ পরিত্যাগ করা। পারিভাষিক অর্থে এটাই তাক্বওয়া হিসাবে জনগণের মাঝে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 'যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনত ও তাক্বওয়া অবলম্বন করত, তাহলে অবশ্যই আমরা তাদের জন্য আসমান-যমীনের বরকত সমূহ অবারিত করে দিতাম' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*।

এমর্মে ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير অর্থাৎ তাক্বওয়া হচ্ছে আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা ত্যাগ করা এবং যা ফরয করেছেন তা আদায় করা। এরপর যা তিনি দান করেন তা ভালর চেয়ে ভাল।

৩. আল্লাহর সন্তোষপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখে এমন বিষয় থেকে মুক্ত থাকা। এটাই উদ্দিষ্ট প্রকৃত তাক্বওয়া। এসম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে কোন অবস্থায় মরো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*।

বিদ্বানগণের নিকটে তাক্বওয়ার আরো তিনটি স্তর রয়েছে। যথা- ১. শিরক থেকে বেঁচে থাকা, ২. বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকা, ৩. ছোট গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

১. শিরক থেকে বেঁচে থাকা :

আল্লাহর একত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে সকল প্রকার শিরক থেকে বিরত থাকা। শিরক অতি বড় গোনাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

‘নিশ্চয়ই শির্ক বড় অত্যাচার’ *(লুকমান ৩১/১৩)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِـدَيْنِ وَشَـهَادَةُ الـزُّوْرِ– ‘আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় তিনটি পাপের কথা বলব কি? তা হলো আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা’।[১১]

তওবা ব্যতীত এ গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ افْتَـرَى إِثْمًـا عَظِيْمًـا– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তাঁর সাথে শিরক করে। আর তিনি এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ের পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। কেউ আল্লাহর শরীক করলে সে এক মহাপাপ করে’ *(নিসা ৪/৪৮)*।

শিরকের কারণে পূর্বের সব আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلَـوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَـانُوْا يَعْمَلُـوْنَ– ‘যদি তারা শির্ক করে তাহলে তাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে’ *(আন‘আম ৬/৮৮)*। তিনি আরো বলেন, وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِـنَ الْخَاسِـرِيْنَ– ‘তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন কর, তাহলে তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(যুমার ৩৯/৬৫)*।

শিরকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنصَارٍ– ‘নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই’ *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

শিরকের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে বিন্দুমাত্র শরীক করবে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না সে জান্নাতে যাবে’।[১২]

---

১১. বুখারী হা/২৬৬৪, ‘শাহাদাত’ অধ্যায়; মুসলিম হা/২৫৫, ‘ঈমান’ অধ্যায়, ‘বড় পাপ’ অনুচ্ছেদ।
১২. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮ ‘ঈমান’ অধ্যায়।

তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُــرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لاَ تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِــرَةً– ‘হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার নিকট যমীন ভর্তি পাপ নিয়ে আস আর শিরক মুক্ত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ কর, তাহলে আমি ঐ যমীন ভর্তি ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকটে আগমন করব’।[১৩]

২. বিদ‘আত থেকে বেঁচে থাকা :

আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় বা ছওয়াবের প্রত্যাশায় ইসলামে এমন কোন কাজ করা, যা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না এবং যে ব্যাপরে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কোন অনুমোদন বা সমর্থন নেই, সেটা হচ্ছে বিদ‘আত। বিদ‘আত দু’প্রকার। ১. অভ্যাসমূলক বিদ‘আত। যেমন- জীবনের ব্যবহারিক কাজে-কর্মে ও বৈষয়িক জীবন যাপনের জন্য নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবন এবং নবাবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি তৈরী করা অভ্যাসমূলক বিদ‘আত, যা বৈধ। ২. ইবাদতে বিদ‘আত তথা দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন কাজ বা পন্থার সংযোজন করা; এটা নিষিদ্ধ। কেননা শরী‘আতের বিধি-বিধান অপরিবর্তণীয়। এতে কোন প্রকার সংযোজন-বিয়োজন চলে না। এ মর্মে কেউ নতুন কিছু করলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে, আর তার পরকাল হবে ভয়াবহ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً، الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الــدُّنْيَا وَهُــمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا– أُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا–

‘হে নবী! তুমি বল, আমরা কি তোমাদেরকে সেসব লোকের কথা বলে দিব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? তারাই সেই লোক যাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে’ *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৫)*।

বিদ‘আতের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হাদীছে সবিস্তার বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হলো বিদ‘আতীর আমল কবুল হয় না। যেমন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُــوَ رَدٌّ– ‘যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত’।[১৪] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَــا فَهُــوَ رَدٌّ–

১৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৩৬ ‘ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করা’ অনুচ্ছেদ।
১৪. বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৪০ ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ।

‘কেউ যদি এমন কোন আমল করে যার ব্যাপারে আমার কোন নির্দেশনা নেই, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত’।[১৫]

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরতে বলেছেন এবং নতুন সৃষ্টি ও বিদ‘আত থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তার পরিণাম জাহান্নাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ– ‘তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর। দীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন উদ্ভব বিদ‘আত। আর প্রত্যেক বিদ‘আত হচ্ছে ভ্রষ্টতা। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামী’।[১৬]

অপর একটি হাদীছে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাম্দ ও ছালাতের পর বলেন, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. ‘নিশ্চয়ই সবচেয়ে উত্তম বাণী হচ্ছে- আল্লাহ্‌র কিতাব। আর সবচেয়ে উত্তম পথনির্দেশ হচ্ছে- মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর হেদায়াদ। কাজের মধ্যে অনিষ্টপূর্ণ কাজ হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভব করা। আর প্রত্যেক নতুন কাজই ভ্রষ্টতা’।[১৭]

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিদ‘আতীকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করেছেন এবং এর পরিণতি সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ– ‘আইর নামক স্থান হতে ছাউর নামক স্থান পর্যন্ত মদীনা হচ্ছে হারাম এলাকা। কেউ যদি এখানে বিদ‘আত করে অথবা বিদ‘আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং সকল ফেরেশতা ও সকল মানুষের পক্ষ থেকে অভিশাপ। তার নফল এবং ফরয কোন প্রকার ইবাদত কবুল করা হবে না’।[১৮]

---

১৫. বুখারী, মুসলিম হা/৪৪৬৮ ‘মীমাংসা’ অধ্যায়।
১৬. নাসাঈ হা/১৫৭৯, সনদ হাসান; আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৫।
১৭. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১।
১৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭২৮ ‘মদীনা হারাম হওয়া ও আল্লাহর পাহারা’ অনুচ্ছেদ, ‘হজ্জ’ অধ্যায়।

বিদ‘আত করলে ক্বিয়ামতের দিন হাউজ কাওছারের পানি পান ও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর শাফা‘আত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এ মর্মে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنَنِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَأَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ-

‘আমি তোমাদের সবার আগে হাউয কাউছারের নিকটে উপস্থিত হব। যে ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে যাবে সে কাউছারের পানি পান করবে। আর যে ব্যক্তি পানি পান করবে সে কখনও পিপাসিত হবে না। অবশ্যই জনগণ আমার সামনে উপস্থিত হবে। আমি তাদের চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার এবং তাদের মাঝে আড়াল করা হবে। আমি তখন বলব, নিশ্চয়ই তারা আমার উম্মত। তারপর আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না। আপনার পরে তারা দ্বীনের মধ্যে নতুন কাজ উদ্ভব করেছে। তখন আমি বলব, দূরে থাক, দূরে থাক যারা আমার দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভব করেছে’।[১৯]

বিদ‘আতীর ভাগ্যে তওবা জোটে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ- ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিদ‘আতকারীর থেকে তওবাকে আড়াল করে রাখেন, যতক্ষণ না সে বিদ‘আত ছেড়ে দেয়’।[২০]

৩. ছোট গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা :

গোনাহ ছোট হোক বা বড় হোক তা থেকে বেঁচে থাকা মুমিনের কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوْا- ‘যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তজ্জন্য তাদের কোন পাপ নেই, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় এবং সৎকর্ম করে’ *(মায়িদাহ ৫/৯৩)*।

মানুষের মধ্যে অনেকে আছে, যারা কুফর ও কবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু ছগীরা গোনাহকে ভয় করে না। সেই সাথে অধিক নফল ইবাদত করার চেষ্টা করে না। অথচ এসব হচ্ছে নাজাত লাভের মাধ্যম। যেমন আল্লাহ বলেন,

---

১৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭১, ‘হাউয কাউছার ও শাফা‘আতের বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ।
২০. তাবারাণী, ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৪, সনদ ছহীহ।

إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيْمًا
‘তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা হতে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলি মোচন করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করব’ *(নিসা ৪/৩১)*।

রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ– ‘পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম‘আ হতে অপর জুম‘আ পর্যন্ত, এক রামাযান হতে অপর রামাযান পর্যন্ত কাফফারা হয় সে সমস্ত গুনাহের যা এর মধ্যবর্তী সময়ে করা হয়। যখন কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে’।[২১]

ছগীরা বা ছোট গোনাহ থেকেও বিরত থাকা মুমিনের কর্তব্য। যেমন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা)-কে বলেন, يَا عَائِشُ إِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً. ‘হে আয়েশা! তুচ্ছ গোনাহ থেকেও বেঁচে থাক। কেননা উক্ত পাপগুলির খোঁজ রাখার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুসন্ধানকারী (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে’।[২২]

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِى أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ الْمُوبِقَاتِ. ‘তোমরা এমন আমল করে থাক, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতেও সূক্ষ্ম। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে আমরা সেগুলিকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম’।[২৩]

জাহান্নাম থেকে পরিপূর্ণ নাজাত লাভ করতে হলে ফরয আদায়ের সাথে সাথে ছোট গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে সর্বদা বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে এবং কবীরা গোনাহ থেকে সর্বোতভাবে বিরত থাকতে হবে। আবার নফল ইবাদত করার পাশাপাশি সন্দেহযুক্ত ও অপসন্দনীয় বিষয় পরিহার করাতেই বান্দার পূর্ণ তাক্বওয়া অর্জিত হয়। এজন্য আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর’ *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। সুতরাং প্রকৃত তাক্বওয়া হচ্ছে ছোট-বড় সকল প্রকার পাপকর্ম পরিত্যাগ করার চেষ্টা করা এবং ওয়াজিব ও নফলসহ সকল ইবাদত সাধ্যমত আদায় করার

---

২১. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪; বাংলা মিশকাত হা/৫১৮।
২২. সুনানুদ দারেমী, হা/২৭৮২; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩; মিশকাত হা/৫৩৫৬।
২৩. বুখারী হা/৬৪৯২; মিশকাত হা/৫৩৫৫।

সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। আর অধিক নফল আদায়ের মাধ্যমে ফরযে ঘাটতি থাকলে তা পূর্ণ হবে[২৪] এবং ছগীরা গোনাহ পরিত্যাগের মাধ্যমে কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার সুদৃঢ় ঢাল তৈরী হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ‘তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর’ *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

আবুদ্দারদা বলেন, পূর্ণ তাক্বওয়া হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা, এমনকি অণু পরিমাণ পাপ কাজ হলেও তা থেকে বিরত থাকা। সাথে সাথে হারামে পতিত হওয়ার আশংকায় কোন কোন হালাল ত্যাগ করা।[২৫] এতে তার মাঝে ও হারামের মাঝে সুদৃঢ় আড়াল তৈরী হবে। আর আল্লাহ বান্দাকে তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ‘কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে’ *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। সুতরাং ভাল কাজ সামান্য হলেও তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তা করা থেকে বিরত থাকা যাবে না। আবার মন্দ কাজ নগণ্য হলেও তা ত্যাগ করতে গড়িমসি করা যাবে না।

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, মুত্তাক্বীর তাক্বওয়া ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ হারামে পতিত হওয়ার আশংকায় বহু হালাল বিষয় ত্যাগ করে। মূসা ইবনু আ‘য়ূনও অনুরূপ বলেছেন। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, মুত্তাক্বী নামকরণ করার কারণ হচ্ছে সে ঐসব বিষয় ছেড়ে দেয় যা তাক্বওয়া বিরোধী।[২৬]

পবিত্র কুরআনে তাক্বওয়া অবলম্বনের প্রতি অনুপ্রেরণা

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে এর প্রতি সীমাহীন অনুপ্রেরণাও দেওয়া হয়েছে। তাক্বওয়ার মহা পুরস্কারও আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, যাতে মানুষ তাক্বওয়াশীল হয়। এ সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো।-

(১) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ‘আর যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু’টি উদ্যান’ *(আর-রহমান ৫৫/৪৬)*।

মুজাহিদ ও নাখঈ (রহঃ) বলেন, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে গোনাহকে গুরুত্ব দেয়। অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর ভয়ে গোনাহ পরিত্যাগ করে।

---

২৪. তিরমিযী হা/৪১৫; আবু দাউদ হা/৮৬৪; নাসাঈ হা/৪৭০; মিশকাত হা/১৩৩০, সনদ ছহীহ।
২৫. ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ২৬; ড. আহমাদ ফরীদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ৯।
২৬. তদেব, পৃঃ ৯।

Contents

মুহাম্মাদ ইবনু আলী আত-তিরমিযী বলেন, স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করার জন্য একটি জান্নাত এবং প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করার জন্য একটি জান্নাত।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত রেখেছে, পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয়নি, পরকালীন জীবনকে উত্তম ও স্থায়ী জেনেছে, অতঃপর আল্লাহর ফরয সমূহ আদায় করেছে এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলিকে পরিহার করেছে, তার জন্য ক্বিয়ামত দিবসে স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে দু'টি জান্নাত রয়েছে।[২৭] ঐ দু'টি জান্নাতের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوْا إِلَى رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِى جَنَّةِ عَدْنٍ. 'দু'টি জান্নাত এবং তার পাত্র সমূহ ও অন্যান্য সবকিছু হবে রূপার তৈরী। আরো দু'টি জান্নাত এবং তার পাত্রসমূহ ও অন্যান্য সবকিছুই হবে স্বর্ণের তৈরী। আদন নামক জান্নাতে জান্নাতবাসীগণ ও তাদের বরকতময় মহান প্রভুর দীদার লাভের মাঝখানে তাঁর চেহারার উপর তাঁর গৌরবের চাদর ব্যতীত আর কোন প্রতিবন্ধক থাকবে না'।[২৮]

(২) মহান আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى 'আর যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস' *(নাযি'আত ৭৯/৪০-৪১)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে ভয় করে, তার ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম ও ফায়ছালার ভয় করে আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং নিজেকে স্বীয় প্রভুর অনুসরণের দিকে ধাবিত করে জান্নাতুল মাওয়াই তার গন্তব্যস্থল, প্রত্যাবর্তনের স্থান এবং সেটাই তার আশ্রয়স্থল।[২৯]

(৩) আল্লাহ পাক বলেন, قُلْ إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ 'বল, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমি ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির' *(আন'আম ৬/১৫)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, অন্যের ইবাদত করতে আমি ভয় করি এজন্য যে, তিনি আমাকে শাস্তি দিবেন।[৩০]

---

২৭. তাফসীর ইবনে কাছীর ৭/৫৩৩, সূরা আর-রহমান ৪৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
২৮. বুখারী হা/৪৮৭৮, ৭৪৪৪; মুসলিম হা/৪৬৬; ইবনু মাজাহ হা/১৮৬।
২৯. তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৪৬৯।
৩০. তাফসীর কুরতুবী ৬/৩৯৭।

(৪) আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ‘আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের’ *(ইনসান/দাহর ৭৬/১০)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আমরা এই আমল করব এজন্য যে, যাতে আল্লাহ আমাদের উপরে রহমত করেন। আর ভীতিকর ভয়ংকর দিনে তিনি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন করুণা ও রহমত নিয়ে।[৩১]

এই হচ্ছে আল্লাহভীরু বান্দাদের অবস্থা। তারা দুনিয়াতে আল্লাহর ওয়াস্তে আমল করে পরকালে নাজাতের প্রত্যাশায় এবং আল্লাহর ক্ষমা লাভের উদগ্র বাসনায়। আর আমরা যদি দুনিয়ার কল্যাণ লাভের জন্য আমল করি তাহলে পরকালে এর কোন বিনিময় পাওয়া যাবে না।

(৫) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ أَنْ يُحْشَرُوْا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيْعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ‘তুমি এটা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দাও যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না; হয়তো তারা সাবধান হবে’ *(আন‘আম ৬/৫১)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, তুমি এ কুরআন দ্বারা তাদেরকে সতর্ক কর, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে; ক্বিয়ামতের দিন তারা প্রভুর রহমত লাভ করবে। যেদিন তাদের কোন স্বজন ও সুপারিশকারী থাকবে না, যদি তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। যাতে তারা তাক্বওয়াশীল হয়। আর তাদেরকে সতর্ক করুন এটা দ্বারা যে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত কোন ফায়ছালাকারী নেই। যাতে তারা মুত্তাক্বী হয়। ফলে তারা এ দুনিয়াতে এমন আমল করবে যা দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিবেন এবং এর দ্বারা তাদের ছওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন।[৩২]

(৬) তিনি আরো বলেন, وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ ‘আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন, যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে’ *(রা‘দ ১৩/২১)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন, যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। তাদের প্রতি ও

---

৩১. তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৪৫৫।
৩২. তদেব।

দরিদ্রদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করে এবং সদাচরণ করে। তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। অর্থাৎ যে আদেশ তিনি দিয়েছেন সে ব্যাপারে। আর তারা যা আমল করে সে ক্ষেত্রেও আল্লাহর নির্দেশের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তারা পরকালে হিসাব-নিকাশ যাতে খারাপ না হয় তার ভয় করে।[৩৩]

(৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْأَبْصَارُ 'তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে' *(নূর ২৪/৩৭)*। আল্লাহভীরু বান্দাগণ ক্বিয়ামতের ঐ কঠিন দিনের ভয় করে, যে দিন হবে আফসোস ও লাঞ্ছনার।

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, সে দিন সম্পর্কে তোমার ধারণা কি, যেদিন তারা পায়ের উপরে ভর করে দাঁড়াবে যার ব্যাপ্তি পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান? যেদিন তারা কোন পানাহার করবে না। পিপাসায় গলা ফেটে যাবে, ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাবে। অবাধ্য ও পাপিষ্ঠদেরকে জাহান্নামের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তারা অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ থেকে পান করবে।[৩৪]

মুমিন বান্দা তাই আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিনকে অতি ভয় করে এবং তার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এতদসত্ত্বেও তারা গোপন ত্রুটি ও অপ্রকাশ্য পাপ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশংকায় সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁদে। তারা সেদিনের ভয় করে যেদিন চোখ নিম্নগামী হবে, কণ্ঠস্বর থেমে যাবে, এদিক-সেদিক তাকানো বন্ধ হয়ে যাবে। গোপনীয়তা প্রকাশ্য হয়ে যাবে, আড়ালের পাপ বেরিয়ে পড়বে, মানুষ তাদের আমলনামা নিয়ে চলবে, ছোটরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, বৃদ্ধরা উন্মাদ হয়ে যাবে। বন্ধু দুষ্প্রাপ্য হবে, জাহান্নাম দৃষ্টির সামনে চলে আসবে। কাফেররা হতাশ হয়ে পড়বে, আগুন প্রজ্বলিত হবে, মানুষের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে এবং তাদের বাকশক্তি রুদ্ধ করা হবে কথা বলবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

ঐ দিনের জন্য সকলের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সেদিন যাতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেজন্য মহান আল্লাহর দরবারে বিনীত প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

(৮) তিনি আরো বলেন, تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ 'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে' *(সাজদা ৩২/১৬)*।

---

৩৩. তদেব ২/৫১০।
৩৪. ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ১/৫০০; ইবনু কাছীর (রহঃ), নিহায়াহ ফিল ফিতান ওয়াল মুলাহিম, পৃঃ ১৮০।

আল্লামা ছাবুনী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, أي تتنحى وتتباعد أطرافهم عن الفرش ومواضع النوم، والغرض أن نومهم بالليل قليل، لانقطاعهم للعبادة অর্থাৎ শয্যা ও নিদ্রার স্থান থেকে তাদের পার্শ্বদেশ দূরে থাকে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করার কারণে তারা রাতে কম ঘুমায়।[৩৫] যেমন আল্লাহ বলেন, كَانُوا قَلِيْلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ 'তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়, রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত' *(যারিয়াত ৫১/১৭-১৮)*।

মুজাহিদ (রহঃ) সাজদা ১৬নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা ক্বিয়ামুল লায়ল বা রাত্রি জাগরণ বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর বাণী يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا 'তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়' *(সাজদা ৩২/১৬)*। অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর আযাবের ভয়ে এবং রহমত ও ছওয়াব লাভের প্রত্যাশায়।[৩৬]

(৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ 'তাদের পরে আমরা তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই, এটা তাদের জন্য যারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে শাস্তির' *(ইবরাহীম ১৪/১৪)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন, مقامه بين يدي الله يوم القيامة অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে তার দণ্ডায়মান হওয়া।[৩৭]

(১০) মহান আল্লাহ বলেন, وَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ 'তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/৪০; নাহল ১৬/৫১)*। আবুল আলিয়া, আর-রবী' ইবনু আনাস, সুদ্দী ও ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আমাকেই ভয় কর।[৩৮] এখানে আসলে فَارْهَبُوْنِيْ ছিল। কিন্তু ي টাকে বিলুপ্ত করে যেরকে সে স্থানে রাখা হয়েছে।[৩৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ তাঁর সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে তাক্বওয়া অবলম্বন তথা তাঁকে ভয় করার বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ

---

৩৫. ছাফওয়াতুত তাফাসীর ৩/২৬, সূরা সাজদা ১৬নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।
৩৬. তদেব ৩/২৭।
৩৭. তাফসীর কুরতুবী ৯/৩৪৮, সূরা ইবরাহীম ১৪নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।
৩৮. তাফসীর ইবনে কাছীর ১/২৪২, সূরা বাক্বারাহ ৪০নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।
৩৯. বাহরুল উলূম ১/৭৩, সূরা বাক্বারাহ ৪০নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।

ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। এটাকে মুমিনের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করে আল্লাহ মুত্তাক্বীদের শুভ পরিণতির বিষয়ে অবহিত করেছেন। তাই তাক্বওয়া অর্জন মুমিন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া অতি আবশ্যক।

হাদীছে তাক্বওয়া অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হাদীছে তাক্বওয়া অর্জনের প্রতি অশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাক্বওয়াকে আল্লাহর নিকটে সম্মানিত হওয়ার কারণ বলা হয়েছে। তেমনি তাক্বওয়া ব্যতীত আমল কবুল হয় না এবং এটাই মুক্তির একমাত্র উপায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসম্পর্কে কতিপয় হাদীছ এখানে উপস্থাপন করা হলো।-

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ-

(১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করায়? তা হচ্ছে আল্লাহর ভয় বা তাক্বওয়া ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন জিনিস? একটি মুখমণ্ডল ও অপরটি লজ্জাস্থান'।[৪০]

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ-

(২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন লোক সর্বাপেক্ষা সম্মানিত? তিনি বললেন, 'যে লোক আল্লাহকে বেশী ভয় করে বা তাক্বওয়াশীল, সেই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত'।[৪১]

(٣) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى-

(৩) হাসান বাছারী সামুরা ইবনু জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বংশগৌরব বা আভিজাত্য হলো ধন-সম্পদ। আর সম্মান-ইয্যত হলো তাক্বওয়া অবলম্বন করা'।[৪২]

---

৪০. তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬২১, হাদীছ ছহীহ।
৪১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৭৬।

(٤) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمُسَبَّةٍ عَلَى أَحَدٍ كُلُّكُمْ بَنِيْ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ بِالصَّاعِ لَمْ تَمْلَئُوْهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالدِّيْنِ وَالتَّقْوَى كَفَى بِالرَّجُلِ أَنْ يَكُوْنَ بَذِيًّا فَاحِشًا بَخِيْلاً-

(৪) উক্ববা ইবনু আমের রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের বংশপরিচয় এমন কোন বস্তু নয় যে, তার কারণে তোমরা অন্যকে গালমন্দ করবে। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান; দাড়িপাল্লার উভয় দিক যেমন সমান থাকে, যখন তোমরা পূর্ণ করনি। দ্বীন ও তাক্বওয়া ব্যতীত একের উপরে অন্যের কোন মর্যাদা নেই। তবে কোন ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য অশ্লীল বাকচারী ও কৃপণ হওয়াই যথেষ্ট'।[৪৩]

(٥) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ-

(৫) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, 'ঈমানদার ছাড়া কাউকে সাথী কর না। আর পরহেযগার ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়'।[৪৪]

(٦) عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا-

(৬) আবু যার রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, 'তুমি যেখানে থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে বা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে। কোন কারণ বশত পাপ কাজ হয়ে গেলে তারপর ভাল কাজ করবে। তা তোমার পাপকে মিটিয়ে দিবে'।[৪৫]

(٧) عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا. قَالَ فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وُجُوْهَهُمْ لَهُمْ خَنِيْنٌ،

(৭) আনাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা এমন খুৎবা দিলেন, যার মত খুৎবা আমি কখনো শুনিনি। তিনি বলেন, 'যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি,

---

৪২. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৬৪৮।
৪৩. আহমাদ, মিশকাত হা/৪৬৯৩।
৪৪. তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত হা/৪৭৯৮।
৪৫. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৩।

তবে অবশ্যই কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে’। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর ছাহাবীগণ তাদের মুখ নিচু করে নিলেন এবং নীরবে কাঁদতে লাগলেন।[৪৬]

(৮) عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّىْ إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُوْنِىْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ فَإِنِّىْ أَرَاكُمْ أَمَامِىْ وَمِنْ خَلْفِىْ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا. قَالُوْا وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ.

(৮) আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে ছালাত পড়লেন। ছালাত শেষে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, ‘হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ইমাম। অতএব তোমরা আমার আগে রুকূ-সিজদায় যেও না এবং (রুকূ-সিজদা থেকে) উঠো না। আর (ছালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে) চলে যেও না। কেননা আমি তোমাদেরকে সম্মুখ ও পিছন থেকে দেখতে পাই। অতঃপর তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! আমি যা দেখেছি তোমরা যদি তা দেখতে, তাহলে অবশ্যই কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি কি দেখেছেন? তিনি বললেন, আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি’।[৪৭]

(৯) عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، وَلاَ حِجَابٌ يَحْجُبُهُ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ-

(৯) আদী ইবনে হাতেম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তোমাদের প্রতিপালক সামনা-সামনি কথা বলবেন, ব্যক্তি ও তার প্রতিপালকের মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না এবং এমন কোন পর্দাও থাকবে না, যা তাকে আড়াল করে রাখবে। সে তার ডানে তাকাবে তখন তার পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। আবার বামে তাকালেও পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আর সামনের দিকে তাকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না, যা তার একেবারে সম্মুখে অবস্থিত। সুতরাং

৪৬. বুখারী হা/৪৬২১; মুসলিম হা/৬২৬৮।
৪৭. মুসলিম হা/৪২৬; নাসাঈ হা/১৩৬৩।

খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা কর কিংবা খেজুরের ছাল সমপরিমাণ হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা কর'।[৪৮]

(١٠) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ. قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ فَوَاللهِ مَا أَدْرِىْ مَا يَعْنِىْ بِالْمِيْلِ أَمَسَافَةَ الأَرْضِ أَمِ الْمِيْلَ الَّذِىْ تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ. قَالَ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِى الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. قَالَ وَأَشَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى فِيْهِ.

(১০) মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'ক্বিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টিকুলের অতি নিকটে করে দেওয়া হবে। এমনকি সূর্য প্রায় এক মাইলের ব্যবধানে হয়ে যাবে। সুলাইম ইবনু আমের বলেন, আল্লাহর কসম! আমি জানি না যে, মাইল দ্বারা যমীনের দূরত্ব বোঝানো হয়েছে, না-কি যা দ্বারা চোখে সুরমা লাগানো হয় তা বোঝানো হয়েছে। তখন মানুষ সূর্যের তাপে স্বীয় আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। ঘাম কারো টাখনু পর্যন্ত হবে, কারো হাঁটু পর্যন্ত হবে, কারো ঘাম কোমর পর্যন্ত হবে, আর কারো জন্য এ ঘাম লাগাম হয়ে যাবে। এ কথাটি বলে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের মুখের দিকে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন'।[৪৯]

(١١) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِى الأَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ-

(১১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ ঘর্মাক্ত হয়ে পড়বে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনের সত্তর গজ পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে, ঘাম তাদের লাগামে পরিণত হবে, এমনকি ঘাম তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছবে'।[৫০]

(١٢) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا-

---

৪৮. বুখারী হা/৭৫১২; মুসলিম হা/২৩৯৫; মিশকাত হা/৫৫৫০।
৪৯. মুসলিম হা/৭৩৮৫, 'ক্বিয়ামত দিবসের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৫৪০।
৫০. বুখারী হা/৬৫৩২; মিশকাত হা/৫৫৩৯।

Contents

(১২) নো‘মান ইবনে বাশীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে যাকে আগুনের ফিতাসহ দু’টি জুতা পরানো হবে। এতে তার মাথার মগজ এমনভাবে ফুটতে থাকবে যেমন জ্বলন্ত চুলার উপর তামার পাত্র ফুটতে থাকে। সে মনে করবে তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কেউ ভোগ করছে না। অথচ সেই হবে সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি’।[৫১]

(١٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا-

(১৩) আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় টেনে নিয়ে যাওয়া হবে যে, তার সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবেন। তাঁরা জাহান্নামকে টেনে হিঁচড়ে বিচারের মাঠে উপস্থিত করবেন।[৫২]

(١٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ.

(১৪) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়া দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে বড় হয়েছে, (৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর তথায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত, (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালবাসে। আল্লাহর ওয়াস্তে উভয়ে মিলিত হয় এবং তাঁর জন্যই পৃথক হয়ে যায়, (৫) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দুই চক্ষু অশ্রু প্রবাহিত করতে থাকে, (৬) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (৭) সে ব্যক্তি যে গোপনে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না, তার ডান হাত কি দান করে’।[৫৩]

---

৫১. বুখারী হা/৬৫৬১-৬২; মুসলিম হা/৫৩৮-৩৯; তিরমিযী হা/২৬০৪; মিশকাত হা/৫৬৬৭-৬৮।
৫২. মুসলিম হা/৭৩৪৩; তিরমিযী হা/২৫৭৩; মিশকাত হা/৫৬৬৬।
৫৩. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/২৪২৭; মিশকাত হা/৭০১।

(١٥) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيْهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُوْنِى ثُمَّ اسْحَقُوْنِىْ ثُمَّ اذْرُوْنِىْ فِى الرِّيْحِ فِى الْبَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَىَّ رَبِّىْ لَيُعَذِّبُنِىْ عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ أَحَدًا. قَالَ فَفَعَلُوْا ذَلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلأَرْضِ أَدِّى مَا أَخَذْتِ. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ أَوْ قَالَ مَخَافَتُكَ. فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ.

(১৫) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 'এক ব্যক্তি নিজের উপরে যুলুম (পাপাচার) করেছিল। যখন তার মৃত্যুর সময় হাযির হলো, তখন সে তার সন্তানদের অছিয়ত করে বলল, আমি মারা গেলে আমাকে আগুনে ভষ্মিভূত করবে। অতঃপর ছাই পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে। এরপর সমুদ্রে প্রবল বায়ুর মধ্যে সেগুলো নিক্ষেপ করবে। আল্লাহর কসম! যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পাকড়াও করতে পারেন, তাহলে আমাকে এমন ভয়াবহ শাস্তি দেবেন, যা অন্য কাউকে দেননি। তিনি বলেন, তার পুত্ররা তার অছিয়ত মত কাজ করল। অতঃপর আল্লাহ যমীনকে বললেন, তুমি তার দেহ থেকে যা গ্রহণ করেছ, তা ফেরত দাও। ফলে সে সোজা দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই কাজ করতে কিসে তোমাকে প্ররোচিত করেছে? সে বলল, হে প্রভু! আপনার ভয়। এজন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন'।[৫৪]

(١٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ.

(১৬) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে যাবে না। দুধ যেমন গাভীর ওলানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আল্লাহর পথের ধুলা এবং জাহান্নামের আগুন এক সাথে জমা হবে না'।[৫৫]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাক্বওয়া অর্জনের জন্য নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে তাক্বওয়ার ফযীলত বর্ণনা এবং জাহান্নাম থেকে ভীতি প্রদর্শন করে মানুষকে তাক্বওয়াশীল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এ হাদীছগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা পূর্ণ তাক্বওয়াশীল মানুষ হতে পারলে আমাদের ইহকাল ও পরকাল সুখময় হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।

---

৫৪. বুখারী হা/৬৪৮১; মুসলিম হা/২৭৫৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৫।
৫৫. তিরমিযী হা/১৬৩৩; নাসাঈ হা/৩১০৮; ছহীহ তারগীব হা/১২৬৯, ৩৩২৪; মিশকাত হা/৩৮২৮।

তাক্বওয়ার স্থান

তাক্বওয়া দৃশ্যমান বস্তু নয়। কেননা তা অন্তরের বিষয়। সেজন্য রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষের অন্তর পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ করার কথা বলেছেন। তাক্বওয়ার স্থান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, -التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ 'তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি এখানে থাকে। একথা বলে তিনি তিনবার নিজের বক্ষের দিকে ইশারা করলেন'।[৫৬] তাক্বওয়া যেহেতু অন্তরে থাকে তাই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্তর পরিষ্কার করার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ- 'মনে রেখ নিশ্চয়ই মানুষের দেহে একটি গোশত পিণ্ড আছে যা, ঠিক থাকলে সমগ্র দেহই ঠিক থাকে। আর তার বিকৃতি ঘটলে সমস্ত দেহেরই বিকৃতি ঘটে। সে গোশতের টুকরাটি হলো অন্তর'।[৫৭] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ قَالُوْا صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বলেন, একদা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলা হলো, সবচেয়ে উত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন, 'প্রত্যেক মাখমূমুল ক্বালব এবং ছদূকুল লিসান'। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা জিহ্বার সত্যবাদিতা বুঝি, কিন্তু মাখমূমুল ক্বালব বুঝি না। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে পরহেযগার এবং নিষ্কলুষ। আর পরহেযগার এমন ব্যক্তি (১) যার মধ্যে পাপ নেই, (২) সীমালংঘন নেই (৩) খিয়ানত নেই (৪) হিংসা নেই'।[৫৮]

আর মহান আল্লাহ মানুষের ঐ পরিশুদ্ধ ও খালেছ অন্তরের দিকে লক্ষ্য করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি লক্ষ্য করেন'।[৫৯]

---

৫৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৪২।
৫৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৪২।
৫৮. ইবনু মাজাহ হা/৪২১৬।
৫৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৮৩।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, তাক্বওয়ার স্থান হচ্ছে অন্তর, যা দৃশ্যমান নয়। তবে মানুষের কর্মে ও আচরণে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পক্ষান্তরে সৎ আমল না করে এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার না করে আল্লাহকে ভয় করার মৌখিক দাবী অবান্তর। এমন লোককে প্রকৃত মুমিনও বলা যায় না।

কোন কোন স্থানে আল্লাহকে ভয় করতে হবে

আল্লাহকে সর্বাবস্থায় ও সবখানে ভয় করতে হবে। এর নামই প্রকৃত তাক্বওয়া। গোপনে ও প্রকাশ্যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ও জনাকীর্ণ পরিবেশে, নিজ এলাকা বা বাড়ীতে কিংবা সফরে, স্বদেশে বা বিদেশে যে যেখানে অবস্থান করুক না কেন সর্বদা সবখানে আল্লাহকে ভয় করতে হবে। এ ব্যাপারে হাদীছে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু যার গিফারীকে বলেন, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْــتَ 'তুমি যেখানে থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে বা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে'।[৬০] আলোচনা সুবিধার্থে ও সকলের সহজবোধ্যতার জন্য এ বিষয়টিকে দু'ভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করা হলো।-

(ক) গোপনে ও প্রকাশ্যে :

সর্বাবস্থায় আল্লাহকে যথাসম্ভব ভয় করতে হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْصِنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ مَا اسْتَطَعْتَ وَاذْكُرِ اللهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَحْدُثْ عِنْدَهَا تَوْبَةَ السِّرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ بِالْعَلاَنِيَةِ-

আতা ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মু'আয রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে ইয়ামান পাঠান, তখন মু'আয বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার জন্য যথাসম্ভব তাক্বওয়া অবলম্বন করা যরূরী। আল্লাহকে স্মরণ কর প্রত্যেক পাথর ও গাছের নিকটে। আর কোন পাপ কাজ করলে তার জন্য তওবা কর। পাপ প্রকাশ্যে হলে তওবা প্রকাশ্যে কর; পাপ গোপনে হলে তওবা গোপনে কর'।[৬১]

অন্যত্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, أُوصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فِيْ سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلاَنِيَتِهِ وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ وَلاَ تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ وَلاَ تَقْبِضْ أَمَانَةً وَلاَ تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ 'আমি তোমাকে অছিয়ত করছি, তোমার গোপন ও প্রকাশ্য কাজে আল্লাহভীতির। আর যখন তুমি পাপ কাজ করবে তারপর ভাল কাজ করবে।

৬০. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৩।
৬১. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩২০।

কোন ব্যক্তির নিকটে কোন কিছু চাইবে না। এমনকি তোমার চাবুক পড়ে গেলেও (উঠিয়ে দিতে বলবে না)। আমানতের খেয়ানত করবে না। দু'জনের মাঝে ফায়ছালা করবে না'।[৬২]

উল্লেখ্য, আবু যার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর দুর্বলতার কারণে আমানত গ্রহণ ও বিবদমান বিষয়ে ফায়ছালা করতে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। কেননা তাঁর পক্ষে ফায়ছালা করা কঠিন হবে বলে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মনে করেছেন।[৬৩]

তাক্বওয়ার বিষয়ে বলা সহজ কিন্তু কাজে পরিণত করা কঠিন। কোন কোন মানুষ এ ব্যাপারে উদাসীন এবং তার প্রতি আল্লাহর প্রত্যক্ষদর্শিতার কথা বিস্মৃত হয়ে যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুমিনকেই সজাগ ও সচেতন হওয়া অতি যরূরী।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জনমানবহীন স্থানে কিংবা অতি সংগোপনেও অপকর্ম করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, مَا كَرِهْتَ أَنْ يَراهُ النَّاسُ مِنْكَ فَلاَ تَفْعَلْهُ بِنَفْسِكَ إِذَا خَلَوْتَ– 'যে কাজ তুমি মানুষের দেখা অপসন্দ কর, তা তুমি একাকী নির্জনেও করবে না'।[৬৪] তিনি আরো বলেন, وَثَلاَثٌ مُنْجِيَاتٌ خَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَالْعَدلُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ– 'পরিত্রাণ দানকারী তিনটি বিষয় হচ্ছে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, সচ্ছলতা ও দারিদ্রের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং সন্তোষ ও অসন্তোষে ন্যায়বিচার করা'।[৬৫]

(খ) স্বীয় অবস্থান স্থলে ও সফরে :

স্বদেশ-বিদেশ, নিজ বাড়ী বা পরের বাড়ী সর্বত্র আল্লাহকে ভয় করতে হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنِّى أُرِيْدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِىْ. قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ. فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ–

হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি সফরে যাওয়ার মনঃস্থ করেছি। অতএব আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন, 'তুমি অবশ্যই আল্লাহভীতি (তাক্বওয়া) অবলম্বন

---

৬২. ছহীহুল জামে' হা/২৫৪৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৩০৯।
৬৩. মির'আত ১১/৩৪৯।
৬৪. ছহীহুল জামে' হা/৫৬৫৯; ছহীহাহ হা/১০৫৫, সনদ হাসান।
৬৫. ছহীহুল জামে' হা/৩০৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬০৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮০২।

করবে এবং প্রতিটি উচ্চ স্থানে আরোহণকালে তাকবীর ধ্বনি দিবে। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ তার পথে দূরত্ব সংকুচিত করে দাও এবং সফর তার জন্য সহজসাধ্য করে দাও'।[৬৬]

নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষকে বিদায় দেওয়ার সময় বলতেন, أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وآخِرَ عَمَلِكَ وَزَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ– 'আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত ও তোমার শেষ কর্মকে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রাখলাম। আল্লাহ তোমাকে পরহেযগারিতা দান করুন। আল্লাহ তোমার গোনাহ মাফ করুন এবং আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন তুমি যেখানেই থাক'।[৬৭]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জীবনের প্রতিটি পদে, প্রতিটি দিক ও বিভাগে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি নিয়ে চলতে হবে। তাক্বওয়াহীন আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। তাক্বওয়াশীল মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত হয়। তাই আমরা সর্বাবস্থায় তাক্বওয়াশীল হতে চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সাবইকে মুত্তাক্বী হওয়ার তাওফীক দান করুন।

তাক্বওয়ার মর্যাদা ও গুরুত্ব

মানব জীবনে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। এর ভিত্তিতেই মানুষের কর্মকাণ্ড মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় বা বর্জনীয় হয়। এটাই আল্লাহর কাছে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা লাভের মাধ্যম। তাই তাক্বওয়া মানব জীবনে বিশেষত মুমিন জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নে তাক্বওয়ার মর্যাদা ও গুরুত্বের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হলো।-

১. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের প্রতি তাক্বওয়া অবলম্বনের জন্য আল্লাহর নির্দেশ :

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে এবং আসবে সকলের প্রতি মহান আল্লাহ তাক্বওয়া অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ 'তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ও তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে' *(নিসা ৪/১৩১)*। পবিত্র কুরআনের প্রায় ২০০টি স্থানে আল্লাহ

---

৬৬. তিরমিযী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/২৪৩৮।
৬৭. *আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩২৪।*

তাক্বওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে রয়েছে তাক্বওয়ার গুরুত্ব, মর্যাদা, ফযীলত ও পুরস্কার প্রভৃতি। কুরআনে এত অধিকবার এ বিষয়টি উল্লেখ করার দ্বারা এর গুরুত্ব সহজেই অনুমিত হয়।

২. নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বীয় উম্মতকে তাক্বওয়া অবলম্বনের উপদেশ ও নির্দেশ :

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে তাক্বওয়া অর্জনের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন এবং এর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এ সম্পর্কে কতিপয় হাদীছ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।-

নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষকে তাক্বওয়া অবলম্বন করতে বলতেন, বিশেষত কোথাও কোন অভিযান প্রেরণকালে তিনি প্রধান সেনাপতিকে তাক্বওয়াশীল হওয়ার জন্য আদেশ করতেন। যেমন সুলায়মান ইবনে বুরায়দা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا- অর্থাৎ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কোন সৈন্যদলের আমীর নির্ধারণ করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করার তথা তাক্বওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ করতেন এবং সাধারণ মুসলিম যোদ্ধাদেরকে তাক্বওয়া অর্জনের উপদেশ দিতেন'।[৬৮]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে ইয়েমেনে প্রেরণকালে তাক্বওয়াশীল হওয়ার উপদেশ দেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْصِيْهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْشِيْ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لاَ تَلْقَانِيْ بَعْدَ عَامِيْ هَذَا أَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِيْ أَوْ قَبْرِيْ فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ الْتَفَتَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُوْنَ مَنْ كَانُوْا وَحَيْثُ كَانُوْا-

মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ামান পাঠান, তখন তিনি তাকে উপদেশ দেয়ার জন্য তার সাথে বের হলেন। মু'আয সওয়ারীর উপরে আরোহণ করলেন এবং নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সওয়ারীর নীচে ছিলেন। তিনি

৬৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯২৯; বুলূগুল মারাম হা/১২৬৮।

উপদেশ শেষে বললেন, মু‘আয! সম্ভবত এ বছরের পর তোমার সাথে আমার আর সাক্ষাৎ হবে না। তুমি আমার মসজিদ ও কবরের পাশ দিয়ে পার হয়ে যাবে। মু‘আয রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বিচ্ছিন্নতায় চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন এবং মদীনার দিকে ফিরে দেখলেন। তারপর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিরাই সবচেয়ে আমার নিকটে। তারা যেই হোক না কেন, যেখানেই হোক না কেন’?[৬৯]

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা ফাতিমা (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহা)-কেও তাক্বওয়াশীল হওয়ার উপদেশ দেন। তিনি বলেন, – فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِيْ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ ‘অতএব ফাতিমা তুমি আল্লাহকে ভয় কর বা পরহেযগার হও এবং ধৈর্য ধারণ কর। আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রযাত্রী’।[৭০]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে ছাহাবীগণ উপদেশ চাইলে তিনি তাদেরকে প্রথমত তাক্বওয়াশীল হওয়ার উপদেশ দিতেন। যেমন-

عَنِ الْعِرْبَاضِ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ–

ইরবায ইবনে সারিয়া রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ করে আমাদের উদ্দেশ্যে এমন এক মর্মস্পর্শী নছীহত করলেন, যাতে চক্ষু সমূহ অশ্রু প্রবাহিত করল এবং অন্তর সমূহ ভীত-বিহ্বল হলো। এ সময়ে এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এ মনে হচ্ছে বিদায় গ্রহণের উপদেশ। আমাদেরকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার বা তাক্বওয়াশীল হওয়ার উপদেশ দিচ্ছি এবং নেতার কথা শুনতে ও তার আনুগত্য করতে উপদেশ দিচ্ছি, নেতা বা ইমাম হাবশী গোলাম হলেও। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা

৬৯. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৪৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৯৭; মিশকাত হা/৫২২৭।
৭০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৭৮।

অল্প দিনের মধ্যেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমারা আমার সুন্নাতকে এবং সৎপথ প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং তাকে মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে ধরে থাকবে। অতএব সাবধান তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাহর বাইরে) নতুন সৃষ্ট কাজ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন কাজই বিদ‘আত এবং প্রত্যেক বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা’।[৭১]

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় ছাহাবীদেরকে তাক্বওয়াশীল হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে আদেশ-উপদেশ দিতেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يَأْخُذُ عَنِّيْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কে আমার নিকট থেকে এই বাক্যসমূহ গ্রহণ করবে, অতঃপর সে অনুযায়ী আমল করবে’? অথবা তিনি বললেন, ‘কে আমার নিকট থেকে শিখে নেবে সেগুলি আমল করার জন্য’? আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি বললাম, আমি হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তখন তিনি আমার হাত ধরলেন এবং পাঁচটি বিষয় গণনা করলেন। তিনি বললেন, ‘তুমি নিষিদ্ধ বিষয়গুলি থেকে বেঁচে থাকবে, তাহলে তুমি সর্বাধিক ইবাদতগুযার মানুষ হতে পারবে। আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তার প্রতি তুমি সন্তুষ্ট থাকবে, তাহলে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী মানুষ হতে পারবে। প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করবে, তাহলে মুমিন হতে পারবে। তুমি নিজের জন্য যা পসন্দ কর, অপরের জন্যও তা পসন্দ করবে, তাহলে তুমি মুসলিম হতে পারবে। আর তুমি অধিক হাসবে না। কারণ বেশী হাসলে অন্তর মরে যায়’।[৭২] অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ-

৭১. আবু দাউদ, মিশকাত হা/১৫৮।
৭২. তিরমিযী হা/২৩০৫; মিশকাত হা/১৫৭১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৩০, সনদ হাসান।

Contents

আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বিদায় হজ্জের খুৎবা প্রদান করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর, তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর, তোমাদের নেতাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৭৩] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الإِسْلاَمِ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ، وَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِى السَّمَاءِ، وَذِكْرُكَ فِى الأَرْضِ-

জাবির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে জাবের! আমি তোমাকে আল্লাহভীরু হওয়ার জন্য উপদেশ দিচ্ছি। নিশ্চয়ই তাক্বওয়াই হচ্ছে সব কিছুর কল্যাণের মূল। তোমার উপর জিহাদ যরূরী। কারণ জিহাদই হচ্ছে ইসলামের বৈরাগ্য। আল্লাহর যিকর কর এবং কুরআন তেলাওয়াত কর। কারণ এ দু'টি হচ্ছে আকাশে শান্তি লাভের মাধ্যম এবং যমীনে সুখ্যাতি অর্জনের মাধ্যম'।[৭৪] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন ব্যক্তিকে বললেন, 'আমি তোমাকে আল্লাহভীতি অবলম্বন করার আদেশ করছি। আর প্রত্যেক উঁচু স্থানে আল্লাহু আকবার বলার জন্য বলছি'।[৭৫]

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামকে যেমন তাক্বওয়াশীল হওয়ার নির্দেশ দিতেন, তেমনি নিজেও তাক্বওয়াশীল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে নিম্নোক্ত দো'আ করতেন- أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى- 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সঠিক পথ, পরহেযগারিতা, গোনাহ হতে নিষ্কলুষতা এবং অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে আশ্রয় চাই'।[৭৬]

---

৭৩. তিরমিযী হা/৬১৬; ইবুন হিব্বান হা/৭৯৫।
৭৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৫৫।
৭৫. ইবনু মাজাহ হা/২৭৭১, হাদীছ ছহীহ।
৭৬. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৭০।

নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষকে বিদায় দেওয়ার সময় বলতেন, أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وآخِرَ عَمَلِكَ وَزَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ– 'আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত ও তোমার শেষকর্মকে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রাখলাম। আল্লাহ তোমাকে পরহেযগারিতা দান করুন। আল্লাহ তোমার গোনাহ মাফ করুন এবং আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন তুমি যেখানেই থাক'।[৭৭]

৩. পৃথিবীতে আগত সকল নবী-রাসূলের উপদেশ ছিল তাক্বওয়া অবলম্বনের :

আদম আলাইহিস সালাম থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ৩১৫ জন রাসূল সহ এক লক্ষ চব্বিশ হাযার পয়গম্বর পৃথিবীতে প্রেরিত হন।[৭৮] প্রত্যেকের দাওয়াত ছিল তাক্বওয়া অবলম্বনের। পবিত্র কুরআনে কয়েকজন নবীর দাওয়াতের বিষয়টি তুলে ধারা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ الْمُرْسَلِيْنَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نُوْحٌ أَلاَ تَتَّقُوْنَ 'নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বলল, তোমরা কি তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না'? *(শু'আরা ২৬/১০৫-১০৬)*। তিনি আরো বলেন, كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِيْنَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ هُوْدٌ أَلاَ تَتَّقُوْنَ 'আদ-সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। যখন তাদের ভ্রাতা হূদ তাদেরকে বলল, তোমরা কি তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না'? *(শু'আরা ২৬/১২৩-১২৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صَالِحٌ أَلاَ تَتَّقُوْنَ 'ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। যখন তাদের ভ্রাতা ছালিহ তাদেরকে বলল, তোমরা কি তাক্বওয়াশীল হবে না'? *(শু'আরা ২৬/১৪১-১৪২)*। আল্লাহ আরো বলেন, كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ الْمُرْسَلِيْنَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوْطٌ أَلاَ تَتَّقُوْنَ 'লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। যখন তাদের ভ্রাতা লূত তাদেরকে বলল, তোমরা কি ভয় করবে না'? *(শু'আরা ২৬/১৬০-১৬১)*। তিনি আরো বলেন, وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوْسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ، قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلاَ يَتَّقُوْنَ 'স্মরণ কর, যখন তোমার

---

৭৭. আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩২৪।
৭৮. আহমাদ, ত্বাবারাণী, মিশকাত হা/৫৭৩৭ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৮।

Contents

প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বললেন, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও, ফির‘আওন সম্প্রদায়ের নিকট; তারা কি ভয় করে না?’ *(শু‘আরা ২৬/১০-১১)*। এভাবে অন্যান্য রাসূলগণও তাঁদের অনুসারীদেরকে তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীতি অর্জনের দাওয়াত দিতেন।

৪. তাক্বওয়া অবলম্বনে পূর্বসূরীদের অছিয়ত :

ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে‘ তাবেঈসহ পূর্বসূরী মনীষীগণ মানুষকে তাক্বওয়াশীল হওয়ার জন্য নছীহত করতেন। হাফেয ইবনু রজব বলেন, সালাফে ছালেহীন সর্বদা মানুষকে তাক্বওয়ার উপদেশ দিতেন। যেমন-

(১) আবু বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু খুৎবা প্রদানকালে বলতেন, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহভীতি অর্জনের, তাঁর যথাযথ প্রশংসা করার, কোন কিছু কামনার সাথে ভীত হওয়ার, কোন কিছু প্রার্থনার ক্ষেত্রে বিনয়ের সংমিশ্রণ ঘটানোর।[৭৯] কেননা আল্লাহ যাকারিয়া ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ– ‘তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাদেরকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমাদের নিকট বিনীত’ *(আম্বিয়া ২১/৯০)*।

যখন আবু বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে এবং ওমরের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন, তখন তিনি ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে ডেকে বিভিন্ন উপদেশ দিলেন। তাকে তিনি প্রথম যা বললেন, তা হচ্ছে اتقِ الله يا عمر ‘হে ওমর! আল্লাহকে ভয় কর’।[৮০]

(২) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু স্বীয় পুত্র আব্দুল্লাহর নিকটে পত্র লিখলেন এ বলে যে, فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. অর্থাৎ আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করার। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। যে তাঁকে ভয় করবে না আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন। আর যে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে, তিনি তাকে বৃদ্ধি করে দিবেন। তাক্বওয়াকে তোমার চোখের মণি ও অন্তরের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকারী করে নাও।[৮১]

---

৭৯. ড. আহমাদ ফরীদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ১৩-১৪।
৮০. ড. আহমাদ ফরীদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ১৩-১৪।
৮১. তদেব, পৃঃ ১৪।

Contents

(৩) আলী ইবনু আবু তালেব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু কোন অভিযান প্রেরণকালে প্রধান সেনাপতিকে বলতেন, أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه 'আমি তোমাকে ঐ আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি, যাঁর সাথে তোমার সাক্ষাৎ অবশ্যই ঘটবে'।[৮২]

(৪) ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) জনৈক ব্যক্তিকে এক যুদ্ধে দায়িত্ব প্রদান করেন। অতঃপর তাকে বলেন, أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لايقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها؛ فإنَّ الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. অর্থাৎ আমি তোমাকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি, যা ব্যতীত কোন কিছু কবুল হয় না। তাক্বওয়াশীল ব্যতীত কারো উপরে রহমত করা হয় না। মুত্তাক্বী ব্যতীত কাউকে ছওয়াব দেওয়া হয় না। তাক্বওয়ার ব্যাপারে উপদেশ দানকারী অনেক। কিন্তু তাক্বওয়া ভিত্তিক আমলকারীর সংখ্যা নগণ্য। আল্লাহ আমাদেরকে ও তোমাকে মুত্তাক্বীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।[৮৩]

(৫) শু'বাহ (রহঃ) বলেন, আমি যখন কোথাও গমনের ইচ্ছা করতাম, তখন হাকামকে বলতাম, তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি? তখন সে বলত, তোমাকে আমি ঐ উপদেশ দিচ্ছি, যা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে দিয়েছিলেন, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا 'যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় করবে, কোন কারণ বশত পাপ কাজ হয়ে গেলে তারপর ভাল কাজ করবে, তা তোমার পাপকে মিটিয়ে দিবে'।[৮৪]

(৬) ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন, ইবনু আওন এক লোককে বিদায় দানকালে বললেন, তোমার জন্য আবশ্যক হলো তাক্বওয়া অবলম্বন করা। কেননা মুত্তাক্বী কখনও নিঃসঙ্গ ও একাকী হয় না।[৮৫]

(৭) সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) ইবনু আবী যিবকে বলেন, তুমি আল্লাহকে ভয় করলে তিনি তোমাকে মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। আর তুমি মানুষকে ভয় করলে মানুষ তোমাকে আল্লাহ থেকে অমুখাপেক্ষী করতে পারবে না।[৮৬]

---

৮২. ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ৬; মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন, কিতাবুল ইলম, পৃঃ ৬২।

৮৩. ড. আহমাদ ফরীদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ১৪; শায়খ আলী ইবনু নায়েফ আশ-শুহুদ, মাওসূ'আতুল খুতাব ওয়াদ দুরুস, পৃঃ ২।

৮৪. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৩।

৮৫. আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ, মাওয়ারিদুয যামআন লিদুরূসিয যামান, (মদীনা : ৩০তম সংস্করণ, ১৪২৪ হিঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫।

৮৬. ইবনুল কাইয়্যেম, আল-ফাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড (মিসরঃ কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, তা.বি.), পৃঃ ৫২।

৫. তাক্বওয়া বান্দার সর্বোত্তম পরিচ্ছদ :

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি হচ্ছে মানুষের সর্বোত্তম ভূষণ। আল্লাহ পাক বলেন, يَا بَنِيْ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ 'হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমরা তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাক্বওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম' *(আ'রাফ ৭/২৬)*। উল্লেখ্য, لباس (পোশাক) হচ্ছে যা দ্বারা লজ্জাস্থান আবৃত করা হয়। الريش (সাজসজ্জা) হচ্ছে যা দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়। সুতরাং প্রথমটা আবশ্যকীয় ও যরূরী। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে অতিরিক্ত ও পূর্ণতা দানকারী। মানুষের জন্য সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ ভূষণ হলো যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দোষ-ত্রুটি আড়াল করে তাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত ও সুশোভিত করে; আর সেটাই হচ্ছে তাক্বওয়ার পোশাক।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর বাণী, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ দ্বারা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, তাক্বওয়াই উত্তম ভূষণ।[৮৭] মা'বাদ আল-জুহানী বলেন, 'লিবাসুত তাক্বওয়া' হচ্ছে লজ্জাশীলতা। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমলে ছালেহ বা সৎকর্ম হচ্ছে 'লিবাসুত তাক্বওয়া'।[৮৮]

৬. তাক্বওয়া বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয় :

তাক্বওয়া হচ্ছে মানব জীবনের সর্বোত্তম পাথেয়। যা মানুষকে সর্বমহলে সমাদৃত করে। আল্লাহর কাছেও সম্মানিত করে। তাই তিনি এ পাথেয় সংগ্রহের জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوْنِ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ 'আর তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহর বাণী فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى দ্বারা আল্লাহ মানুষকে দুনিয়াতে সফরের ক্ষেত্রে পাথেয় সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং পরকালীন পাথেয়ের নির্দেশনা দিয়েছেন। আর সেটা হচ্ছে তাক্বওয়া অবলম্বন করা।[৮৯] আতা আল-খুরাসানী বলেন, সেটা হচ্ছে পরকালীন পাথেয়।[৯০]

---

৮৭. তাফসীর কুরতুবী, ৭/১৮৪, সূরা আ'রাফ ৭নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
৮৮. ড. আহমাদ ফরীদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ১৫।
৮৯. তদেব।

উল্লেখ্য, সূরা আ'রাফের ২৬নং আয়াতে বাহ্যিক পোশাকের কথা উল্লেখ করে অপ্রকাশ্য পোশাকের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেটা হচ্ছে বিনয়-নম্রতা, আনুগত্য ও ভীতি। এটাই হচ্ছে উত্তম ও উপকারী। যামাখশারী বলেন, اجعلــوا زادكم إلى الآخرة اتقاء القبائح فإن خير الزاد اتقاؤها অর্থাৎ তোমরা নিকৃষ্ট কাজ থেকে বেঁচে থাকাকে পরকালীন পাথেয় হিসাবে গ্রহণ কর। আর এটাই উত্তম পাথেয়।[৯১]

৭. তাক্বওয়াশীলরা আল্লাহর বন্ধু ও মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত :

তাক্বওয়া অবলম্বনকারীদেরকে মহান আল্লাহ বন্ধু বলে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ، الَّذِيْنَ آمَنُــوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ 'জেনে রাখ! আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা বিশ্বাস করে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করে' *(ইউনূস ১০/৬২-৬৩)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَاللهُ وَلِــيُّ الْمُتَّقِــيْنَ 'আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু' *(জাছিয়া ৪৫/১৯)*। তাক্বওয়ার এ শীর্ষস্থান ও উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছা ব্যতীত আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভের অধিকারী ও উপযুক্ত হওয়া যায় না বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

আস-সা'দী বলেন, فكل من كان مؤمنا تقيًا كان لله تعالى وليًــا 'অতএব প্রত্যেক মুত্তাক্বী মুমিনই আল্লাহর বন্ধু'।[৯২]

আল্লাহ তা'আলা তাক্বওয়াকে সঠিক মানদণ্ড করেছেন, যা দ্বারা মানুষকে পরিমাপ করা যায়। এটা বংশ, গোত্র, সম্পদ ও পরিচিতির মানদণ্ড নয়। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْــدَ اللهِ أَتْقَــاكُمْ 'তোমাদের নিকট সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাক্বী' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও একে মানদণ্ড হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানী কে? তিনি বললেন, أَتْقَــاهُمْ لله 'তাদের মধ্যে যে অধিক আল্লাহভীরু'।[৯৩]

---

৯০. তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/৫৪৮ পৃঃ।
৯১. তাফসীরে কাশশাফ ১/১৭৬ পৃঃ।
৯২. ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ২০।
৯৩. বুখারী হা/৩৩৮৩।

Contents

আল্লামা শানক্বীতী বলেন, তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির মাধ্যমে সম্মান-মর্যাদা লাভ হয়। এটা ব্যতীত বংশ-গোত্রের দিকে সম্বন্ধিত হওয়ার কারণে সম্মানিত হওয়া যায় না।[৯৪]

৮. তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতার জন্য মুসলিম উম্মার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ :

তাক্বওয়ার মর্যাদার অন্যতম কারণ হলো আল্লাহ তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাক্বওয়াহীন কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ 'সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আর আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তিনি শাস্তি দানে কঠোর' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) উল্লেখ করেন, আল-মাওয়ারদী বলেন, আল্লাহ নেকীর কাজে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন এবং একে আল্লাহভীতির সাথে যুক্ত করেছেন। কেননা তাক্বওয়ায় আল্লাহর সন্তোষ রয়েছে। আর কল্যাণের কাজে মানুষের সন্তোষ রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ ও মানুষের সন্তোষ একত্রিত করল, তার সমৃদ্ধি ও উন্নতি পরিপূর্ণ হলো এবং নে'আমত ব্যাপক হলো।[৯৫]

ইবনু খুওয়াইয মান্দাদ বলেন, নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা বিভিন্নভাবে হতে পারে। আলেমের উপরে আবশ্যক হলো তার জ্ঞান দ্বারা মানুষকে সহায়তা করা। সুতরাং সে মানুষকে তা শিক্ষা দেবে। ধনী স্বীয় সম্পদ দ্বারা তাদের সহায়তা করবে, বীর তার সাহসিকতা দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় সাহায্য করবে। আর মুসলমানরা একটি হাতের ন্যায় হবে।[৯৬] যেমন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيْرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ 'মুসলমানাদের জীবনের মূল্য (রক্তমূল্য) এক সমান। তাদের একজন সাধারণ লোকও অপরকে তাদের নিরাপত্তা বা আশ্রয় দিতে পারে। তাদের দূরবর্তী স্থানের মুলসলমানরাও তাদের পক্ষে এরূপ আশ্রয় দিতে পারে। তারা বিজাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে একটি হাতস্বরূপ (ঐক্যবদ্ধ)'।[৯৭]

---

৯৪. ড. আহমাদ ফরীদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ১৬।
৯৫. তাফসীর কুরতুবী, ৬/৪৭, সূরা মায়েদাহ ২নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
৯৬. তদেব।
৯৭. আবু দাউদ হা/২৭৫৩; ইবনু মাজাহ হা/২৬৮৩; নাসাঈ হা/৪৭৪৬, সনদ ছহীহ।

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির নিদর্শন সমূহ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের সম্পর্কে অবগত হতে সক্ষম যে, সে তাক্বওয়াশীল বা আল্লাহভীরু, না-কি তাক্বওয়াহীন ও এ বিষয়ে উদাসীন-শৈথিল্যপরায়ণ। অনুরূপভাবে অন্যদের পক্ষেও কতিপয় আলামত দেখে এ বিষয়টি জানা সহজ হয়। এখানে সেগুলি উল্লেখ করা হলো।-

১. ভাষার প্রকাশ : মানুষের মুখের কথাবার্তা ও ভাষায় বোঝা যায় যে, সে তাক্বওয়াশীল কি-না। কেননা তাক্বওয়া মানুষকে মিথ্যা কথা, গীবত বা দোষচর্চা, তোহমত বা অপবাদ, চোগলখুরী এবং অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর যিকর, কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনী জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত রাখে।

২. অন্তরের কাজ : তাক্বওয়াশীল মানুষ অন্তরের কর্মকাণ্ডকে ভয় করে। ফলে তার হৃদয় থেকে শত্রুতা, ক্রোধ ও অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। সেখানে জায়গা করে নেয় মুসলিম ভাইয়ের প্রতি নছীহত ও সদুপদেশ, তার প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা।

৩. অপ্রকাশ্য কর্মকাণ্ড : তাক্বওয়াশীল মানুষ গোপনে বা লোকচক্ষুর অন্তরালেও উত্তম ও জনকল্যাণকর কাজ ব্যতীত নিন্দিত ও ঘৃণিত কাজ করতে ভয় পায়। অন্যের প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতি লক্ষ্য না করে নিজে পেট পুরে আহার করে না। বরং সে পরিমিত আহার করে এবং প্রতিবেশী অভাবী-দুস্থদের প্রতি খেয়াল রাখে।

৪. চোখের কাজ : চোখ নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকেই ধাবিত হয়। কিন্তু তাক্বওয়াশীল মানুষ স্বীয় দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে তার চোখকে হারাম থেকে ফিরিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে উপদেশ গ্রহণ, হালাল বা বৈধ এবং নেকী অর্জনের কাজে লিপ্ত রাখার চেষ্টা করে। তেমনি স্রেফ দুনিয়াবী কাজে নয়, বরং পরকালীন কাজে চোখকে নিয়োজিত রাখার চেষ্টা করে।

৫. পায়ের কাজ : পা মানুষকে ভাল-মন্দ সকল কাজে সংশ্লিষ্ট স্থানে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। তাক্বওয়াশীল মানুষ স্বীয় পাকে আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপের কাজের দিকে নিয়ে যেতে ভয় করে। বরং সে নেকীর কাজের দিকে স্বীয় পাকে চালিত করতে সচেষ্ট হয়।

৬. হাতের কাজ : হাত মানুষের সকল প্রকার ভাল-মন্দ কাজ সম্পাদন করার মাধ্যম। তাক্বওয়াশীল মানুষ তাই নিজের হাতের কাজকে ভয় করে। সুতরাং সে হারাম ও নিষিদ্ধ কাজের প্রতি স্বীয় হস্তদ্বয়কে কখনও প্রসারিত করে না। বরং আল্লাহর আনুগত্যশীল ও নেকীর কাজের প্রতিই সে তার হাতকে প্রসারিত করে।

৭. আল্লাহর নির্দেশ পালন : তাক্বওয়াশীল মানুষ সর্বদা আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সে নিজেকে সদা আল্লাহর আনুগত্যে নিরত রাখে এবং তাঁর নিষেধ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। লৌকিকতা, লোকদর্শন ও নেফাকী বা কুটিলতা বাদ দিয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইবাদত করে ও তাঁর আনুগত্যপূর্ণ সকল কাজ সম্পাদন করে।[৯৮]

এসব কাজ যারা সঠিকভাবে সম্পাদন করে, তারাই প্রকৃত মুত্তাক্বী। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّـــكَ لِلْمُتَّقِـــيْنَ ‘মুত্তাক্বীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে আখিরাতের কল্যাণ’ *(যুখরুফ ৪৩/৩৫)*।

উপরোক্ত নিদর্শন ব্যতীত মুত্তাক্বীদের আরো কতিপয় আলামত রয়েছে। যেমন- (ক) তারা পূর্ণাঙ্গ মুমিন। অর্থাৎ তারা প্রথমত ঈমানের সকল শাখার প্রতি বিশ্বাসী। (খ) শরী‘আত তথা আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অনুযায়ী আমলকারী। (গ) কথা-কর্মে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ। (ঘ) তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক মনে করে। (ঙ) পিতা-মাতার সাথে সদাচরণকারী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। (চ) আল্লাহ ও তাঁর সকল সৃষ্টির সাথে আচরণে সত্যপরায়ণ। (ছ) তারা অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা থেকে মুক্ত নিষ্কলুষ মনের অধিকারী। (জ) তারা মানুষের জন্য নছীহতকারী ও সকলের জন্য মঙ্গলকামী। (ঝ) তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর নিকটে যাচঞাকারী ও তাঁর নিকটেই আশ্রয়প্রার্থী।

আল্লাহকে ভয় করার কারণ সমূহ

আল্লাহ এ বিশ্ব ভ্রমাণ্ডের অদ্বিতীয় স্রষ্টা ও একক নিয়ন্ত্রক। এ পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। তিনিই সব কিছুর জীবন ও মৃত্যু দান করেন। কাজেই তাঁকেই ভয় করতে হবে। তাঁকে ভয় করার আরো কতিপয় কারণ এখানে উল্লেখ করা হলো।- (১) তওবার পূর্বেই মৃত্যুর ভয়। (২) তওবা বিনষ্ট হওয়া ও সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ভয়। (৩) আল্লাহর সকল হক পূর্ণ করার শক্তি-সামর্থ্য দুর্বল ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। (৪) অন্তরের নম্রতা দূরীভূত হয়ে তা কঠিন ও শক্ত হয়ে যাওয়ার ভয়। (৫) সরল-সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার আশংকা। (৬) স্বভাব-প্রকৃতি প্রবৃত্তিপরায়ণতার দিকে ধাবিত হওয়ার ভয়। (৭) নিজে সর্বোতভাবে কর্মহীন থেকে নেকী অর্জনের জন্য আল্লাহর উপরে ভরসা করা। আর এ নির্ভরতার মধ্যেই সান্ত্বনা তালাশ করা। (৮) আল্লাহর অধিক নে‘আমত

---

৯৮. আবু মারইয়াম মাজদী ফাতহী আস-সাইয়্যেদ, আল-খওফু মিনাল্লাহি ওয়া আহওয়ালি আহলিহি (কায়রো : দারুল বাশীর, ১৪০৭ হিঃ), ৭৬ পৃঃ।

লাভ করে অহংকারী হয়ে যাওয়ার ভয়। (৯) গায়রুল্লাহর পূঁজা ও তার ইবাদতে জড়িয়ে পড়ার আশংকা। (১০) আল্লাহর নে'আমতের প্রাচুর্যের ফলে ধোঁকায় নিপতিত হওয়ার ভয়। (১১) কারো অগোচরে অন্য মানুষ কর্তৃক তার দোষ-ক্রটি প্রকাশ করে দেওয়া, তার খেয়ানত করা, তাকে ধোঁকা দেওয়া এবং তার সংশোধনযোগ্য বিষয় প্রকাশ না করে গোপন রাখা। (১২) দুনিয়াতে দ্রুত শাস্তির ভয়। (১৩) মৃত্যুকালে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার ভয়। (১৪) দুনিয়ার চাকচিক্য ও মোহমায়ায় প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হওয়ার ভয়। (১৫) উদাসীন অবস্থায় কৃত ক্রটি-বিচ্যুতিতে আল্লাহর অসন্তোষের ভয়। (১৬) মন্দ কর্মের মাধ্যমে জীবনাবসানের আশংকা। (১৭) মৃত্যুযন্ত্রণা ও তার কঠোরতার ভয়। (১৮) কবরে মুনকার-নাকীরের জিজ্ঞাসার ভয়। (১৯) কবর আযাবের ভয়। (২০) পুনরুত্থানের বিভীষিকার শিকার হওয়ার আতঙ্ক। (২১) আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার আতঙ্ক। (২২) গোপনীয় পাপ ও গোনাহ প্রকাশিত হওয়ার শঙ্কা। (২৩) পুলছিরাত অতিক্রম করা ও তার তীক্ষ্ণধারের ভয়। (২৪) জাহান্নামে আবদ্ধ হয়ে শাস্তি ভোগ করার ভয়। (২৫) জান্নাত ও তার অফুরন্ত নে'আমত এবং সীমাহীন সুখ-শান্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়। (২৬) আল্লাহর দীদার লাভ করা থেকে মাহরূম হওয়ার আশংকা।[৯৯]

এসবের সারসংক্ষেপ হচ্ছে ইহকালীন ও পরকালীন আযাবের ভয়, দুনিয়া ও আখিরাতে ছওয়াব লাভের আশা, হিসাবের ভয়, সর্বদা আল্লাহকে লজ্জা করা, তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে নে'আমতের শুকরিয়া আদায়, আল্লাহর মহত্ত্ব, বড়ত্ব ও অসীম ক্ষমতার কারণে তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর যথার্থ মুহাব্বত লাভের আশায় তাঁকে সর্বদা, সর্বাবস্থায় ও সর্বোতভাবে ভয় করা।

আল্লামা সামারকান্দী বলেন, আমলে ছালেহ বা সৎকর্মের জন্য চারটি বিষয়ে ভয় বা সতর্ক থাকা যরূরী। ১. কবুল না হওয়ার ভয়। কেননা আল্লাহ মুত্তাক্বী ব্যতীত কারো আমল কবুল করেন না। তিনি বলেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِـيْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাক্বীদের নিকট থেকে কবুল করেন' *(মায়েদাহ ৫/২৭)*। ২. লৌকিকতার ভয়। কেননা রিয়া বা লোকদেখানোর ইচ্ছায় কোন আমল করলে তা কবুল হয় না। আল্লাহ বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ الـدِّيْنَ 'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে' *(বাইয়্যেনাহ ৯৮/৫)*। ৩. আমল অনুমোদিত, স্বীকৃত ও সংরক্ষিত না হওয়ার ভয়। কেননা আমল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পদ্ধতিতে না হলে তা কবুল হয় না

---

৯৯. আল-খওফু মিনাল্লাহি ওয়া আহওয়ালি আহলিহি, পৃঃ ৭৬-৭৭।

এবং প্রতিদান মেলে না। আল্লাহ বলেন, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا 'কেউ কোন সৎ কাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে' *(আন'আম ৬/১৬০)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যে ব্যাপারে আমাদের কোন অনুমোদন নেই, তা পরিত্যাজ্য'।[১০০] ৪. আনুগত্য ও ইবাদতে ব্যর্থ হওয়ার ভয়। কেননা সে জানে না যে, আনুগত্য ও ইবাদত যথাযথ হয়েছে কি-না? যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ 'আমার কার্য সাধন তো আল্লাহর সাহায্যে; আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী' *(হূদ ১১/৮৮)*।[১০১]

তাক্বওয়া অর্জনের উপায়

তাক্বওয়া অর্জন অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল বাহ্যিক আমল দ্বারা সম্ভব নয়; বরং তা অর্জিত হয় অন্তরে সর্বদা আল্লাহর নাম, তাঁর স্মরণ ও তাঁর মহত্ত্বকে বিদ্যমান রাখার মাধ্যমে। সুতরাং তাক্বওয়া অর্জন করতে চাইলে প্রথমেই অন্তর পরিশুদ্ধ করা আবশ্যক। সেই সাথে বাহ্যিক আমল সংশোধন করাও যরূরী। আর মানুষ যদি নিম্নোক্ত কাজগুলি সুচারুরূপে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে মুত্তাক্বী হতে পারবে।

১. তাক্বওয়া অর্জনের জন্য আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা :

সকল কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা মুমিনের কর্তব্য। তেমনি তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জনের জন্যও আল্লাহর সহায়তা প্রার্থনা করা অতীব যরূরী। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকটে এ দো'আ করতেন- اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى– 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হেদায়াত, পরহেযগারিতা, নৈতিক পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা বা অন্যের অমুখাপেক্ষিতা প্রার্থনা করছি'।[১০২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللهُمَّ آتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اللَّهُمَّ

---

১০০. বুখারী তরজমাতুল বাব-২০; মুসলিম হা/৪৫৯০।
১০১. আল-খওফু মিনাল্লাহি ওয়া আহওয়ালি আহলিহি, পৃঃ ৭৭-৭৮।
১০২. মুসলিম হা/২৭২১; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৩২; মিশকাত হা/২৪৮৪।

إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا-

‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবর আযাব হতে। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে তাক্বওয়া দান করুন, একে পবিত্র করুন, আপনিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী, আপনি তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এমন ইলম হতে যা উপকার করে না। এমন অন্তর হতে যা ভয় করে না। এমন আত্মা হতে যা তৃপ্তি লাভ করে না এবং এমন দো‘আ হতে যা কবুল হয় না’।[১০৩]

সফরের দো‘আয় তিনি বলতেন, اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى- ‘হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে আপনার নিকট নেকী ও তাক্বওয়া চাই। আর আপনার পসন্দনীয় আমল চাই’।[১০৪]

২. আল্লাহ ও তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান :

মহান আল্লাহ বিশ্ব ভ্রমাণ্ডের সবকিছুর স্রষ্টা এবং সকলের ভাগ্য বিধায়ক। সুতরাং তাঁর প্রতি এবং তিনি মানুষের জন্য যে ভাগ্য নির্ধারণ করছেন, তার ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে, প্রকৃত তাক্বওয়া অর্জন করা যায়।

আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওয়ালীদ ইবনু উবাদাহ ইবনে ছামেতকে জিজ্ঞেস করলাম, মৃত্যুকালে তোমার প্রতি তোমার পিতার উপদেশ কেমন ছিল? তিনি বলেন, তিনি আমাকে ডেকে বললেন,

يَا بُنَيَّ، أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَتَّقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِاللهَ وَلَنْ تُطْعِمَ طَعْمَ حَقِيْقَةِ الْإِيْمَانِ، وَلَنْ تَبْلُغَ الْعِلْمَ، حَتَّى تُؤْمِنَ بِاللهِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّ-

অর্থাৎ হে বৎস! আমি তোমাকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি। আর তুমি জেনে রাখ, তুমি ততক্ষণ তাক্বওয়া অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। আর তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে ও ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না

---

১০৩. মুসলিম হা/২৭২২; নাসাঈ হা/৫৪৫৮; মিশকাত হা/২৪৬০।
১০৪. মুসলিম হা/১৩৪২; আবু দাউদ হা/২৬০১; তিরমিযী হা/৩৪৪৭; মিশকাত হা/২৪২০।

তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে পূর্ণরূপে ঈমান আনবে।[১০৫]

৩. আত্মসমালোচনা করা :

নিজের কর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং এরপর ভাল কাজের প্রতি সচেষ্ট হওয়া ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকা- এইরূপ আত্মসমালোচনা মানুষকে তাক্বওয়াশীল করতে পারে। তাক্বওয়া অর্জনের জন্য মনীষীগণ আত্মসমালোচনার ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। মায়মূন ইবনু মিহরান বলেন, لاَ يَكُوْنُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى يُحَاسَبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ شَرِيْكِهِ حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمِنْ أَيْنَ مَلْبَسُهُ، وَمِنْ أَيْنَ مَشْرَبُهُ، أَمِنْ حَلاَلٍ ذَلِكَ أَمْ مِنْ حَرَامٍ. অর্থাৎ মানুষ ততক্ষণ মুত্তাক্বী হতে পারবে না, যতক্ষণ না স্বীয় নফস সম্পর্কে কঠোরভাবে আত্মসমালোচনা করবে অন্যদের সমালোচনা অপেক্ষা। যাতে সে জানতে পারে তার খাদ্য-পানীয় ও পরিধেয় কোথা হতে এসেছে; সেটা হালাল উৎস থেকে না হারাম থেকে?[১০৬]

হারেছ ইবনু আসাদ আল-মুহাসেবী বলেন, أصل التقوى محاسبة النفس অর্থাৎ তাক্বওয়ার মূল হচ্ছে আত্মসমালোচনা।[১০৭]

৪. জ্ঞান অর্জন করা :

জ্ঞান মানুষের আচরণকে পরিশীলিত করে, তাকে নম্র-ভদ্র ও সুন্দর মানুষে পরিণত করে। স্বীয় কাজকর্ম সম্পর্কে জবাবদিহিতার ভয় তার মাঝে জাগিয়ে তোলে। এই ভাবে দ্বীনী জ্ঞান মানুষকে তাক্বওয়াশীল করে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে বিদ্বানগণই আল্লাহকে ভয় করে’ *(ফাতির ৩৫/২৮)*। নাসাঈ গ্রন্থের ভাষ্যকার আবুল হাসান নূরুদ্দীন আস-সিনদী বলেন, نَتِيْجَةَ الْعِلْمِ هِيَ التَّقْوَى ‘ইলম বা জ্ঞানের ফলাফল হচ্ছে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি’।[১০৮]

ইলমের মাধ্যমে জানা যায়, হারামের মধ্যে কি ক্ষতিকর দিক রয়েছে। আর মানুষ যখন চিন্তা করে পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সমূহের কি পরিণতি হয়েছিল, তখন সে তাক্বওয়া অবলম্বনকে আবশ্যক করে নেয়।

---

১০৫. লালকাঈ, ই‘তেক্বাদ আহলেস সুন্নাহ, ২/২১৮; ফিরইয়াবী, আল-ক্বদর, পৃঃ ৪২৫; আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-আজরী, আশ-শরী‘আহ, ১/২১৫।
১০৬. মুহাসাবাতুন নাফস, পৃঃ ২৫-২৬; হিলয়াতুল আওলিয়া ৪/৮৯।
১০৭. হিলয়াতুল আওলিয়া ১০/৭৬।
১০৮. হাশিয়া সিনদী ৮/৩৩৬।

ইলমের দ্বারাই জানা যায়, কোন জিনিস আদি পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে যমীনে নিক্ষেপ করেছিল, নে'আমতপূর্ণ সুখ-শান্তির স্থান থেকে যন্ত্রণা ও চিন্তার স্থানে পৌঁছে দিয়েছিল? মূলতঃ সেটা ছিল অবাধ্যতা ও পাপ এবং আল্লাহভীতি ত্যাগ করা।

অনুরূপভাবে ইবলীসকে কোন জিনিস আসমানে বসবাস থেকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত করেছিল, তার গোপন-প্রকাশ্য আকৃতি নষ্ট করে তাকে নিকৃষ্ট আকৃতি দিয়েছিল, তার নৈকট্যকে দূরত্বে, তার প্রতি রহমতকে অভিশাপে, তার জান্নাতের স্থানকে জাহান্নামে করে দিয়েছিল? আর আল্লাহর নিকটে চূড়ান্ত ধিকৃত, লাঞ্ছিত হয়েছিল, কেন পাপিষ্ঠ ও অপরাধীতে পরিণত হলো, মানবতাকে ফাসাদ ও নিকৃষ্ট কাজের দিকে পরিচালনা করতে সচেষ্ট হলো। সেটা হচ্ছে অবাধ্যতা ও তাক্বওয়াহীনতা।

কোন কারণ নূহ আলাইহিস সালাম-এর সময়ে সমস্ত যমীনবাসীকে পানিতে ডুবিয়েছিল, এমনকি পানি পর্বতচূড়া অতিক্রম করেছিল? কোন কারণে আদ সম্প্রদায়ের উপরে প্রবল ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়েছিল, অবশেষে তারা যমীনের উপরে উপুড় হয়ে পড়েছিল? কোন কারণে ছামূদ জাতির উপরে বিকট চিৎকার এসেছিল, যাতে তাদের পেটের মধ্যস্থিত হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল?

কোন কারণে কওমে লূতের আবাসস্থল 'সাদূম' গ্রামকে ঊর্ধ্বে উঠানো হয়েছিল? এমনকি ফেরেশতাগণ তাদের কুকুরগুলির ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন, অতঃপর সে স্থানকে পরিবর্তন করে দেওয়া হলো- তাদের উপরের দিককে নিচের দিকে করে দেওয়া হলো। তাদের উপরে প্রস্তর বর্ষণ করা হলো। তাদের সে স্থানকে এমন দুর্গন্ধময় স্থানে পরিণত করা হলো যে, সেখানে জীবনের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

কোন কারণে শু'আইব আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ের উপরে ছায়া বা চাঁদোয়ার শাস্তি প্রেরণ করা হয়েছিল? অতঃপর তা তাদের মাথার উপরে গিয়ে তাদের উপরে প্রজ্বলিত আগুন বিশিষ্ট পাথর বর্ষণ করতে লাগল। কোন কারণে ফের'আউন ও তার সম্প্রদায় সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল? অতঃপর তাদের রূহগুলিকে জাহান্নামে স্থানান্তরিত করা হলো।

এসবই হয়েছিল অবাধ্যতা ও তাক্বওয়াহীনতার কারণে। এগুলি জানা যায়, ইলমের মাধ্যমে। সুতরাং গোনাহ, পাপাচারের ভয়াবহতা ও পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান ও এসব থেকে মুক্তির চিন্তা-ভাবনা মানুষকে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির দিকে ধাবিত করে।[১০৯]

---

১০৯. ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ৩৫-৩৭।

Contents

৫. সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় দান-ছাদাক্বা করা :

দান-ছাদাক্বা মনাব মনে এক প্রশান্তি ও স্বস্তি নিয়ে আসে, যা তাকে আরো দানে উৎসাহিত করে। এভাবে সে ধীরে ধীরে তাক্বওয়ার দিকে ধাবিত হয়।

আতা (রহঃ) বলেন, لن تنالوا شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحّاء أشحّاء، تأملون العيش، وتخشون الفقر 'তোমরা কখনই দ্বীনদারী ও তাক্বওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা সুস্থ শরীরে ধনের প্রতি লোভী থাকার পরও দান করবে, এমন অবস্থায় যে, আশাবাদী থাকবে জীবনের এবং ভয় করবে দারিদ্রের'।[১১০] এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল,

يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ فَقَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ، قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ-

অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! ছওয়াবের দিক দিয়ে কোন দান বড়? তিনি বললেন, 'যখন তুমি সুস্থ থাক, ধনের প্রতি লোভ পোষণ কর, অপরদিকে তুমি ভয় কর দারিদ্রের এবং আশা রাখ ধনী হওয়ার- তখনকার দান। সুতরাং তুমি অপেক্ষা করবে না দান করতে তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার সময় পর্যন্ত, তখন তুমি বলবে, এ মাল অমুকের জন্য, আর এ মাল অমুকের জন্য অথচ মাল অমুকের হয়েই গিয়েছে'।[১১১]

৬. ছিয়াম পালন করা :

ছিয়াম মানুষের জন্য ঢাল স্বরূপ। যা তাকে পাপের পথ থেকে বিরত রাখে এবং নেকী ও জান্নাতের পথে ধাবিত করে। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহভীতি বা তাক্বওয়ার নির্দশন।

তাহের ইবনে আশূর (রহঃ) বলেন, الصوم أصل قديم من أصول التقوى 'ছিয়াম হচ্ছে তাক্বওয়ার মূলগুলির মধ্যে আদি মূল'।[১১২] কেননা মানুষ যখন ছিয়াম পালন করে তখন সে স্বীয় প্রবৃত্তির বহু বিষয় থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ও বিরত রাখে। আর এই নিয়ন্ত্রণ তাকে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির নিকটে পৌঁছে দেয়।

---

১১০. তাফসীর কুরতুবী ৪/১৩৩, সূরা আলে ইমরানের ৯২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।
১১১. বুখারী হা/১৪১৯; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৬৭; বাংলা মিশকাত হা/১৭৭৩।
১১২. আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর, পৃঃ ৫১৬।

রাসূল ﷺ বলেন, وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلاَ يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّيْ امْرَؤٌ صَائِمٌ– 'ছিয়াম হচ্ছে মানুষের জন্য জাহান্নাম হতে রক্ষার ঢালস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারো ছিয়াম পালনের দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় সে যেন বলে আমি একজন ছিয়াম পালনকারী'।[১১৩] তিনি অন্যত্র বলেন, الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِيْنٌ مِنَ النَّارِ– 'ছিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার একটি স্থায়ী দুর্গ'।[১১৪]

৭. হালাল ভক্ষণ করা :

হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট শরীর জান্নাতে যাবে না। এ ভয়ে মানুষ হারাম থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে তাক্বওয়াশীল হতে পারে। যেমন মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, أكل الحلال رأس التقوى كله 'হালাল ভক্ষণ করা সকল তাক্বওয়ার মূল'।[১১৫]

মানাভী বলেন, طلب كسب الحلال من أصول الورع وأساس التقوى 'হালাল উপার্জনের পথ অন্বেষণ করা পরহেযগারিতা ও ধার্মিকতার মূল এবং তাক্বওয়ার ভিত্তি'।[১১৬]

হালাল না খেলে ইবাদত কবুল হয় না। এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ–

'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ রাসূলগণকে যা আদেশ করেছেন মুমিনদেরও তাই আদেশ করেছেন। তারপর রাসূল ﷺ ঐ লোকের আলোচনা করলেন, যে ব্যক্তি সফরে থাকায় ধুলায় মলিন হয়। আকাশের দিকে দু'হাত উত্তোলন করে প্রার্থনা করছে, হে আমার

---

১১৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬৩।
১১৪. আত-তারগীব হা/১৩৮২ পৃঃ।
১১৫. তুহফাতুল আহওয়াযী ৬/১২০ পৃঃ।
১১৬. ফায়যুল কাদীর ৬/৯১ পৃঃ।

প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষক হারাম, তার জীবিকা নির্বাহ হারাম, কিভাবে তার দোআ কবুল হবে'?[১১৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَـــانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَـــرَامِ 'মানুষের উপর এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষ উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম বিবেচনা করবে না'।[১১৮]

হারাম ভক্ষণকারী জান্নাতে যাবে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ– 'হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট শরীর জান্নাতে যাবে না'।[১১৯]

সেজন্য হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এতে অন্তর পরিশুদ্ধ হবে। যেমন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْشُبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَـــالرَّاعِيْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَـــسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ–

'হালালও স্পষ্ট হারামও স্পষ্ট। উভয়ের মধ্যে কিছু সন্দিগ্ধ বিষয় রয়েছে, যা অনেক মানুষ জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে সে তার দ্বীন ও তার মর্যাদাকে পূর্ণ করে নিবে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হবে সে হারামে পতিত হবে। যেমন একটি রাখাল ক্ষেতের সীমানায় ছাগল চরালে শস্য খেতে যেতে পারে। মনে রেখো, প্রত্যেক বাদশার একটি সীমা রয়েছে। আর আল্লাহ্র সীমানা হচ্ছে তাঁর হারাম। নিশ্চয়ই শরীরে একটি টুকরা আছে। টুকরাটি ঠিক থাকলে সম্পূর্ণ শরীর ঠিক থাকবে, টুকরাটি নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। আর তা হচ্ছে অন্তর'।[১২০]

---

১১৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০, বাংলা মিশকাত হা/২৬৪০, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।
১১৮. বুখারী, মিশকাত হা/২৭৬১।
১১৯. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯।
১২০. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২।*

৮. আল্লাহর ভালবাসা :

আল্লাহর প্রতি ভালবাসা মানুষকে তাঁর প্রতি অনুগত করে এবং তাঁকে লজ্জা ও ভয় করতে শেখায়। ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন, فالمحبة شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره অর্থাৎ মুহাব্বত হচ্ছে অন্তরের বৃক্ষ স্বরূপ, তার মূল বা শিকড় হচ্ছে বন্ধুর প্রতি বিনীত হওয়া, কাণ্ড হচ্ছে তাকে চেনা, শাখা-প্রশাখা হচ্ছে তাকে ভয় করা, পত্র-পল্লব হচ্ছে তার থেকে লজ্জা করা, ফলাদি হচ্ছে তার আনুগত্য করা এবং এর বিস্তৃতি যাতে বৃদ্ধি করে তাহলো তার স্মরণ।

আল্লাহর ভালবাসার দু'টি স্তর রয়েছে। যথা- ১. আবশ্যকীয় বা ফরয। আল্লাহ যা ফরয করেছেন, তার প্রতি ভালবাসা এবং তিনি যা হারাম করেছেন তাকে অপসন্দ করার মাধ্যমে আল্লাহকে ভালবাসা। অনুরূপভাবে তাঁর রাসূলের প্রতি মুহাব্বত, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর আদেশ-নিষেধ উম্মতের নিকটে পৌঁছে দিয়েছেন। ব্যক্তি ও পরিবারের উপরে তাঁর ভালবাসাকে প্রাধান্য দেয়া এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীনের যেসব বিষয় তিনি প্রচার করেছেন তার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা মেনে নেওয়া। তদ্রূপ সমস্ত নবী-রাসূলগণকে ভালবাসা ও তাঁদের অনুসারীদের প্রতি অনুগ্রহ করা। সেই সাথে কাফির-মুশরিক ও পাপাচারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা। আর এটাই হলো ঈমানের পূর্ণতা। এতে কোনরূপ অপূর্ণতা হচ্ছে ঈমানে অপূর্ণাঙ্গতা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا 'কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়' *(নিসা ৪/৬৫)*। এসব ক্ষেত্রে লংঘন করা ওয়াজিব ভালবাসায় অপূর্ণতা এনে দেয়। আর ওয়াজিব মুহাব্বত আবশ্যকীয় কর্তব্য প্রতিপালন ও নিষিদ্ধ বিষয় পরিহারকে দাবী করে।

২. মুস্তাহাব ভালবাসা। এটা হচ্ছে পূর্বসূরী নৈকট্যশীলদের স্তর। এটা হলো মুহাব্বতের এমন স্তরে উন্নীত হওয়া যার ফলে ব্যক্তির নিকটে নফল ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। সূক্ষ্ম অপসন্দনীয় জিনিসের প্রতিও ঘৃণা ও অনীহা তৈরী হয়। সাথে সাথে ভাগ্যের নির্ধারিত বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্টি থাকে,

যদিও তা ব্যক্তিকে মুছীবতের যন্ত্রণায় কাতর করে ফেলে। এই মুস্তাহাব ভালবাসার প্রতি ধাবিত হওয়া প্রত্যেক মুমিনের জন্য কর্তব্য। এ মর্মে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِيْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلاَبُدَّلَهُ مِنْهُ–

‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘যে আমার কোন দোস্তকে দুশমন ভাবে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না এমন কোন জিনিস দ্বারা যা আমার নিকট প্রিয়তর হতে পারে; আমি যা তার প্রতি ফরয করেছি তা অপেক্ষা। আর আমার বান্দা সর্বদা আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে থাকে নফল ইবাদতের মাধ্যমে। অবশেষে আমি তাকে ভালবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালবাসি আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলে। আর যখন সে আমার নিকট কিছু চায়, আমি তাকে তা দেই। আমার নিকট আশ্রয় চাইলে, আমি তাকে আশ্রয় দেই। আর আমি যা করতে চাই, তা করতে ইতস্ততঃ করি না। তবে মুমিনের আত্মা কবয করতে ইতস্ততঃ করি। সে মরণকে অপসন্দ করে, আমি তাকে অসন্তুষ্ট করতে অপসন্দ করি। কিন্তু মরণ তার জন্য আবশ্যক। তবেই সে আমার নিকট পৌঁছতে পারবে’।[১২১] এ হাদীছে অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে যান। বরং এর অর্থ হলো মানুষ তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাযী-খুশির কাজই করে।[১২২]

ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন, মুহাব্বত এরূপ হলে তা বন্ধুকে শাস্তি থেকে রক্ষা করে। সুতরাং কোন কিছুর বিনিময়ে এ ভালবাসাকে বিকিয়ে দেওয়া বা পরিবর্তন করা উচিত নয়।

---

১২১. *বুখারী হা/৬৫০২; মিশকাত হা/২২৬৬; বাংলা মিশকাত হা/২১৫৯*।
১২২. মির‘আত ৭/৩৮৯।

কোন কোন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন যে, বন্ধু বন্ধুকে শাস্তি দেয় না এটা কুরআনে কোথায় আছে? তার জবাব হলো আল্লাহর এই বাণী, وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ 'ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়। বল, তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেন'? *(মায়েদাহ ৫/১৮)*।

আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টির কতিপয় উপায় :

ক. অর্থ বুঝে গভীর অভিনিবেশ সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করা। **খ.** ফরয ইবাদতের পাশাপাশি অধিক নফল ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করা। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, ... আর আমার বান্দা সর্বদা আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে থাকে নফল ইবাদতের মাধ্যমে। অবশেষে আমি তাকে ভালবাসি'।[১২৩] **গ.** অন্তরে ও মুখে সর্বদা আল্লাহর যিকর থাকা। **ঘ.** প্রবৃত্তির প্রবল চাহিদার উপরে বন্ধুর ভালবাসাকে প্রাধান্য দেয়া। **ঙ.** আল্লাহর নাম, গুণাবলী ও তাঁর প্রত্যক্ষদর্শিতার প্রতি খেয়াল রাখা এবং তাঁর সন্তুষ্টির প্রতি অন্তরকে রুজূ করা। **চ.** আল্লাহর নে'আমত, বান্দার প্রতি তাঁর করুণার স্মরণ করা। কেননা যে দয়া করে অন্তর তার প্রতি অনুরক্ত ও ধাবিত হয়। আর যে মন্দ আচরণ করে তার প্রতি অনাসক্ত ও ক্রোধান্বিত হয়। **ছ.** আল্লাহ যখন রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আসমানে নেমে এসে বান্দাকে আহ্বান জানান, সে সময়ে নির্জনে একান্ত মনে তাঁকে ডাকা ও বিনীত প্রার্থনা করা। **জ.** প্রকৃত আল্লাহপ্রেমিকদের সাথে মিলিত হওয়া এবং তাদের উত্তম কথাবার্তার প্রতি গভীর মনোযোগী হওয়া। **ঝ.** ষড়রিপুর তাড়না, প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও সন্দেহ-সংশয় প্রভৃতি যেসব বিষয় আল্লাহ ও বান্দার অন্তরের মধ্যে আড়াল তৈরী করে, সেসব থেকে সর্বোতভাবে দূরে থাকা। **ঞ.** ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে নিজেকে তৈরী করার পথ-পন্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা অন্তর স্বভাবত পূর্ণতাকে পসন্দ করে। আর সালাফে ছালেহীন দৈহিক ইবাদতের মাধ্যমে মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। **ট.** জান্নাতে আল্লাহর দীদার ও ক্বিয়ামতের সমাবেশ সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে যা উল্লেখিত হয়েছে তা স্মরণ করে সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

এসব বিষয় প্রতিপালন করতে পারলে অন্তর আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে রত হবে এবং তাঁর অবাধ্যতা ও পাপাচার থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করবে। এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হবে এবং তার দ্বারাই কাঙ্ক্ষিত তাক্বওয়া অর্জিত হবে।[১২৪]

---

১২৩. *বুখারী, মিশকাত হা/২২৬৬; বাংলা মিশকাত হা/২১৫৯*।
১২৪. ড. আহমাদ ফরীদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ২০-২১।

৯. পাপাচারের ক্ষেত্রে আল্লাহকে লজ্জা করা এবং তাঁর আনুগত্য করা :

আল্লাহ বান্দার সকল কাজ দেখেন এটা মনে করে তাঁর থেকে লজ্জা করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন; তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন' *(হাদীদ ৫৭/৪)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে তিনি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক, তোমাদের কর্মের দ্রষ্টা, তোমরা তা যেখানে যখন সম্পাদন কর না কেন, স্থলে হোক বা সমুদ্রে, রাত্রে হোক বা দিবসে, গৃহে হোক বা নির্জন মরু প্রান্তরে। সবই তাঁর জ্ঞানে সমান। সবই তাঁর দৃষ্টির সামনে এবং শ্রবণশক্তির আওতাধীন। সুতরাং তিনি তোমাদের কথা শোনেন, তোমাদের অবস্থানস্থল দেখেন। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন।[১২৫]

মহান আল্লাহ বলেন, أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ أَلاَ حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ 'সাবধান! তারা তাঁর নিকট গোপন রাখার জন্য তাদের বক্ষ দ্বিভাঁজ করে। সাবধান! তারা যখন নিজেদেরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন, অন্তরে যা আছে তিনি তা সবিশেষে অবহিত' *(হূদ ১১/৫)*।

আল্লামা শানক্বীতী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর কাছে কোন কিছু গোপন নেই। গোপনীয় বিষয় তাঁর কাছে প্রকাশ্যের ন্যায়। মানবহৃদয়ে লুকায়িত অতি সূক্ষ্ম বিষয় এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয় সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত। এ বিষয়ের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতের সংখ্যা অধিক। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ 'আমরাই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমরা জানি। আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতম' *(কাফ ৫০/১৬)*।[১২৬]

অন্যত্র তিনি বলেন, وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ 'আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/২৩৫)*।

---

১২৫. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/৯, সূরা হাদীদ ৪নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
১২৬. ড. আহমাদ ফরীদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ২২।

Contents

আল্লাহ আরো বলেন, فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ 'অতঃপর তাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞানের সাথে তাদের কার্যাবলী বিবৃত করবই, আর আমরা তো অনুপস্থিত ছিলাম না' *(আ'রাফ ৭/৭)*। তিনি আরো বলেন,

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ-

'তুমি যেকোন কর্মে রত হও এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হতে যা আবৃত্তি কর এবং তোমরা যেকোন কাজ কর, আমরা তোমাদের পরিদর্শক- যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয় এবং তা হতেও ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই' *(ইউনূস ১০/৬১)*। শুধু তাই নয়, কুরআনের পাতা উল্টালেই এ সম্পর্কিত আয়াত পাওয়া যাবে।

আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে অনেক উপদেশ ও হুঁশিয়ারী নাযিল করেছেন, যা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও উপমার মধ্যে বিদ্যমান। এতে আরো আছে যে, আল্লাহ তাঁর সমগ্র সৃষ্টির কর্ম সম্পর্কে অবহিত, তাদের তত্ত্বাবধায়ক, তাদের কর্ম সম্পর্কে তিনি উদাসীন নন।

কুরআনের আয়াতে আল্লাহর পর্যবেক্ষণ এবং তাঁকে যথার্থ শরম করার যে বিষয় উল্লেখিত হয়েছে, তা বহু হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اسْتَحْيُوْا مِنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَسْتَحْيِيْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الاسْتِحْيَاءَ مِنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ-

আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাযথ লজ্জা কর'। রাবী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা অবশ্যই আল্লাহকে লজ্জা করি, আলহামদু লিল্লাহ। তিনি বলেন, 'এটা নয়। বরং আল্লাহ্‌কে যথাযথ লজ্জা করতে হবে। অর্থাৎ তুমি তোমার মাথাকে ও তা যা স্মরণ রাখে তাকে হেফাযত করবে। পেট ও তার অভ্যন্তরীণ

বিষয়কে হেফাযত করবে। মৃত্যু ও পরীক্ষাকে স্মরণ করবে। আর যে আখিরাতের আশায় দুনিয়ার সৌন্দর্য ত্যাগ করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কে লজ্জা করে'।[১২৭]

মানাবী বলেন, আল্লাহকে যথার্থ লজ্জা কর প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও ললুপতা ত্যাগ করে, নিজের অপসন্দনীয় বৈধ কর্ম সম্পাদন কর যাতে পরিপক্ক ঈমানের অধিকারী হওয়া যায়। ফলে চরিত্র পরিশুদ্ধ হবে, আসমানী নূরে বান্দার হৃদয় আলোকিত হবে, আল্লাহর প্রত্যক্ষদর্শিতাকে মনেপ্রাণে স্বীকার করে দুনিয়াতে জীবন যাপন করবে আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়ে।[১২৮]

বায়যাবী বলেন, আল্লাহ থেকে প্রকৃত লজ্জা করা তোমরা যা ধারণা কর তেমন নয়; বরং তা হচ্ছে আল্লাহর অপসন্দনীয় কথা ও কাজ হতে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করা।[১২৯]

লজ্জাশীলতা সম্পর্কে সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, الحياء أخف التقوى، ولا يخاف العبد حتى يستحي، وهل دخل أهل التقوى في التقوى إلا من الحياء؟ অর্থাৎ লজ্জা হচ্ছে অপ্রকাশ্য তাক্বওয়া। বান্দা আল্লাহকে ভয় করতে পারে না যতক্ষণ না লজ্জা করে। আর তাক্বওয়াশীলরা কি তাক্বওয়ার মধ্যে প্রবিষ্ট হতে পারে লজ্জাশীলতা ছাড়া? যে ব্যক্তি আল্লাহকে যথার্থ ভয় করতে চায় সে যেন স্বীয় মস্তিষ্ককে হেফাযত করে। দৃশ্যমান ও অদৃশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে সচেতন থাকে, যাতে তা যেন বৈধ কর্ম ব্যতীত কোন কিছু সম্পাদন না করে। উদর ও তাতে ধারণকৃত বিষয় সম্পর্কে সজাগ থাকে। অর্থাৎ পেট ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্তর। লজ্জাস্থান ও হাত-পা হেফাযত করে। কেননা এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেটের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং তা আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কোন কাজ করতে পারে না। কারণ আল্লাহ বান্দাকে দেখেন; তাঁর থেকে কোন কিছুই আড়াল থাকে না।[১৩০]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَا كَرِهْتَ أَنْ يَّرَاهُ النَّاسُ مِنْكَ فَلاَ تَفْعَلْهُ بِنَفْسِكَ إِذَا خَلَوْتَ– 'যে কাজ তুমি মানুষের দেখা অপসন্দ কর, তা তুমি একাকী নির্জনেও করবে না'।[১৩১]

অপর একটি হাদীছে এসেছে,

---

১২৭. তিরমিযী হা/২৪৫৮; মিশকাত হা/১৬০৮, সনদ হাসান।

১২৮. ড. আহমাদ ফরীদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ২৩।

১২৯. মু'তায আহমাদ আব্দুল ফাত্তাহ, আহাদীছ ওয়ারাদাত ফিদ দুনিয়া, পৃঃ ১১; ইছাম ইবনু মুহাম্মাদ আশ-শরীফ, আল-মুসলিমাহ আত-তাক্বিয়াহ, পৃঃ ৫।

১৩০. ফায়যুল কাদীর ১/৪৮৭।

১৩১. ছহীহুল জামে' হা/৫৬৫৯; ছহীহাহ হা/১০৫৫, সনদ হাসান।

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيْضًا فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُوْرًا قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لاَ نَكُوْنَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُوْنَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُوْنَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوْهَا-

ছাওবান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা ক্বিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন'। ছাওবান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বললেন, 'তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে'।[১৩২] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ وَثَلاَثٌ مُنْجِيَاتٌ فَقَالَ ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَثَلاَثٌ مُنْجِيَاتٌ خَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَالْعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ-

আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী ও তিনটি জিনিস পরিত্রাণ দানকারী। ধ্বংসকারী তিনটি জিনিস হচ্ছে কৃপণতা, প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও আত্মঅহংকার। পরিত্রাণ দানকারী তিনটি বিষয় হচ্ছে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, সচ্ছলতা ও দারিদ্রের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং সন্তোষ ও অসন্তোষে ন্যায়বিচার করা'।[১৩৩]

মানাবী (রহঃ) বলেন, তুমি গোপনীয়তাকে প্রাধান্য দাও। কেননা গোপনে আল্লাহকে ভয় করা হচ্ছে প্রকাশ্যে ভয় করা অপেক্ষা শীর্ষ পর্যায়ের তাক্বওয়া। কারণ তাতে মানুষ দেখার ভয় মিশ্রিত হতে পারে। আর এই পর্যায়ের তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির মাঝেই নিহিত আছে সকল প্রকার নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকা, আদিষ্ট সব কর্ম সম্পাদনে অনুপ্রেরণা। কখনো বান্দার মধ্যে আল্লাহর ভয়

১৩২. ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৫; ছহীহাহ হা/৫০৫।
১৩৩. ছহীহুল জামে' হা/৩০৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬০৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮০২।

Contents

সম্পর্কে উদাসীনতা ও শৈথিল্য চলে আসলে এবং আল্লাহর রেযামন্দী বিরোধী কোন কিছু করে ফেললে সে তওবার শরণাপন্ন হয় ও স্থায়ী আল্লাহভীতির মধ্যে থাকে।[১৩৪] যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করা হলো, এহসান কি? তিনি বললেন, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ 'তুমি আল্লাহর ইবাদত কর এমনভাবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তাঁকে তোমার দেখা সম্ভব না হয়, তাহলে (মনে করবে) তিনি তোমাকে দেখছেন'।[১৩৫]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটা হচ্ছে ব্যাপকার্থক বাক্য যা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে দেওয়া হয়েছে। কেননা আমাদের কারো পক্ষে ইবাদতে দণ্ডায়মান হয়ে স্বীয় প্রতিপালককে চাক্ষুস দেখা সম্ভব হলে, সে যথাসম্ভব বিনয়-নম্রতা, সুন্দর পদ্ধতিতে ও গোপন-প্রকাশ্য দিক থেকে সকল প্রকার মনোযোগ সহকারে সুচারুরূপে ইবাদত সম্পন্ন করতে পারবে। তাই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর বাণীর অর্থ হচ্ছে তুমি আল্লাহর ইবাদত কর সর্বাবস্থায়, তোমার ইবাদত যেন হয় আল্লাহকে দেখাবস্থায়। কেননা এ অবস্থায় ইবাদত পূর্ণাঙ্গ হয়। যেহেতু বান্দার লক্ষ্য থাকে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। ফলে সে কোন কিছু কম করে না। বান্দার আল্লাহকে দেখার মধ্যে এ অর্থই বিদ্যমান। এতে সে যথাযথ আমল করবে। এই বাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইবাদতে পূর্ণ একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার প্রতি উৎসাহ দান। আর বান্দা আল্লাহর তত্ত্বাবধানে আছে মনে করে ইবাদতে পরিপূর্ণ বিনয়-নম্রতা বজায় রাখবে। এসব বিষয়ের প্রতি অনুপ্রেরণা দেওয়া প্রভৃতি।[১৩৬]

ইবনু রজব বলেন, এর দ্বারা ঐদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বান্দা এসব গুণাবলী সহ আল্লাহর ইবাদত করবে যে, তিনি যেন তার সন্নিকটেই উপস্থিত এবং তিনি যেন তার সামনেই আছেন যাঁকে সে দেখছে। এটা আল্লাহভীতি ও তাঁর প্রতি সম্মানকে আবশ্যক করে।[১৩৭] যেমন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, أَنْ تَخْشَى اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ– 'তুমি আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তাঁকে তোমার দেখা সম্ভব না হয়, তাহলে (মনে করবে) তিনি তোমাকে দেখছেন'।[১৩৮] অনুরূপভাবে এটা ইবাদতে আন্ত রিকতা এবং তা সর্বাঙ্গ সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোকে ওয়াজিব করে।[১৩৯]

---

১৩৪. ড. আহমাদ ফরীদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ২৪; মাওসূআতুল খুতাব ওয়াদ দুরূস, পৃঃ ২।
১৩৫. বুখারী হা/১০২; মুসলিম হা/১০২ 'ঈমান ও ইসলমের পরিচয়' অনুচ্ছেদ; আবু দাউদ হা/৪৬৯৭।
১৩৬. তুহফাতুল আহওয়াযী ১/২৯১।
১৩৭. শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, কুতুশ শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, ২৩/৯০।
১৩৮. মুসলিম হা/১১ 'ঈমান, ইসলাম ও এহসানের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮৭৩।
১৩৯. জামেউল উলূম ওয়াল হেকাম ১/১২৬।

অন্যত্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, أُعْبُدِ اللهَ وَلا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ، وَأَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَحُجَّ وَاعْتَمِرْ، قَالَ أَشْهَدُ وَأَظُنُّهُ قَالَ وَصُمْ رَمَضَانَ، وَانْظُرْ مَا تُحِبُّ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَأْتُوْهُ إِلَيْكَ فَافْعَلْهُ بِهِمْ، وَمَا تَكْرَهُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَأْتُوْهُ إِلَيْكَ فَذَرْهُمْ عَنْهُ 'আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না। ফরয ছালাত আদায় কর, ফরয যাকাত প্রদান কর, হজ্জ ও ওমরা কর। রাবী বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ও ধারণা করি যে, তিনি বললেন, রামাযানের ছিয়াম পালন কর। আর তুমি লক্ষ্য কর যে, মানুষের নিকট থেকে কি আচরণ পেতে পসন্দ কর, তাদের সাথেও সে ধরনের আচরণ কর। মানুষের নিকটে যা প্রকাশ হওয়া অপসন্দ কর, তা আল্লাহর নিকটে প্রকাশ হওয়া থেকে ত্যাগ কর'।[১৪০]

তিনি আরো বলেন, اُعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ واعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى واذْكُرِ اللهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَكُلِّ شَجَرٍ وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً السِّرَّ بِالسِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةَ بِالعَلاَنِيَةِ 'আল্লাহর ইবাদত কর এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। নিজেকে মরণাপন্নদের মধ্যে গণ্য কর। প্রত্যেক পাথর ও গাছের নিকটে আল্লাহর যিকর কর। আর যখন তুমি পাপ কাজ করে ফেলবে সাথে সাথেই নেকীর কাজ করবে; গোপন পাপের জন্য গোপন নেকীর কাজ ও প্রকাশ্য পাপের জন্য প্রকাশ্য নেকীর কাজ'।[১৪১]

১০. হারামে পতিত হওয়ার পথ ও পন্থা অবগত হওয়া :

দুনিয়া ও আখিরাতে যে অকল্যাণ ও পীড়া রয়েছে এসবের কারণ হচ্ছে পাপাচার ও অবাধ্যতা। জেনে-না জেনে, বুঝে-না বুঝে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যেসব পাপকাজ সংগঠিত হয় এর কারণেই মানুষকে বালা-মুছীবত, বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম -এর জান্নাত থেকে দুনিয়াতে প্রেরণ, আদ, ছামূদ, কওমে লূত, কওমে নূহ, কওমে ফেরআউন প্রভৃতির উপরে আপতিত আযাব-গযবের কারণ কি ছিল? তাদের প্রতি গযব নাযিল হওয়ার কারণ ছিল তাদের পাপাচার ও আল্লাহর অবাধ্যতা এবং তাদের নিকটে আগত নবী-রাসূলগণের বিরোধিতা।

---

১৪০. মু'জামুল কাবীর হা/৪৭৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৭৭ ও ৩৫০৮।
১৪১. ছহীহুল জামে' হা/১০৪০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৭৫।

সুতরাং গোনাহ ও অবাধ্যতার ধ্বংসাত্মক প্রভাব ও ক্ষতিকর দিক থেকে পরিত্রাণের জন্য তা পরিহার করতে হবে এবং তা থেকে দূরে থাকতে হবে। এর মধ্যেই রয়েছে অশেষ কল্যাণ। এটাই হচ্ছে উদ্দিষ্ট তাক্বওয়া। এটাই পরকালে আফসোস ও লজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। পক্ষান্তরে অবাধ্যতা ও গোনাহের কারণে আযাবের সম্মুখীন হতে হবে; সেটা দুনিয়াতেও হতে পারে। যেমন অন্তরের সংকীর্ণতা, রিযকের স্বল্পতা, সৃষ্টির অসন্তোষ ও ক্রোধ এবং বরকত উঠে যাওয়া ইত্যাদি। আর পরকালীন শাস্তিতো রয়েছেই।

১১. প্রবৃত্তিকে পরাভূত করা ও আল্লাহর আনুগত্য করার পদ্ধতি জানা :

প্রবৃত্তিকে দমন ও পরাজিত করতে পারলে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য করতে সচেষ্ট হলে তাক্বওয়া অর্জন করা যায়। ড. মুছতফা আস-সুবাঈ (রহঃ) বলেন, যখন তোমার মন পাপ কাজ করতে চায়, তখন তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দাও। যদি সে ফিরে না আসে তাহলে তাকে মানুষের প্রকৃতি স্মরণ করিয়ে দাও। যদি সে ফিরে না আসে তাহলে মানুষ জানার পরে লজ্জিত হওয়ার ও লাঞ্ছিত-অপমানিত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দাও। যদি তাতে ফিরে না আসে তাহলে জানবে যে, ঐ মুহূর্তে সে জানোয়ারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।[১৪২]

ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন, সকল কাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, সকল প্রকার উপায়-উপকরণ দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করা এবং তাঁর নিকটে পৌঁছার ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের প্রবল আকর্ষণ ও আগ্রহ থাকা। এ বিষয়ে যদি বান্দার আগ্রহ না থাকে তাহলে জান্নাত, তার নে'আমত ও তাতে আল্লাহ স্বীয় প্রিয় বান্দার জন্য যা প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকা। যদি এর প্রতি বান্দার আগ্রহ না থাকে, তাহলে জাহান্নাম ও তাতে আল্লাহ অবাধ্যদের জন্য যা তৈরী করে রেখেছেন তাকে ভয় করা। এসবের কোন কিছুর প্রতি অন্তর অনুগত না হলে তার জানা উচিত যে আল্লাহ নে'আমত প্রদান করার জন্য জাহান্নাম তৈরী করেননি। আর আল্লাহ যা নির্ধারণ করেন তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। সুতরাং প্রবৃত্তির বিরোধিতা ও আল্লাহর আনুগত্য ব্যতিরেকে জান্নাতে যাওয়ার কোন বিকল্প রাস্তা নেই। আর আল্লাহর বিরোধিতাই জাহান্নামে যাওয়ার পথ।[১৪৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى 'অনন্তর যে

---

১৪২. ইছাম মুহাম্মাদ শরীফ, আল-মুসলিমা আত-তাকিয়াহ, পৃঃ ৬।
১৪৩. কুতুশ শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, ২৮/৫৪; ড. আহমাদ ফরীদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ২৮।

সীমালংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয়; জাহান্নামই হবে তার আবাস। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে; জান্নাতই হবে তার আবাস' *(নাযি'আত ৭৯/৩৭-৪১)*।

তিনি আরো বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুইটি উদ্যান' *(আর-রহমান ৫৫/৪৬)*। বান্দা পাপাচার করতে প্রবৃত্ত হলে দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করা উচিত এবং পরকালে তাকে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে হবে তা স্মরণ করা অবশ্য কর্তব্য। তাহলে সে পাপাচার পরিত্যাগ করতে পারবে। আর আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। যেমন তিনি দাউদ (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন, يَا دَاوُوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ 'হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি' *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*।

প্রবৃত্তির অনুসারীরা আল্লাহর হেদায়াত লাভ করতে পারে না বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তাদেরকে তিনি সর্বাধিক যালেম বলেছেন। তিনি বলেন, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ 'অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে তারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ-নির্দেশ করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*। অনুসারী দু'প্রকার। যথা- (১) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার অনুসারী (২) প্রবৃত্তির অনুসারী। কেউ এতদুভয়ের একটির অনুসরণ করলে সে অপরটার অনুসরণ করতে পারে না।

এ আলোচনার শেষে আমরা বলতে পারি যে, গোনাহ পরিহার করা এবং তা থেকে বিরত থাকার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ রয়েছে। যেমন- **১.** আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর সম্মানের খাতিরে গোনাহ থেকে বিরত থাকা। যাতে তাঁর

নির্দেশ ও নিষেধের পরিপন্থী কাজ সংঘটিত না হয়। **২.** পরকালীন অবিনশ্বর জীবনে জান্নাত ও তার অফুরন্ত নে'আমত লাভের অভিপ্রায়ে গোনাহ থেকে বিরত থাকা। যেমন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ أَنْ يَتُوْبَ। 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে, পরকালে সে পান করতে পারবে না, তওবা করা ব্যতীত'।[১৪৪] সুতরাং নশ্বর পৃথিবীতে হারাম বা নিষিদ্ধ জিনিস ভোগ করা অবিনশ্বর জীবনে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। তাই যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখবে এবং নিষিদ্ধ বিষয় ভোগ করা থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের মুহূর্ত হবে তার জন্য ছিয়াম পালনকারীর ইফতারের পূর্ব মুহূর্তের ন্যায়।

ইমাম খাত্ত্বাবী এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন যে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা শূরা হচ্ছে জান্নাতীদের পানীয়।[১৪৫] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছের অর্থ হচ্ছে সে যদি জান্নাতে প্রবেশ করেও তবুও সে জান্নাতের চমৎকার উত্তম পানীয় থেকে বঞ্চিত হবে। যেহেতু এ অবাধ্য ব্যক্তি দুনিয়াতে পান করেছে।[১৪৬]

৩. আল্লাহর অসন্তোষের ভয় ও জাহান্নামে পতিত হওয়ার আশংকায় গোনাহ থেকে বিরত থাকা। **৪.** অপমান ও লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে পাপ পরিহার করা। সাথে সাথে শরম ও সম্মানের উপরে অবশিষ্ট থাকা। **৫.** পরবর্তী মন্দ পরিণতি ও মুছীবতের শংকায় পাপ ত্যাগ করা। **৬.** গোনাহ থেকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র থাকার মানসে পাপ পরিহার করা, যাতে প্রবৃত্তির অনুসারী না হয়ে সম্মানের শীর্ষে আরোহন করা যায়। এটাই হচ্ছে আন্তরিক প্রশান্তি; এটা সে জানে যে তা লাভ করেছে। **৭.** গোনাহ ত্যাগ করা এজন্য যে, তা মানবতা ও ভদ্রতা পরিপন্থী। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ 'মুমিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম' *(নূর ২৪/৩০)*। **৮.** আল্লাহর ভয় না করে লোকলজ্জায় গোনাহ পরিত্যাগ করা। এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন স্তর।

১২. শয়তানের ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণা জানা এবং তার প্ররোচনা থেকে সতর্ক হওয়া :

শয়তান মানুষকে ভাল কাজে বাধা দেয় এবং পাপাচারে প্ররোচিত করে। আল্লামা ইবনু মুফলেহ আল-মাকদেসী বলেন, জেনে রাখ যে, শয়তান সাতটি ফাঁদ বা

---

১৪৪. মুসলিম হা/৫৩৪২; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৯৮।
১৪৫. জামেউল উছূল ৫/৯৯।
১৪৬. শরহু মুসলিম লিননববী, ১৩/১৭৩।

প্রতিবন্ধকতা নিয়ে মানুষের সামনে আসে। কুফরের ফাঁদ; এটা থেকে মুক্ত হলে বিদ‘আতের ফাঁদ; এটা থেকে মুক্ত হলে কবীরা গোনাহের ফাঁদ, অতঃপর ছগীরা গোনাহের ফাঁদ। এটা থেকে মুক্ত হলে এমন বৈধ কর্মে ব্যস্ত রাখা, যা মানুষকে ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত রাখে। আর অনর্থক কাজ, যাতে তাকে ফযীলতপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখে। এটা থেকে সে মুক্ত হলে তার সামনে সপ্তম ফাঁদ নিয়ে দাঁড়ায়। এটা থেকে মুমিন পরিত্রাণ পায় না। যদি এটা থেকে কেউ মুক্তি পেত তাহলে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুক্তি পেতেন। সেটা হলো শত্রুকে তার প্রতি অতি দ্রুত লেলিয়ে দিয়ে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়া।[১৪৭] এসব ফাঁদগুলি সম্পর্কে অবহিত হলে এবং মানব অন্তরে শয়তানের প্রবেশপথ সম্পর্কে জানলে মানুষ তা থেকে সতর্ক হতে পারবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শয়তান বনু আদমের শত্রু। সুতরাং সে মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ থেকে নিষেধ করে না। তাই আল্লাহ তার থেকে মানুষকে সতর্ক ও সাবধান করেছেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ ‘শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে কেবল এই জন্য যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়’ *(ফাতির ৩৫/৬)*।

তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়’ *(নূর ২৪/২১)*।

আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী বলেন, ইবলীস মানুষের মধ্যে যতদূর সম্ভব প্রবেশ করে। তাদের মাঝে তার অবস্থান সুদৃঢ় করে। তাদের সচেতনতা ও জ্ঞান যথাসম্ভব হ্রাস করে দেয়, উদাসীনতা ও অজ্ঞতা বাড়িয়ে দেয়। আর জেনে রাখ যে, অন্তর হচ্ছে দুর্গ স্বরূপ। এর প্রাচীর আছে, প্রাচীরে দরজা ও ছিদ্র আছে। তাকে স্থিতিকারী হচ্ছে বিবেক। ফেরেশতারা তাতে বার বার আসেন। এ দুর্গের পাশেই প্রবৃত্তির আশ্রয়স্থল। শয়তান বাধা না পেলে এই আশ্রয়স্থল বিক্ষিপ্ত করে দেয়। প্রহরী দুর্গ ও আশ্রয়স্থলের মাঝে দণ্ডায়মান। শয়তান দুর্গের পাশে সদা ঘুরতে থাকে প্রহরীর উদাসীনতা ও ছিদ্রপথে ঢোকার সুযোগের সন্ধানে। তাই প্রহরীর দুর্গের সকল দরজা ও ছিদ্র সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার তা হেফাযতের

১৪৭. ড. আহমাদ ফরীদ, আত-তাক্বওয়া আদ-দুরাতুল মাফকূদাহ, পৃঃ ৩১।

জন্য এবং পাহারায় মুহূর্তের জন্যও ক্লান্ত-অবসন্ন হওয়া উচিত নয়। কেননা শত্রু কখনও শ্রান্ত হয় না।[১৪৮]

শয়তান ওয়াসওয়াসা দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। সেজন্য আল্লাহ মানুষকে তার থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّـــاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِـــيْ صُـــدُوْرِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّـــةِ وَالنَّـــاسِ، 'বল, আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের; মানুষের অধিপতির; মানুষের ইলাহের নিকট; আত্মগোপণকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে; যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে; জিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে' *(নাস ১১৪/১-৬)*।

অন্তর যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়, তখন শয়তান এসে জুড়ে বসে এবং তাকে গোনাহ ও পাপাচারে প্ররোচিত করে। অতঃপর যখন বান্দা আল্লাহর স্মরণ করে এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন শয়তান পশ্চাদপদ হয় ও আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর শয়তানের ওয়াসওয়াসাকে অপসন্দ করা হচ্ছে খাঁটি ঈমানের পরিচয়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَجِدُ فِىْ أَنْفُسِنَا الشَّىْءَ نُعْظِمُ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ أَوِ الْكَلاَمَ بِهِ مَا نُحِبُّ أَنَّ لَنَا وَأَنَّا تَكَلَّمْنَا بِهِ. قَالَ أَوَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ. قَالُوْا نَعَمْ. قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الإِيْمَانِ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবীদের মধ্য হতে কিছু লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা মনে এমন বিষয় চিন্তা করি যা প্রকাশ করা বা বলা বড় গোনাহ মনে করি। যা আমাদের জন্য পসন্দ করি না এবং আলোচনা করাও ভাল মনে করি না। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ অনুভব কর? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'এটাই সুস্পষ্ট ঈমান'।[১৪৯]

শয়তান মানুষকে সৎকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং মন্দ কর্মে প্ররোচিত করে। আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ تَـــؤُزُّهُمْ أَزًّا 'তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আমরা কাফিরদের জন্য শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি তাদেরকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য'? *(মারিয়াম ১৯/৮৩)*।

---

১৪৮. আত-তাক্বওয়া আদ-দুরাতুল মাফকূদাহ, পৃঃ ৩২।
১৪৯. মুসলিম হা/৩৫৭; আবু দাউদ হা/৫১১৩; মিশকাত হা/৫৪।

মানুষ আল্লাহর আনুগত্য ও যিকরে রত থাকলে শয়তানের ওয়াসওয়াসা কোন কাজে আসে না। কিন্তু যখন তারা আল্লাহর আনুগত্য ও যিকর থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে, তখন শয়তান তাদেরকে গোনাহ ও পাপের কাজ করতে প্রলুব্ধ করে। তাই শয়তানের কবল থেকে রক্ষা পেতে মানুষকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা যরূরী।

ক. আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা :

শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য আল্লাহর সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 'যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর স্মরণ করবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' *(আ'রাফ ৭/২০০)*। শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّىْ لأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هَذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِىْ يَجِدُ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

সুলায়মান ইবনু ছুরাদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে দু'বক্তি পরস্পরকে গালি দিতে লাগল। ফলে এদের একজনের চোখ লাল হতে থাকে ও ঘাড়ের শিরা মোটা হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আমি অবশ্যই এমন একটি দো'আ জানি এ ব্যক্তি তা বললে নিশ্চয়ই তার রাগ চলে যাবে। তা হলো أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ 'অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[১৫০]

খ. সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পাঠ করা :

শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি লাভের অন্যতম উপায় হলো সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পাঠ করা। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُلْ. قُلْتُ وَمَا أَقُوْلُ قَالَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ). فَقَرَأَهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَتَعَوَّذِ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ أَوْ لاَ يَتَعَوَّذُ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ.

---

১৫০. বুখারী হা/৫৭৬৪; আবু দাউদ হা/৪৭৮৩।

উকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি বল। আমি বললাম, কি বলব? তিনি বললেন, 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক্ব, কুল আউযু বিরব্বিন নাস। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এগুলি পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন, মানুষ এ সূরাদ্বয়ের মত কোন সূরা দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করে না'।[১৫১] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِأَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَأَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا-

ওক্ববা ইবনু আমির রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, একদা আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জুহফা ও আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় চলছিলাম। এমন সময় আমাদেরকে প্রবল ঝড় ও ঘোর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলল। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বললেন, হে ওক্ববা! তুমি এই সূরাদ্বয় দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ এই সূরা দ্বয়ের মত আর কোন সূরা দ্বারা কোন প্রার্থনাকারী আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে না'।[১৫২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু খুবায়েব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, একবার আমরা ঝড়-বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে খোঁজার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং তাঁকে পেলাম। তখন তিনি বললেন, قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُوْلُ قَالَ قُلْ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُصْبِحُ وَحِيْنَ تُمْسِيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ- 'বল। আমি বললাম, কি বলব? তিনি বললেন, 'যখন তুমি সকাল করবে তিনবার করে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়বে এবং যখন সন্ধ্যা করবে তখন তিনবার করে এই সূরাগুলি পড়বে। এই সূরাগুলি যে কোন বিপদাপদের মোকাবিলায় তোমার জন্য যথেষ্ট হবে'।[১৫৩]

গ. ঘুমের সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করা :

রাত্রে ঘুমানেরা পূর্বে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে শয়তানের কবল থেকে নিরাপদ থাকা যায়। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীছে এসেছে, إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ

---

১৫১. নাসাঈ হা/৫৪৩০-৩১; আবু দাউদ হা/১৩১৫, সনদ ছহীহ।

১৫২. *আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৬২; বাংলা মিশকাত হা/২০৫৮।*

১৫৩. *তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২১৬৩; বাংলা মিশকাত হা/২০৫৯।*

فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ অর্থাৎ যখন তুমি তোমার বিছানায় আশ্রয় নিবে তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন, 'তোমাকে সে সত্য বলেছে, যদিও সে মিথ্যুক। সে হচ্ছে শয়তান'।[১৫৪]

আবু হুরায়রা বর্ণিত অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন,

مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِىْ كَلِمَاتٍ، يَنْفَعُنِى اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ. قَالَ مَا هِىَ. قُلْتُ قَالَ لِىْ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِىِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ (اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ) وَقَالَ لِىْ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَكَانُوْا أَحْرَصَ شَىْءٍ عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ لاَ. قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ-

'গত রাতে তোমার বন্দি কি করেছে? আমি বললাম, সে ধারণা করেছে যে, আমাকে কিছু বাক্য শিক্ষা দেবে, যা দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার করবেন। ফলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সেগুলি কি? আমি বললাম, সে আমাকে বলেছে, যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে (اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ) আর সে আমাকে বলল, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবে। সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না। আর তারা ছিলেন কল্যাণের প্রতি অতি আগ্রহী। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ওহে সে সত্য বলেছে, যদিও সে মিথ্যুক'।[১৫৫]

অন্যত্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, يُجِيْرُ الإِنْسَ مِنَ الجنِّ آيةُ الْكُرْسِيِّ. 'আয়াতুল কুরসী মানুষকে জিনের কবল থেকে রক্ষা করবে'।[১৫৬]

---

১৫৪. বুখারী হা/৩০৩৩।
১৫৫. বুখারী হা/২৩১১; ছহীহ আত-তারগীব হা/৬১০; মিশকাত হা/২১২৩।
১৫৬. ইবনু হিব্বান হা/১৭২৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৪৫।

ঘ. সূরা বাক্বারাহ পড়া :

সূরা বাক্বারাহ পড়া হলে শয়তানের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ মর্মে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لاَ يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ– 'তোমাদের গৃহকে কবরে পরিণত কর না। নিশ্চয়ই ঐ ঘর যাতে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, শয়তান তাতে প্রবেশ করে না'।[১৫৭] তিনি আরো বলেন, اقْرَؤُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَدْخُلُ بَيْتًا يُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ– 'তোমরা বাড়ীতে সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত কর। কেননা শয়তান সে বাড়ীতে প্রবেশ করে না, যাতে সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করা হয়'।[১৫৮]

অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ– 'নিশ্চয়ই প্রত্যেক জিনিসের কুজ রয়েছে। কুরআনের কুজ হচ্ছে সূরা বাক্বারাহ। শয়তান ঐ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়, যেখানে সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করা হয়'।[১৫৯]

ঙ. সূরা বাক্বারার শেষাংশ পড়া :

সূরা বাক্বরার শেষ দু'আয়াত অতি ফযীলতপূর্ণ। এটা পাঠ করলে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা হতে রেহাই পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ– 'সূরা বাক্বারার শেষ দু'টি আয়াত যে রাত্রে পাঠ করবে, সেটা তার জন্য যথেষ্ট হবে'।[১৬০] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفَىْ عَامٍ أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلاَ يُقْرَآنِ فِى دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির দু'হাযার বছর পূর্বে এক খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তা হতে দু'টি আয়াত নাযিল করেছেন, যা দ্বারা সূরা বাক্বারাহ সমাপ্ত করেছেন। সে দু'টি যে ঘরে তিন রাত্রি পড়া হবে শয়তান তার নিকটবর্তী হবে না'।[১৬১]

---

১৫৭. মুসলিম হা/১৮৬০; তিরমিযী হা/৩১১৮; মিশকাত হা/২১১৯।
১৫৮. হাকেম, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৬৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫২১।
১৫৯. হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৮৮।
১৬০. বুখারী হা/৪০০৮; ইবনু মাজাহ হা/১৪৩০-৩১; আবু দাউদ হা/১৩৯৯।
১৬১. তিরমিযী হা/৩১২৪; মিশকাত হা/২১৪৫; ছহীহুল জামে' হা/১৭৯৯; ছহীহ তারগীব হা/১৪৬৮।

আর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ جِبْرِيْلُ عليه السلام إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا فَوْقَهُ فَرَفَعَ جِبْرِيْلُ عليه السلام بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ هَذَا بَابٌ قَدْ فُتِحَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ. قَالَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِىٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ تَقْرَأْ حَرْفًا مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيْتَهُ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর নিকটে জিবরীল আলাইহিস সালাম ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি উপরে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম আকাশের দিকে তাকালেন এবং বললেন, এটা একটি দরজা, যা আকাশে খোলা হয়েছে। ইতিপূর্বে কখনও তা খোলা হয়নি। অতঃপর একজন ফেরেশতা সে পথে অবতরণ করে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে আসলেন। তিনি বললেন, দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে দান করা হয়েছে। আপনার পূর্বে তা কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। তা হলো সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার শেষাংশ। এ দু'টির একটি হরফ আপনি পাঠ করলেও আপনাকে তা দান করা হবে'।[১৬২]

চ. কালিমা পাঠ করা :

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য নিম্নোক্ত কালিমা একশত বার পাঠ করা। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতি দিন একশত বার বলবে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই রাজ্যাধিপতি। তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা এবং সকল বস্তুর উপরে তিনি ক্ষমতাবান'। তার দশটি গোলাম আযাদ করার সমান ছওয়াব অর্জিত হবে, একশ'টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে, তার একশ'টি পাপ মোচন করা হবে। উক্ত দিনের সন্ধ্যা অবধি তা তার জন্য শয়তান থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ হবে এবং তার চেয়ে সেদিন কেউ উত্তম কাজ করতে পারবে না। কিন্তু কেউ যদি তার চেয়ে বেশী আমল করে'।[১৬৩]

---

১৬২. মুসলিম, নাসাঈ হা/৯২০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৫৬; মিশকাত হা/২১২৪।

১৬৩. বুখারী হা/৩০৫০, ৫৯২৪; মুসলিম হা/৪৮৫৭; তিরমিযী হা/৩৪৬৬, ৩৪৬৮; আবু দাউদ হা/৫০৯১; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯৮, ৩৮১২।

মুত্তাক্বীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

এ পৃথিবীতে যারা আল্লাহভীরু-তাক্বওয়াশীল তারা বহু অনুপম বিশেষণে বিভূষিত। তাদের গুণাবলী অবগত হলে মানুষ তাদের মত শীর্ষ মর্যাদা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করবে এবং ঐ গুণসমূহ অর্জনে সচেষ্ট হবে। যেমন পূর্ববর্তী নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। সুতরাং মানুষ তাদের অবস্থান ও জ্ঞান সম্পর্কে জানলে তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা সৃষ্টি হবে। যদিও তাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। তাছাড়া মুত্তাক্বীদের সম্পর্কে অবগত হলে বহুবিধ ফায়দা রয়েছে। যেমন- **ক.** নিঃস্ব-হতদরিদ্র মানুষ ধন-সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে স্বীয় অবস্থার উপরে বিদ্যমান থাকা নিজের জন্য উত্তম মনে করবে। **খ.** নিজেকে ব্যর্থ হিসাবে সর্বদা আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান মনে করে বিনম্র হবে এবং পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে সচেষ্ট হবে। **গ.** মানুষের উন্নতির অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টা জাতির পশ্চাতে পড়ে থাকবে, যদি তার কর্মকাণ্ড সুন্দর না হয়। **ঘ.** আল্লাহর প্রতি আগ্রহী ও তাঁর শরণ প্রত্যাশী হয়ে সৎকর্ম করলে না চাইতেই তাকে আল্লাহ অফুরন্ত নে'আমত দান করবেন। **ঙ.** মুত্তাক্বীদের সম্পর্কে জ্ঞান মানুষকে সম্মানিত করে। তাওহীদী জ্ঞান লাভের পর এ জ্ঞান মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে। **চ.** জ্ঞান সর্বাবস্থায় মূর্খতা অপেক্ষা উত্তম। এজন্য ব্যক্তি জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত হবে এবং তার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। আর যখন জ্ঞানের কথা সে প্রকাশ করবে, তখন তা তার জন্য উপকারী হবে। সুতরাং মুত্তাক্বীদের বৈশিষ্ট্য অবগত হওয়া যরূরী। নিম্নে মুত্তাক্বীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।-

১. মুত্তাক্বীরা গায়েবের প্রতি সুদৃঢ় ঈমান আনয়ণ করে :

গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মুত্তাক্বীদের প্রথম বৈশিষ্ট্য। যা আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ، وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ– 'এটা সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাক্বীদের জন্য এটা পথ-নির্দেশ। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, ছালাত কায়েম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে ব্যয় করে। আর তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরকালে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী' *(বাক্বারাহ ২/২-৪)*। আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন, কেননা তারা হেদায়াত তথা সুপথপ্রাপ্ত।

Contents

২. তারা ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী :

মুত্তাক্বীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তারা অন্যদেরকে ক্ষমা করে দেয়। রাগের সময়ও প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ধৈর্য ধারণ করে। কারণ তারা তাদের সকল কর্মের পুরস্কার আল্লাহর নিকটে কামনা করে। আর ক্ষমা করা তাক্বওয়ার নিকটবর্তী। আল্লাহ বলেন, وَأَنْ تَعْفُوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى 'মাফ করে দেওয়াই তাক্বওয়ার নিকটতম' *(বাক্বারাহ ২/২৩৭)*। তিনি বলেন, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ 'মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। আল্লাহ যালিমদেরকে পসন্দ করেন না' *(শূরা ৪২/৪০)*। তিনি আরো বলেন, وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا أَلاَ تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ 'তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(নূর ২৪/২২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ 'আর যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*। সুতরাং ইহসান করা মুত্তাক্বীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩. তারা কবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকে এবং ছগীরা গোনাহ অব্যাহতভাবে করে না :

তাক্বওয়াশীলদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা কবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকে এবং ছগীরা গোনাহ কখনও তাদের সংঘটিত হয়ে গেলে তারা সচেতন হয় এবং তা থেকে তওবা-ইস্তেগফার করে ফিরে আসে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّـــذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُبْـــصِرُوْنَ 'যারা তাক্বওয়ার অধিকারী হয় তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়' *(আ'রাফ ৭/২০১)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তাঁর মুত্তাক্বী বান্দাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা আল্লাহর নির্দেশিত বিষয় প্রতিপালন করে এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করে।... আর কোন ক্রটি করে ফেললে আল্লাহর শাস্তি ও বিনিময়ের কথা স্মরণ করে তওবা করে এবং ফিরে আসে হকের দিকে। এরপর তারা যে সঠিক পথে ছিল তার উপরেই অটল থাকে।[১৬৪]

১৬৪. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৩/৫৩৪, সূরা আ'রাফের ২০১নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

শয়তান ও তার সঙ্গীরা মানুষকে ভুল পথের দিকে আহ্বান করে। আল্লাহ বলেন, وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ 'তাদের সঙ্গী-সাথীগণ তাদেরকে ভ্রান্তির দিকে টেনে নেয় এবং এ বিষয়ে তারা কোন ত্রুটি করে না' *(আ'রাফ ৭/২০২)*। এজন্য তাক্বওয়াশীল মানুষেরা শয়তান ও তাদের দোসরদের কবল থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে।

আল্লামা রশীদ রেযা বলেন, মুমিন-মুত্তাক্বীদের অবস্থা হলো যখন শয়তানী কোন দল তাদের উপর আক্রমণ চালায়, যারা জাহেলদের অনুসারী ও তাদের অন্তর্ভুক্ত এবং পাপাচার ও অবাধ্যতায় নিমগ্ন, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, ধৈর্য ধারণ করে ও সতর্ক হয় এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকে। আর যদি তাদের স্খলন ঘটে যায়, তাহলে তারা তওবা করে এবং (সঠিক পথে) ফিরে আসে।[১৬৫]

৪. তারা বিশ্বাসে ও কথা-কর্মে সত্যবাদী :

মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরুগণ সত্যপরায়ণ হয়। তারা তাদের ঈমানে যেমন সত্যবাদী তেমনি তাদের কর্মেও সৎকর্ম পরায়ণ। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ 'যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই তো মুত্তাক্বী' *(যুমার ৩৯/৩৩)*। তিনি আরো বলেন, أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ 'এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাক্বী' *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও সত্যপরায়ণ হওয়ার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। সাথে সাথে মিথ্যাচার থেকে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا-

'তোমরা সত্যবাদী হও। সততা নেকীর পথ দেখায় এবং নেকী জান্নাতের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্যের উপর দৃঢ় থাকে, তাকে আল্লাহ্র নিকটে সত্যনিষ্ঠ বলে লিখে নেয়া হয়। আর তোমরা মিথ্যা বলা থেকে সাবধান থাক।

১৬৫. তাফসীরুল মানার, ৯/৪৫৯।

Contents

মিথ্যা পাপাচারের দিকে পথ দেখায় এবং পাপাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাকে আল্লাহ্র নিকটে মিথ্যুক বলে লিখে নেয়া হয়'।[১৬৬]

৫. তারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে অতি সম্মান করে :

তাক্বওয়াশীলগণ আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে অত্যন্ত সম্মান করে। আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ 'এটাই আল্লাহর বিধান। আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাক্বওয়াসঞ্জাত' *(হজ্জ ২২/৩২)*। অর্থাৎ মুত্তাক্বীরা ইসলামের নিদর্শনকে সম্মান করে। তারা আল্লাহর আনুগত্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়, তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। অনুরূপভাবে তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়কেও বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এসবের বিরোধিতাকে বড় গোনাহ মনে করে। গোনাহ ও পাপাচারকে যে মুত্তাক্বীগণ বড় করে দেখে এ বিষয়ে হাদীছে সবিস্তার বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِيْ أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعْرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوْبِقَاتِ– অর্থাৎ (হে লোকসকল!) তোমরা এমন এমন কাজ করে থাক, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতে সূক্ষ্ম। অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর যামানায় আমরা সেগুলিকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম'।[১৬৭]

আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ– 'মুমিন ব্যক্তি তার গোনাহগুলোকে এত বিরাট মনে করে, যেন সে একটা পর্বতের নিচে উপবিষ্ট রয়েছে, আর সে আশংকা করছে যে, সম্ভবত পর্বতটা তার উপরে ধ্বসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গোনাহগুলোকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকে বসে চলে যায়'।[১৬৮]

৬. তারা ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায়বিচারকারী :

তাক্বওয়াশীল মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তারা সাধ্যানুযায়ী ন্যায়বিচার করে। আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوْا اعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

---

১৬৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, ৯ম খণ্ড হা/৪৬১৩।
১৬৭. বুখারী হা/৬৪৯২; মিশকাত হা/৫৩৫৫।
১৬৮. বুখারী হা/৬৩০৮;তিরমিযী হা/২৪২১।

وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ 'কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, এটা তাক্বওয়ার নিকটতম এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন' *(মায়েদাহ ৫/৮)*। স্বীয় নিকটাত্মীয়দের মধ্যে হলেও ন্যায়বিচার করতে হবে। যেমন হাদীছে এসেছে, আমের (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে,

أَعْطَانِيْ أَبِيْ عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّى أَعْطَيْتُ ابْنِيْ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِيْ أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا. قَالَ لاَ. قَالَ فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ. قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

অর্থাৎ আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আমরা বিনতু রাওয়াহা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সাক্ষী রাখা ব্যতীত আমি সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমরা বিনতু রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সকল ছেলেকেই কি এ রকম করেছ'? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজের সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা কর'। নু'মান বলেন, অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং তার দান ফিরিয়ে নিলেন।[১৬৯]

৭. তারা সর্বক্ষেত্রে নবী-রাসূল ও ছাহাবায়ে কেরামের অনুসারী :

আল্লাহভীরুগণ নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারী ছাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও' *(তওবা ৯/১১৯)*। অর্থাৎ তোমরা সত্যপরায়ণদের দ্বীন ও পথের অনুসারী হও। যারা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বের হয়েছিলেন। আর মুনাফিকদের সাথী হয়ো না। এ আয়াতে সদা সত্যের উপরে অবিচল থাকার এবং সত্যপরায়ণদের সঙ্গী হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ

---

১৬৯. বুখারী হা/২৫৮৭;মিশকাত হা/৩০১৯।

اَلَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ 'এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না' *(হাশর ৫৯/৮)*। তাদেরকে তিনি সফলকাম বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ 'মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে' *(হাশর ৫৯/৯)*।

আলোচনার এ পর্যায়ে বলা যায় যে, মুত্তাক্বীগণ এমন অনেক বৈধ বিষয় ত্যাগ করেন, এ ভয়ে যে, যাতে সমস্যা আছে, তাতে জড়িয়ে না পড়েন এবং সন্দেহযুক্ত বিষয়ও পরিত্যাগ করেন। যেমন ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ– অর্থাৎ বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত তাক্বওয়ার স্তরে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না ঐসব বিষয় পরিহার করে যা তার অন্তরে খারাপ মনে হয়'।[১৭০]

আব্দুর রহমান আল-মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, المتقي من يترك ما لا بأس به خوفا مما فيه بأس– 'মুত্তাক্বী (আল্লাহভীরু) হচ্ছেন, ঐ ব্যক্তি যে সেসব বিষয়ও পরিত্যাগ করে, যাতে ক্ষতি নেই, এ ভয়ে যে যাতে ক্ষতি আছে (তাতে পতিত না হয়)।[১৭১]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ– 'হালালও স্পষ্ট হারামও স্পষ্ট। উভয়ের মধ্যে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় রয়েছে, যা অনেক মানুষ জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও তার মর্যাদাকে পূর্ণ করে নিবে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হবে সে হারামে পতিত হবে'।[১৭২]

---

১৭০. বুখারী নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বাণী 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত' অনুচ্ছেদ, 'ঈমান' অধ্যায়-২।

১৭১. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৬/২০১।

১৭২. মুসলিম হা/৪১৭১; আবু দাউদ হা/৩৩৩১; তিরমিযী হা/১২০৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৮৪; নাসাঈ হা/৪৪৫৩।

রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন, دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُـــكَ 'সন্দেহযুক্ত বিষয় ছেড়ে সন্দেহমুক্ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হও'।[১৭৩]

অন্যত্র তিনি বলেন, فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْـــرَكَ، 'যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজ করতে দুঃসাহস করে, সে ব্যক্তির সুস্পষ্ট গোনাহের কাজে পতিত হওয়ার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে'।[১৭৪]

এসব হচ্ছে মুত্তাক্বীগণের কতিপয় অনুপম বৈশিষ্ট্য। যার জন্য আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা ও জান্নাত দান করবেন। মানুষ এসব জানলে তাক্বওয়াশীল হতে সচেষ্ট হবে। ফলে পরকালে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করে ধন্য হবে।

তাক্বওয়ার ফলাফল

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের জন্য অতি উপকারী। এটা উভয় জগতে মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম। এটা পার্থিব ও পরকালীন জীবনে কল্যাণের দিকে ধাবিত করে এবং অকল্যাণ ও অমঙ্গলকে প্রতিহত করে। যেমন নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, فَإِنَّهُ جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ 'কেননা তা (তাক্বওয়া) হচ্ছে সকল কল্যাণের সমাবেশকারী'।[১৭৫] তিনি আরো বলেন, فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ 'এটা হচ্ছে সকল কিছুর মূল'।[১৭৬] তিনি আরো বলেন, وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللهَ 'নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ ততক্ষণ কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ তাক্বওয়াশীল থাকবে'।[১৭৭] বস্তুত তাক্বওয়ার ফলাফলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. ত্বরিত ফলাফল খ. বিলম্বিত ফলাফল। তাক্বওয়ার এ দু'প্রকার ফলাফলের সবিস্তার বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।-

ক. ত্বরিত ফলাফল :

ত্বরিত ফলাফল বলতে এমন কিছু ফলাফল ও উপকারিতাকে বুঝায়, যা ইহকালীন জীবনে লাভ করা যাবে। এসব কল্যাণকর বিষয় পার্থিব জীবনে অতি দ্রুত বা কিছুটা দেরীতে অর্জিত হতে পারে। তবে তা লাভের জন্য ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করা যরূরী। এখানে তাক্বওয়ার ত্বরিত ফলাফলের কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হলো।-

---

১৭৩. তিরমিযী হা/২৭০৮; নাসাঈ হা/৫৭২৯; মিশকাত হা/২৭৭৩।
১৭৪. বুখারী হা/১৯১০, ২০৫১।
১৭৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৩০।
১৭৬. আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৫৫।
১৭৭. বুখারী হা/২৭৪৩, ২৯৬৪।

১. সংকীর্ণতা ও সমস্যায় পথ পাওয়া ও অকল্পনীয় উৎস থেকে জীবিকা লাভ :

মানুষ তাক্বওয়াশীল হলে আল্লাহ তাকে অকল্পনীয় উৎস থেকে জীবনোপকরণ দান করবেন এবং তার সকল সমস্যা দূর করে দেবেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ‘যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিযক’ *(তালাক ৬৫/২-৩)*। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাকে ইহকালীন ও পরকালীন সকল সমস্যা থেকে মুক্তি দেবেন।[১৭৮]

২. সকল কাজ-কর্ম সহজসাধ্য ও হালকা হওয়া :

মুত্তক্বীদের সকল কাজ আল্লাহ তা‘আলা সহজ করে দেন। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ‘যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দিবেন’ *(তালাক ৬৫/৪)*। মুকাতিল (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পাপাচার পরিত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ স্বীয় আনুগত্যপূর্ণ কাজ ঐ বান্দার জন্য সহজ করে দেন।[১৭৯]

৩. উপকারী জ্ঞানার্জন সহজ হওয়া :

তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিদের পক্ষে উপকারী ইলম হাছিল করা সহজ সাধ্য হয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত’ *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*।

আল্লামা রশীদ রেযা বলেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাঁর আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ সকল বিষয়ে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে কল্যাণকর সকল বিষয়, সম্পদ রক্ষা ও পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার শিক্ষা দেবেন। কেননা তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা না দিলে তোমরা এসব অবগত হতে পারবে না। আর তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত। সুতরাং তিনি কোন বিষয় বিধিবদ্ধ করলে তাঁর সর্বব্যাপী ইলম দ্বারা ঐ শরী‘আতের অনুসারীর জন্য তিনি কল্যাণ বিধান করেন ও তার থেকে অনিষ্ট দূর করে দেন।[১৮০]

---

১৭৮. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/১৪৬; কুরতুবী ১৮/১৫৯; ফাতহুল কাদীর ৭/২৪৩।
১৭৯. তাফসীরে কুরতুবী ১৮/১৬৫; ফাতহুল কাদীর ৭/২৪২।
১৮০. মুহাম্মাদ রশীদ বিন আলী রেযা, তাফসীরুল মানার, ৩/১০৭।

৪. সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া :

আল্লাহ তাক্বওয়াশীল মানুষকে দূরদৃষ্টি দান করেন। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দিবেন' *(আনফাল ৮/২৯)*। আল্লামা রশীদ রেযা বলেন, আভিধানিক অর্থে الفُرْقَان হচ্ছে প্রভাত, যা রাত ও দিনের পার্থক্য নিরূপণ করে। আর কুরআনকে ফুরকান বলা হয়, কেননা তা হক ও বাতিলের মাঝে বিভেদ নিরূপণ করে। আর তাক্বওয়া মুত্তাক্বীকে এমন জ্যোতি দান করে যা দ্বারা সে সকল কাজে সূক্ষ্ম সন্দেহযুক্ত বিষয়ও পার্থক্য করতে পারে, অনেক মানুষের নিকটে যা অজ্ঞাত। এটা এমন এক উপকারী জ্ঞান যা তাক্বওয়াহীন মানুষ লাভ করতে পারে না। এটা এমন এক জ্ঞান যা শিক্ষা লাভের মাধ্যমে অর্জিত হয় না এবং এটা ব্যতীত তাক্বওয়া পরিপূর্ণ হয় না। কেননা সেটা এমন কর্মের নাম, যা জ্ঞান দ্বারা প্রতিপালন বা পরিত্যাজ্য হয়। অতএব ইলম হচ্ছে তাক্বওয়ার মূল ও তা অর্জনের মাধ্যম। আর এ জ্ঞান হাছিল হয় না শিক্ষার্জনের প্রচেষ্টা ব্যতীত।[১৮১] যেমন হাদীছে এসেছে, وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ 'অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইলম অর্জিত হয়'।[১৮২]

৫. আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের ভালবাসা এবং দুনিয়াতে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন :

আল্লাহভীরু মানুষেরা আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাগণের মুহাব্বত-ভালবাসা লাভ করে। আর পার্থিব জীবনে তারা মানুষের নিকটে অতি গ্রহণীয় ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। আল্লাহ বলেন, بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ 'হ্যাঁ, কেউ তার অঙ্গীকার পূর্ণ করলে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করে চললে আল্লাহ মুত্তাক্বীদেরকে ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/৭৬)*।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ، ثُمَّ يُنَادِى جِبْرِيْلُ فِى السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوْهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِىْ أَهْلِ الأَرْضِ 'আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। তখন তিনি তাকে ভালবাসেন। অতঃপর

১৮১. তাফসীরে মানার, ৩/১০৮।
১৮২. বুখারী, তরজমাতুল বাব, 'কথা ও কর্মের পূর্বে ইলম' অনুচ্ছেদ-১০; ছহীহুল জামে' হা/২৩২৮।

জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আসমানবাসীকে ডেকে বলেন, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আসমানবাসী তাকে ভালবাসেন। আর তার জন্য যমীনে গ্রহণযোগ্যতা তৈরী করা হয়।[১৮৩]

অন্যত্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ إِنِّيْ قَدْ أَحْبَبْتُ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُنَادِى فِى السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِى أَهْلِ الأَرْضِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ (إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا) 'আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আসমানে ঘোষণা করেন। অতঃপর আসমানবাসীর মাঝে তার জন্য ভালবাসা নাযিল করা হয়। আর এসম্পর্কেই আল্লাহর বাণী 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা' *(মারিয়াম ১৯/৯৬)*।[১৮৪]

আবুদ্দারদা মাসলামা ইবনু খালেদের নিকটে পত্র লেখেন এমর্মে যে, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর বান্দা যখন আল্লাহর আনুগত্যপূর্ণ কাজ করে, তখন আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। আর আল্লাহ যখন তাকে ভালবাসেন তখন বান্দাদের মধ্যে তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন।[১৮৫]

হারাম ইবনু হায়্যান বলেন, বান্দা যখন আন্তরিকভাবে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়, তখন আল্লাহও মুমিনের অন্তরের অভিমুখী হন। এমনকি তার অন্তরে ভালবাসা পয়দা করে দেন। যেমন যে সকল মুমিন সর্বদা আমলে ছালেহ বা সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের প্রতি মুহাব্বত ও ভালবাসার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা' *(মারিয়াম ১৯/৯৬)*।[১৮৬]

৬. আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ :

তাক্বওয়াশীল মানুষকে আল্লাহ সহায়তা করেন এবং তিনি তাদেরকে শক্তিশালী করেন। আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ 'তোমরা আল্লাহকে

---

১৮৩. বুখারী হা/৭৪৮৫।

১৮৪. তিরমিযী হা/৩৪৫৭; ছহীহুল জামে' হা/২৮৪।

১৮৫. আহমাদ ইবনু হাম্বল আশ-শায়বানী, আয-যুহদ, পৃঃ ১৩৫; আহমাদ ইবনু আবী বকর আল-বুছীরী, ইত্তেহাফুল খায়রাতিল মাহরাহ, ৭/১৩৬।

১৮৬. মুহাম্মাদ খালাফ সালামাহ, আল-মাওরিদুল 'আযবুল মুঈন মিন আছারে আ'লামিত তাবেঈন, ২/১০১; ইমাম বায়হাক্বী, আয-যুহদুল কাবীর, পৃঃ ২৯৯-৩০০।

ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৪)*। এ আয়াতে (المعية) সাথে থাকার অর্থ হচ্ছে সাহায্য-সহযোগিতা, শক্তিশালী ও সংশোধন করা। এটা নবী-রাসূল, মুত্তাক্বী ও ধৈর্যশীলদের জন্য।

ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, এ সাথে থাকা মুত্তাক্বীদের জন্য নির্দিষ্ট, যা উল্লিখিত সাধারণ সাথে থাকার চেয়ে ভিন্ন।[১৮৭] যেমন আল্লাহ এ আয়াতে বলেছেন, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন; তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন' *(হাদীদ ৫৭/৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ 'তারা মানুষ হতে গোপন করতে চায়; কিন্তু আল্লাহ হতে গোপন করে না। অথচ তিনি তাদের সঙ্গেই আছেন, রাত্রে যখন তারা তিনি যা পসন্দ করেন না, এমন বিষয়ের পরামর্শ করে' *(নিসা ৪/১০৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 'তিনি বললেন, তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি' *(ত্ব-হা ২০/৪৬)*।

৭. আসমান-যমীনের কল্যাণ লাভ :

তাক্বওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য মহান আল্লাহ পার্থিব ও পরকালীন বরকত ও কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করে দেন। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 'যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনত ও তাক্বওয়া অবলম্বন করত, তবে তাদের জন্য আমরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম' *(আ'রাফ ৮/৯৬)*। অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহ কল্যাণ বৃদ্ধি করে দিতেন এবং তাদের প্রতি আসমান-যমীনের আপতিত বিভিন্ন শাস্তি সহনীয় করে দিতেন। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا 'তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাদেরকে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম' *(জিন ৭২/১৬)*।

তিনি আরো বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْ النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ 'মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে

---

১৮৭. আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ, মাওয়ারিদুয যামআন লিদুরুসিয যামান, ৪/৪৫৯।

বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে তারা ফিরে আসে' *(রূম ৩০/৪১)*।

এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য কল্যাণ বিধান করেন। তিনি চান সকল মানুষ যেন তাঁর পথে ফিরে আসে, কেবল তাঁরই ইবাদত করে এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে ও তাঁর দেখানো পথে চলে। তাহলে আল্লাহ পরকালে তাদেরকে সীমাহীন পুরস্কারে তুষ্ট করবেন।

৮. সুসংবাদ তথা সত্য স্বপ্ন এবং সৃষ্টির প্রশংসা ও ভালবাসা অর্জন :

সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সুসংবাদ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন, أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ، الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُــوْنَ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْــآخِرَةِ 'জেনে রাখ! আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। যারা বিশ্বাস করে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করে; তাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে' *(ইউনুস ১০/৬২-৬৪)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী বলেন, সুসংবাদ হচ্ছে ঐসব আল্লাহ স্বীয় কিতাবের বহু জায়গায় মুমিন মুত্তাক্বীদেরকে যে সংবাদ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে হাদীছেও এসেছে।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ (لَهُمُ الْبُشْرَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الآخِرَةِ). قَالَ هِىَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ.

উবাদাহ ইবনুছ ছামেত রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে আল্লাহর বাণী 'তাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে' *(ইউনুস ১০/৬২-৬৪)* সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'এটা হচ্ছে উত্তম স্বপ্ন। যা মুসলিম দেখে অথবা তাকে দেখানো হয়'।[১৮৮] অনুরূপ একটি বর্ণনা আতা ইবনু ইয়াসার হতে এসেছে।[১৮৯]

অন্যত্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَــتِ الْمُبَــشِّرَاتُ. 'নবুওয়াত চলে গেছে, সুসংবাদ অবশিষ্ট আছে'।[১৯০]

---

১৮৮. ইবনু মাজাহ হা/৪০৩১; তিরমিযী হা/২২৭৫, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৮৬।
১৮৯. তিরমিযী হা/২২৭৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৯৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৮৬।
১৯০. ইবনু মাজাহ হা/৩৮৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৪৩৯।

সুসংবাদের ব্যাখ্যায় হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلاَ رَسُوْلَ بَعْدِىْ وَلاَ نَبِىَّ. قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ لَكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ وَهِىَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ.

'রেসালাত ও নবুওয়াত বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং আমার পরে কোন রাসূল নেই, কোন নবীও নেই। রাবী বলেন, এতে মানুষের মন ভেঙ্গে গেল। অতঃপর তিনি বলেন, সুসংবাদ বাকী আছে। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, সুসংবাদ কি হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম? তিনি বললেন, মুসলিমদের স্বপ্ন। এটা নবুওয়াতের অংশগুলির একটা অংশ'।[১৯১] অন্য হাদীছে এসেছে, আবু যর গিফারী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলা হলো, أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ. অর্থাৎ ঐ লোকটির ব্যাপারে আপনার অভিমত কি, যে ভাল কাজ করে এবং তার জন্য মানুষ তার প্রশংসা করে? তিনি বললেন, 'ওটাই দুনিয়াতে মুমিনের সুসংবাদ'।[১৯২]

আল্লাহ আরো বলেন, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ 'তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও' *(হা-মীম সাজদা ৪১/৩০)*।

আল্লাহ মুত্তাক্বীদের জন্য যে সুসংবাদ দিয়েছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে- **(ক)** তাদের পরকালীন জীবন হবে ভয়-ভীতিহীন, দুশ্চিন্তামুক্ত। ইহকালীন ও পরকালীন জীবন হবে সুন্দর ও সুখময় *(ইউনুস ১০/৬২-৬৪)*। **(খ)** তাদের জন্য পরকালীন জীবনে রয়েছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি *(মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)*। **(গ)** তাদের জন্য পরকালীন জীবনে রয়েছে মহা সুখের স্থান জান্নাত *(কলাম ৬৮/৩৪)*।

৯. শত্রুদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা :

তাক্বওয়াশীল মানুষকে সকল প্রতিকূলতা ও শত্রুদের কূটকৌশল, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থেকে মহান আল্লাহ হেফাযত করেন। তিনি বলেন, وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لاَ

---

১৯১. তিরমিযী হা/২২৭২, সনদ ছহীহ।
১৯২. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৭।

يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ 'তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাক্বী হও, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন' *(আলে ইমরান ৩/১২০)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভের পথ আল্লাহ তাদেরকে প্রদর্শন করেন। ধৈর্য ধারণ, তাক্বওয়া অবলম্বন ও আল্লাহর উপরে নির্ভরশীল হওয়ার মাধ্যমে পাপিষ্ঠদের ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ থাকার পথ দেখান। মূলত তিনি শত্রুদের পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি ব্যতীত মুত্তাক্বীদের উপরে কারো কোন শক্তি নেই। তিনি যা চান, তাই সংঘটিত হয় এবং যা চান না তা হয় না।[১৯৩]

আল্লামা যামাখশারী বলেন, যদি তোমরা তাদের শত্রুদের উপরে ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ বিষয়ের ব্যাপারে তাক্বওয়া অবলম্বন কর অথবা তোমরা যদি দ্বীনের কর্তব্য পালনের কষ্ট-ক্লেশে ধৈর্য ধারণ কর এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় পরিহারে তাক্বওয়া অবলম্বন কর; আর তোমরা আল্লাহর তত্ত্বাবধানে রয়েছ, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[১৯৪]

১০. আল্লাহর সহায়তায় দুর্বল সন্তানদের হেফাযত :

মহান আল্লাহ তাক্বওয়াশীলদের রেখে যাওয়া দুর্বল সন্তানদের হেফাযত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا 'তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছেড়ে গেলে তার ও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সঙ্গত কথা বলে' *(নিসা ৪/৯)*।

আল-কাসেমী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতে এই নির্দেশনা রয়েছে যে, যারা তাদের দুর্বল সন্তানদের ছেড়ে যেতে আশংকা করে, তারা যেন সর্বক্ষেত্রে তাক্বওয়া অবলম্বন করে। যাতে আল্লাহ তাদের সন্তানদের রক্ষা করবেন এবং তাদের আশ্রয় প্রদান করবেন। আর এর মধ্যে এই হুমকি রয়েছে যে, তাক্বওয়াহীন হলে তাদের বংশধরদের ধ্বংস করা হবে। এতে আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, মূলের তাক্বওয়া শাখা-প্রশাখার সুরক্ষা। আর সৎকর্মশীলগণ তাদের (সৎকর্মের মাধ্যমে) দুর্বল উত্তরসূরীদের রক্ষা করেন।[১৯৫] যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ

---

১৯৩. ইবনু কাছীর, আল-কুরআনুল আযীম, ২/১০৯।
১৯৪. ড. আহমাদ ফরীদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ৫২।
১৯৫. আলী মুহাম্মাদ আছ-ছা'লাবী, ফিকহুন নাছর ওয়াত তামকীন ফিল কুরআন, পৃঃ ২৪৪।

يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحًا ‘আর ঐ প্রাচীরটি, এটা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, এর নিম্নদেশে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ’ *(কাহফ ১৮/৮২)*। সুতরাং ঐ দুই বালককে ও তাদের সম্পদকে রক্ষা করেছে তাদের পিতার সৎকর্ম।

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির বলেন, সৎকর্মশীল ব্যক্তির সন্তান, তাঁর সন্তানের সন্তান, তার গ্রামের লোকজন এবং তার সমসাময়িক ও পার্শ্ববর্তী লোকদের জন্যও থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী।[১৯৬]

১১. তাক্বওয়া আমল কবুল হওয়ার মাধ্যম, যা দ্বারা বান্দা ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্য লাভ করে :

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করলেই কেবল আল্লাহ আমলে ছালেহ কবুল করেন। তাক্বওয়াহীন মানুষের আমল আল্লাহ কবুল করেন না। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ‘আল্লাহ মুত্তাক্বীদের নিকট থেকে কবুল করেন’ *(মায়েদাহ ৫/২৭)*। আর তাক্বওয়াশীলরাই পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণ ও সফলতা অর্জনের মাধ্যমে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়।

১২. পার্থিব জীবনের আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় :

আল্লাহভীতি অর্জন করলে দুনিয়াবী আযাব-গযব তথা শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ছামূদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ، وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ‘আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমরা তাদেরকে পথ-নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানল তাদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ। আমরা উদ্ধার করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত’ *(হামীম আস-সাজদা ৪১/১৭-১৮)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবুল আলিয়া, সাঈদ ইবনু জুবাইর, কাতাদাহ, সুদ্দী, ইবনু যায়েদ প্রমুখ বলেন, আমরা তাদের জন্য তাদের নবী ছালেহ আলাইহিস সালাম-এর যবানীতে হক বর্ণনা করেছিলাম এবং তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা বিরোধিতা করল, তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং আল্লাহর উটনীকে হত্যা করল। যা তিনি নবীর সত্যতার প্রমাণে নিদর্শন স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। ‘ফলে তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র আঘাত হানল

---

১৯৬. ড. আহমাদ ফরীদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ৫৩।

তাদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৭)*, তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও অস্বীকার করার দরুন। 'আর আমরা রক্ষা করলাম তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করেছিল'*(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৮)*। অর্থাৎ তাদের পরে উল্লিখিতদের কোন অনিষ্ট স্পর্শ করেনি এবং তারা কোন ক্ষতির শিকার হয়নি। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের নবী ছালেহ আলাইহিস সালাম -এর সাথে রক্ষা করেছেন তাদের ঈমান ও আল্লাহভীতির কারণে।[১৯৭]

খ. বিলম্বিত ফলাফল :

তাক্বওয়ার বিলম্বিত বা পরকালীন ফলাফলও অনেক। যা মুমিনের সতত চাওয়া ও পাওয়া। এর মাধ্যমেই মুমিন পরকালীন জীবনে জাহান্নাম থেকে নাজাত লাভ করবে এবং জান্নাত পেয়ে ধন্য হবে। পার্থিব জীবনের সকল ইবাদত-বন্দেগীর উদ্দেশ্য এটাই। এখানে পরকালীন জীবনে তাক্বওয়ার কতিপয় ফলাফল উল্লেখ করা হলো।-

১. পাপ মোচন হওয়া ও অশেষ ছওয়াব লাভ :

তাক্বওয়া অবলম্বন করলে কৃত গোনাহ সমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন এবং দান করেন অশেষ ছওয়াব। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا 'আল্লাহকে যে ভয় করে, তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দিবেন মহাপুরস্কার' *(তালাক ৬৫/৫)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, তাদের থেকে দূর করা হবে ভয়-ভীতি এবং নগণ্য আমলের বিনিময়ে অশেষ ছওয়াব দান করা হবে'।[১৯৮]

ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তাঁর অবাধ্যতা ও গোনাহ পরিত্যাগ এবং তাঁর নির্দেশিত ফরয বিধান পালনের মাধ্যমে, আল্লাহ তার পাপাচার ও মন্দকর্মের গোনাহ ক্ষমা করে দেন। তাকে দান করেন মহাপুরস্কার। ইবনু জারীর আরো বলেন, ঐ ব্যক্তিকে তার কর্মের অগণিত পুরস্কার দেওয়া হয় তার তাক্বওয়ার কারণে। আর তার মহাপুরস্কার হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ করা। অতঃপর সেখানে চিরস্থায়ী হওয়া।[১৯৯]

আল্লাহ আরো বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ 'কিতাবধারীরা যদি ঈমান আনত ও ভয় করত তাহলে তাদের পাপসমূহ অপনোদন করতাম এবং তাদেরকে সুখদায়ক জান্নাতে দাখিল করতাম' *(মায়েদাহ ৫/৬৫)*।

---

১৯৭. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭/১৬৯ পৃঃ, সূরা হা-মীম সাজদাহ ১৭-১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
১৯৮. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/১৫২পৃঃ, সূরা তালাক্ব ৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
১৯৯. জামেউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৯৩।

আর জাহান্নামে প্রবেশের পর মুত্তাক্বী ব্যতীত কেউ তা থেকে বের হয় না। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّـــالِمِيْنَ فِيْهَـــا جِثِيًّـــا ‘আর তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তক্বীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব’ *(মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)*।

২. ক্বিয়ামতের দিন সৃষ্টির উপরে মর্যাদায় শীর্ষস্থান লাভ করা :

হাশরের মাঠে সমবেত সকল সৃষ্টির মধ্যে মুত্তাক্বীরাই হবেন সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَـــةِ ‘যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত। তারা মুমিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে; অথচ যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে কিয়ামতের দিন তারা তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/২১২)*। আল্লামা রাগেব ইছফাহানী বলেন, শীর্ষস্থান লাভের দু’টি দিক হতে পারে। (১) দুনিয়াতে কাফিরদের যে অবস্থা ছিল, পরকালে মুমিনদের অবস্থা হবে তার শীর্ষে। (২) মুমিনরা পরকালে থাকবে (জান্নাতের) প্রকোষ্ঠে এবং কাফিররা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।[২০০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُـــمْ ‘এইভাবে প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি’ *(আন‘আম ৬/১০৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ، وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ‘যারা অপরাধী তারা তো মুমিনদেরকে উপহাস করত এবং তারা যখন মুমিনদের নিকট দিয়ে যেত তখন চক্ষু টিপে ইশারা করত’ *(মুতাফফিফীন ৮৩/২৯-৩০)*।

পরকালে কাফিরদের প্রতি মুমিনদের আচরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ، عَلَى الْأَرَائِـــكِ يَنْظُـــرُوْنَ– ‘আজ মুমিনগণ উপহাস করছে কাফিরদেরকে, সুসজ্জিত আসন হতে তাদেরকে অবলোকন করে’ *(মুতাফফিফীন ৮৩/৩৪-৩৫)*।

---

২০০. মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন কাসেমী, মুহাসিনুত তাবীল, সূরা বাক্বারাহ ২১২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

৩. জান্নাতের অধিকারী হওয়া :

তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিরাই জান্নাতের অধিকারী হয়। মহান আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا 'এই সেই জান্নাত, যার অধিকারী করব আমাদের বান্দাদের মধ্যে মুত্তাক্বীদেরকে' *(মারিয়াম ১৯/৬৩)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যামাখশারী বলেন, তাক্বওয়াশীলের জন্য আমরা জান্নাত অবশিষ্ট রাখব, যেমন উত্তরাধিকারীর জন্য পরিত্যক্ত সম্পদ বাকী থাকে। আর ক্বিয়ামতের দিন মুত্তাক্বীরা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে, যাদের আমল বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু ফলাফল বাকী রয়েছে। আর সেটা হচ্ছে জান্নাত। সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ করলে তারা তার অধিকারী হয় যেমন উত্তরাধিকারীরা মৃতের সম্পদের অধিকারী হয়।[২০১]

আল্লাহ আরো বলেন, وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ 'তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাক্বীদের জন্য' *(আল-ইমরান ৩/১৩৩)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ 'মুত্তাক্বীদের জন্য অবশ্যই রয়েছে ভোগবিলাসপূর্ণ জান্নাত তাদের প্রতিপালকের নিকট' *(কালাম ৬৮/৩৪)*।

৪. তারা পদব্রজে নয়, সওয়ার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে :

জান্নাত মুত্তাক্বীদের নিকটবর্তী করা হবে এমতাবস্থায় যে, তাদেরকে সালাম দেওয়া হবে এবং তাদের থেকে কষ্ট দূরীভূত করার লক্ষ্যে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ 'আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে, মুত্তাক্বীদের কোন দূরত্ব থাকবে না' *(কাফ ৫০/৩১)*। তিনি আরো বলেন, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِـــيْنَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا 'যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাক্বীদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব' *(মারিয়াম ১৯/৮৫)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তাঁর বন্ধু মুত্তাক্বীদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, যারা তাঁকে দুনিয়াতে ভয় করেছে, তাঁর রাসূলের অনুসরণ করেছে, তার প্রদত্ত সংবাদকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে, তার নির্দেশ পালন করেছে এবং

---

২০১. যামাখশারী, আল-কাশশাফ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০২, সূরা মারিয়াম ৬৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

তার নিষিদ্ধ বিষয়কে পরিত্যাগ করেছে। আল্লাহ তাদেরকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন দলে দলে। যারা সওয়ার হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হবে।[২০২]

৫. তারা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর ও সর্বোত্তম নে'আমত লাভ করবে :

তাক্বওয়াশীলরা জান্নাতে শীর্ষস্থান, উচ্চ মর্যাদা ও সর্বোত্তম নে'আমত লাভ করবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا 'মুত্তাক্বীদের জন্য রয়েছে সাফল্য' *(নাবা ৭৮/৩১)*। তিনি আরো বলেন, هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَآبٍ 'এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা, মুত্তাক্বীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস' *(ছোয়াদ ৩৮/৪৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ، مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَشَرَابٍ، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، هَذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ 'চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের জন্য উন্মুক্ত যার দ্বার। সেথায় তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেথায় তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে এবং তাদের পার্শ্বে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা তরুণীগণ। এটাই হিসাব দিবসের জন্য তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। এটাই আমার দেয়া রিযক যা নিঃশেষ হবে না' *(ছোয়াদ ৩৮/৫০-৫৪)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّاتٍ وَّنَهَرٍ، فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ 'মুত্তাক্বীরা থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে। যোগ্য আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে' *(ক্বামার ৫৪/৫৪-৫৫)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَزُخْرُفًا وَّإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ 'মুত্তাক্বীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে আখিরাতের কল্যাণ' *(যুখরুফ ৪৩/৩৫)*।

তিনি আরো বলেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ 'এটা আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্য' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

মুত্তাক্বীদের অবস্থানস্থলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا خَيْرًا لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ

২০২. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৩, সূরা মারিয়াম ৮৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

اَلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ 'আর যারা মুত্তাক্বী ছিল তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছিলেন? তারা বলবে, মহাকল্যাণ। যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে এই দুনিয়ার মঙ্গল এবং আখিরাতের আবাস আরও উৎকৃষ্ট এবং মুত্তাক্বীদের আবাসস্থল কত উত্তম'! *(নাহ্‌ল ১৬/৩০)*।

৬. তাক্বওয়া শত্রু-মিত্রকে একত্রিত করে :

আল্লাহ বলেন, اَلْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ 'বন্ধুরা সেই দিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, তবে মুত্তাক্বীরা ব্যতীত' *(যুখরুফ ৪৩/৬৭)*। যামাখশারী বলেন, সেই দিন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতীত ভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থাপিত সকল বন্ধন ছিন্ন হবে এবং তা শত্রুতায় রূপ নেবে। তবে যারা আল্লাহর রেযামান্দির লক্ষ্যে বন্ধুত্ব করবে তা অবশিষ্ট থাকবে। এটাই স্থায়ী হবে, যখন এসব বন্ধুরা আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা ও তাঁর জন্য শত্রুতা পোষণ করার ছওয়াব প্রত্যক্ষ করবে।[২০৩]

আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ، اُدْخُلُوْهَا بِسَلاَمٍ آمِنِيْنَ، وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِيْنَ 'মুত্তাক্বীরা থাকবে প্রস্রবণ-বহুল জান্নাতে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ কর। আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব, তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে' *(হিজর ১৫/৪৫-৪৭)*।

৭. মুত্তাক্বীরা দলে দলে জান্নাতে প্রবেশ করবে :

আল্লাহভীরুগণ সংশ্লিষ্ট দলের সাথে একত্রিত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বলেন, وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ 'যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে ও এর দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি 'সালাম' তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য' *(যুমার ৩৯/৭৩)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এটা হচ্ছে সৌভাগ্যবান মুমিনদের সম্পর্কে সংবাদ, যখন তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার স্তরের দিকে অগ্রসর হবে। অর্থাৎ

---

২০৩. আল-কাশশাফ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৬৫, সূরা যুখরুফ ৬৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

দলবদ্ধভাবে জান্নাতের দিকে। দলে দলে বলতে নৈকট্যশীলদের দল, অতঃপর পুণ্যবানদের দল। অতঃপর তাদের নিকটতর সকল দল। অর্থাৎ নবীগণের সাথে নবীগণ, সত্যপরায়ণদের সাথে তাদের সমগোত্রীয়গণ, শহীদদের সাথে তাদের সমপর্যায়ের লোক, ওলামায়ে কেরামের সাথে তাদের নিকটবর্তীগণ, অনুরূপভাবে প্রত্যেক দলের সাথে তাদের সমপর্যায়ভুক্তরা দলবদ্ধ হয়ে।[২০৪]

কুরতুবী (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, শহীদ, সাধক-তাপস, ওলামায়ে কেরাম ও কারী প্রমুখের মধ্যে যারা আল্লাহভীতি অর্জন করেছে এবং আল্লাহর আনুগত্য করেছে (তারা সংশ্লিষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত হবে)।[২০৫]

তাক্বওয়া বিরোধী কতিপয় কর্মকাণ্ড

তাক্বওয়া পরিপন্থী অনেক আমল মানুষ করে থাকে। ইসলামের মৌলিক পাঁচটি ফরয প্রতিপালন করার পাশাপাশি এমন অনেক কাজ মানুষ সম্পাদন করে, যাতে তার তাক্বওয়ার ঘাটতি পরিদৃষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে তার তাক্বওয়াহীনতাই প্রমাণিত হয়। এই কর্মকাণ্ডের কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো।-

১. আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর বিরোধিতা : আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেসব বিধান দিয়েছেন, তার বিরোধিতা করা। যেমন ছালাত-ছিয়াম, যাকাত-হজ্জ আদায় না করা এবং যেনা-ব্যভিচার, পর্দাহীনতা, মিথ্যাচারসহ বিভিন্ন পাপাচারে নিমজ্জিত থাকা। আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মতে বিচার-ফায়ছালা না করা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষয়িক ব্যাপারের নামে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ ছেড়ে বিজাতীয় আদর্শ অনুযায়ী ক্ষমতা লাভের তৎপরতা ও রাষ্ট্র পরিচালনার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

৪. ইবাদত-বন্দেগীতে শিথিলতা : আল্লাহ মানুষকে কেবল তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫৬)*।। কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনের নানা কর্মকাণ্ডে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, ইবাদতে সময় ব্যয় করার মত কোন সুযোগ তার থাকে না। কখনও কখনও ছালাত-ছিয়াম আদায় করলেও তা উদাসীনভাবে করে কিংবা একে আবশ্যক মনে করে না। এটা তাক্বওয়াহীনতার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ।

৫. হারাম-হালাল বাছ-বিচার না করা : কোন কোন মানুষ নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবন ও বৈষয়িক জীবনকে আলাদা মনে করে। এজন্য আয়-রোজগারে হালাল-হারাম বাছ-বিচার করে না। সুদ-ঘুষ, মুনাফাখোরী, মজুদদারী, ধোঁকা-প্রবঞ্চনাসহ নানা অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে সম্পদ বৃদ্ধি করে। তাদের মানসিকতা যেন এমন যে, ইহকালের বিষয় এখন ভাবি; আর পরকালীন বিষয় পরে ভাবা

---

২০৪. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯, সূরা যুমার ৭৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
২০৫. ইমাম কুরতুবী, আল-জামে' লিআহকামিল কুরআন, ১৪/২৮৪ পৃঃ, সূরা যুমার ৭৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

যাবে। তাদের কাছে পার্থিব জীবনই মুখ্য, পরকালীন বিষয় নিতান্তই গৌন। এ ধরনের আচরণ আল্লাহভীতির পরিপন্থী।

৬. অপরের অধিকার পূর্ণ না করা : সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা অপরের অধিকারের ব্যাপারে উদাসীন। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যের হকের প্রতি তারা ভ্রুক্ষেপ করে না। আবার উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করে, তাদের মধ্যে কোন একজনকে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত সম্পদ দান করার মত হীন কাজও করে থাকে। এমনকি এতে কোন কোন সময় নিজের ঔরসজাত সন্তানও যুলুমের শিকার হয়। এ ধরনের কাজ তাক্বওয়ার খেলাফ।

৭. আমানতদারিতার অভাব : আমানত রক্ষা করা ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছে যাদের নিকটে কোন কিছু গচ্ছিত রাখলে, তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে না। সম্পদের ক্ষেত্রে যেমন আমানত করে না, তেমনি মানুষের গোপনীয়তাও রক্ষা করে না। অথচ সম্পদের ক্ষেত্রে যেমন আমানত ভঙ্গ হয়, গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়াতেও তেমনি আমানতের খেয়ানত হয়। এ ধরনের কর্মাকাণ্ডে আমানত রক্ষা রা করা তাক্বওয়াহীনতার পরিচায়ক।

৮. দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ না করা : মানুষের হাত ও মুখ দ্বারা অন্য মানুষ নানাভাবে অত্যাচারিত হয়। আবার মুখ দ্বারা মিথ্যাচার করা হয়। আর লজ্জাস্থান দ্বারা যেনা-ব্যভিচার সংঘটিত হয়। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে মাটির মানুষ পরিণত হয় সোনার মানুষে। তাক্বওয়াশীলদের পক্ষেই কেবল এই অঙ্গগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই অঙ্গের যথেচ্ছা ব্যবহার তাক্বওয়া পরিপন্থী কাজ। উল্লেখ্য যে, মুখ দ্বারা মিথ্যাচারের পাশাপাশি অনেকে আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নামে যাচ্ছে তাই বর্ণনা করে, যা তাঁরা বলেননি। এসব কর্মের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এটা কোন আল্লাহভীরু ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।

৯. আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি মিথ্যারোপ : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা বলেননি, তাঁদের নামে তা বলা, তাঁদের হারামকৃত বস্তুকে হালাল বলা এবং তাঁদের হালালকৃত বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি মিথ্যারোপের শামিল। এক শ্রেণীর আলেম আছেন, যারা নিজেদের স্বার্থে কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করেন; কোন কোন সময় নিজেদের মনগড়া কথাকে রাসূলের কথা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এসবই আল্লাহ ও রাসূলের উপরে মিথ্যারোপের নামান্তর। এসকল কাজ যেমন তাক্বওয়া পরিপন্থী; তেমনি রাসূলের হাদীছ জেনে প্রচার না করা এবং তার উপরে আমল না করাও তাক্বওয়ার খেলাফ কাজ। এহেন জঘন্য কাজ থেকে সবাইকে সর্বোতভাবে বিরত থাকতে হবে।

১০. হিংসা-বিদ্বেষ : হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা মানব চরিত্রের দুষ্ট ক্ষতের ন্যায়। কোন মানুষের মধ্যে এই ধরনের দোষ থাকলে সে অন্যের দুঃখে আনন্দিত এবং পরের সুখে ব্যথিত হয়। যা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। এগুলি কারো মাঝে থাকলে সে জীবনে শান্তি লাভ করতে পারে না। অপরের কল্যাণে সে জ্বলে-পুড়ে মরে। কোন কোন সময় সে মানুষের অকল্যাণ চিন্তা করে। এ ধরনের কাজ আল্লাহভীরুতার পরিচায়ক নয়। তাক্বওয়ার দাবী হচ্ছে উল্লিখিত বিষয়গুলি থেকে সর্বোতভাবে বিরত থাকা।

১১. অহংকার ও আত্মম্ভরিতা : অহংকার ও আত্মম্ভরিতা এমন বিষয় যার কারণে মানুষ নিজেকে বড় বলে জ্ঞান করে ও অন্যকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট ভাবে। এ ধরনের মানুষ অন্যদের সাথে মিশতে দ্বিধা করে। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য সে হয় সচেষ্ট ও মরিয়া। গর্ব ও অহংকারে তাদের পা যেন মাটি স্পর্শ করে না। এ ধরনের কাজ শুধু তাক্বওয়া বিরোধীই নয়; বরং মুমিনের বৈশিষ্ট্য পরিপন্থী। আল্লাহভীতির দাবী হচ্ছে নিজেকে আদমের সন্তান হিসাবে বিনয়ী ও নিরহংকার হিসাবে গড়ে তোলা।

২. শিরক-বিদ‘আতে লিপ্ত থাকা : আল্লাহ মানুষকে শিরক থেকে সর্বোতভাবে বিরত থাকতে আদেশ দিয়েছেন। এরপরও মানুষ ভক্তির আতিশয্যে অনেককে আল্লাহর স্তরে পৌঁছে দিয়ে তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে বসে। মাযারপুজা, কবরপুজাসহ হাজারো শিরকে লিপ্ত হয়। পীর বাবার কাছে রোগ-শোক, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি চাওয়া, সন্তান ও সম্পদ প্রার্থনা করা, পরকালীন মুক্তির জন্য অসীলা হিসাবে গ্রহণ করা জঘন্য শিরক। এর কারণে মানুষের জীবনের সমস্ত সৎ আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। তওবা না করে মারা গেলে শিরককারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। তাই এটা তাক্বওয়া বিরোধী কাজ। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

মানুষের আমল কবুল হওয়ার জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত হলো তা রাসূলের তরীকায় সম্পন্ন হতে হবে। রাসূলের তরীকায় না হলে তা হবে বিদ‘আত। এই বিদ‘আতের কারণে মানুষ পরকালে রাসূলের শাফা‘আত থেকে বঞ্চিত হবে। নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের অতল গহ্বরে। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যা করতে বলেছেন, তা না করা এবং যা করতে বলেননি তা করা তাঁর সাথে বেয়াদবী ও চরম ধৃষ্টতার শামিল। এ ধরনের কাজ তাক্বওয়ার পরিচায়ক নয়।

৩. কুফর ও নিফাকে লিপ্ত থাকা : আল্লাহ ও রাসূলের বিধানকে প্রত্যাখ্যান করা কুফরী। অনুরূপভাবে আল্লাহ ও রাসূলের বিধানকে পাশ কাটিয়ে বৃহত্তর স্বার্থের দোহাই দিয়ে ভিন্নপথ অবলম্বন করাও কুফরীর শামিল। এটা আল্লাহভীতির

বিপরীত কাজ। আবার মুখে এক কথা এবং কাজে ভিন্নতা থাকা নেফাকী বা কপটতার পরিচায়ক। এটা তাক্বওয়া বিরোধী কাজ। পক্ষান্তরে কথা ও কাজে মিল থাকা মুত্তাক্বী মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

উল্লেখিত বিষয়গুলো তাক্বওয়াহীনতার কতিপয় নমুনামাত্র। এছাড়া আরো অনেক বিষয় আছে যা দেখে মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি না থাকার বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আল্লাহ এহেন কর্মকাণ্ড থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

আল্লাহভীরুগণের দৃষ্টান্ত

(ক) নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর দৃষ্টান্ত :

নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাক্বওয়ার মূর্তপ্রতীক। মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক তাক্বওয়ার অধিকারী ছিলেন তিনি। এক হাদীছে তিনি বলেন, وَاللهِ إِنِّىْ لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ 'আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু এবং সর্বাপেক্ষা মুত্তাক্বী'।[২০৬] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, فَوَاللهِ إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُوْدِهِ 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং তাঁর নির্ধারিত সীমার অধিক সংরক্ষক'।[২০৭]

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পূর্বাপর গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তথাপি রাত্রি জেগে জেগে ইবাদত করতেন। ছালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করতেন। এ সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ-

(١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيْقُوْنَ قَالُوْا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِيْ وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا-

(২) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা)হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছাহাবীদের যখন কোন কাজের নির্দেশ দিতেন, তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দেশ দিতেন। একবার তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমরা তো আপনার মত নই। আল্লাহ

---

২০৬. বুখারী হা/৫০৬৩; মিশকাত হা/১৪৫।
২০৭. আহমাদ হা/২৪৭০৭; ইরওয়াউল গালীল হা/২০১৫-এর আলোচনা দ্রঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৮২-এর আলোচনা দ্রঃ।

তা'আলা আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ কথা শুনে তিনি রাগ করলেন, এমনকি তাঁর মুখমণ্ডলে রাগের চিহ্ন ফুটে উঠল। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমাদের চেয়ে আমিই আল্লাহকে অধিক ভয় করি ও আল্লাহ সম্পর্কে বেশী জানি'।[২০৮]

(٢) عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِىْ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَلْ هَذِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَا وَاللهِ إِنِّىْ لأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ-

(২) ওমর ইবনু আবু সালমা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, ছাওম পালনকারী ব্যক্তি চুম্বন করতে পারে কি? তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, কথাটি উম্মু সালমাকে জিজ্ঞেস কর। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ করেন। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সমুদয় গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'শোন, আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক ভয় করি'।[২০৯]

(٣) عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَفْتِيْهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُوْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُوْمُ. فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ وَاللهِ إِنِّىْ لأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِى.

(৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ফৎওয়া জিজ্ঞেস করার জন্য নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে আসল। এ সময় তিনি দরজার পিছন থেকে কথাগুলো শুনছিলেন। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! জানাবাতের (অপবিত্র) অবস্থায় আমার ফজরের সময় হয়ে যায়, এমতাবস্থায় আমি ছিয়াম পালন করতে পারি কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, জানাবাতের অবস্থায় আমারও ফজরের ছালাতের সময় হয়ে যায়, আমি তো ছিয়াম পালন করি। এরপর লোকটি

---

২০৮. বুখারী হা/২০।
২০৯. মুসলিম হা/১১০৮ 'ছিয়াম' অধ্যায়।

বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি তো আমাদের মত নন। আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বাপর সমুদয় গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আশা করি, তোমাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করি এবং আমি অধিক অবগত ঐ বিষয় সম্পর্কে যা থেকে আমার বিরত থাকা আবশ্যক'।[২১০]

এসব হাদীছে আল্লাহভীতি সম্পর্কে রাসূলের স্বীকৃতির বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর আমল থেকেও তাঁর সর্বাধিক তাক্বওয়াশীল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। যেমন-

(١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلاَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.

(১) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রাতের ছালাত আদায় করতেন, এমনকি তাঁর দু'পা ফুলে যেত। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি এত (ইবাদত) করেন? অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বাপর গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, হে আয়েশা! 'আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না'?[২১১] অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا 'আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পসন্দ করব না'?[২১২]

(২) জাসরা বিনতু দাজাজাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا وَالآيَةُ (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ- অর্থাৎ আমি আবু যার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে বলেন, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাতে দাঁড়িয়ে ভোর হওয়া পর্যন্ত একটি আয়াত বার বার তেলাওয়াত করতে থাকেন, إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 'আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর আপনি যদি ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' *(মায়েদা ৫/১১৮)*।[২১৩]

---

২১০. মুসলিম হা/১১১০ 'ছিয়াম' অধ্যায়; আবু দাউদ হা/২৩৯১।
২১১. বুখারী হা/৪৮৩৬; মুসলিম হা/২৮২০ 'অধিক আমল করা' অনুচ্ছেদ।
২১২. বুখারী হা/৪৮৩৭।
২১৩. ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০; নাসাঈ হা/১০১৮; মিশকাত হা/১২০৫।

Contents

(৩) ছাবিত মুতাররফ হতে এবং তিনি স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে ছালাতরত অবস্থায় দেখেছি। কান্নার কারণে তাঁর বুকের মধ্য থেকে যাঁতা পেষার আওয়াজের মত আওয়াজ বের হতো।[২১৪]

(খ) ছাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত :

ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন অহী নাযিলের সমসাময়িক। সে সময়ের অনেক ঘটনা ও প্রেক্ষাপটে প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে দ্বীন শিখেছেন। দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় তাঁরা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে সরাসরি জেনেছেন। জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর-নাশর, কবর-কিয়ামত প্রভৃতির বিবরণ অবহিত হয়েছেন। তাই তাঁরা ছিলেন অতুলনীয় আল্লাহভীরু। তাঁদের তাক্বওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাস হয়ে আছে। এখানে দু'একজনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো।-

(১) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর একজন গোলাম ছিল। তিনি তার জন্য রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি তার রাজস্ব হতে খেতেন। একদিন সে কিছু সম্পদ নিয়ে আসে এবং তিনি সেখান হতে কিছু খান। তখন গোলাম তাঁকে বলল, আপনি এ খাদ্য সম্পর্কে কি জানেন? তিনি বললেন, এ কেমন খাদ্য? গোলাম বলল, আমি জাহেলী যুগে গণকী করতাম। আমি মানুষকে ধোঁকা দিতাম। ঐ সময়ের এক লোকের সাথে দেখা হলে সে আমাকে এ খাদ্য প্রদান করে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেন, তখন আবু বকর ছিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বমন করে সব বের করে দিলেন'।[২১৫]

(২) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর অসুখের সময় বললেন, 'তোমরা আবু বকরকে বল লোকদের নিয়ে তিনি যেন ছালাত আদায় করেন'। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, আবু বকর যদি আপনার জায়গায় দাঁড়ান তাহলে কান্নার কারণে মানুষকে তাঁর আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। কাজেই আপনি ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে আদেশ করুন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করেন। তিনি আবার বললেন, 'তোমরা আবু বকরকে বল, লোকদের নিয়ে তিনি যেন ছালাত আদায় করেন'। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেন, আমি হাফছাকে বললাম, তুমি বল যে, আবু বকর আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কান্নার কারণে মানুষকে তার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। কাজেই আপনি ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে আদেশ করুন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করেন। হাফছাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) তাই করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরাতো ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম-এর মহিলাদের মত (যারা তাঁকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল)। আবু

---

২১৪. *আবু দাউদ হা/৯০৪; মিশকাত হা/১০০০; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৪৪।*

২১৫. *বুখারী হা/৩৮৪২; মিশকাত হা/২৭৮৬।*

বকরকে বল লোকদের নিয়ে তিনি যেন ছালাত আদায় করেন'। তখন হাফছাহ আয়েশাকে বললেন, আমি আপনার নিকট হতে কখনোই কল্যাণ পাইনি।[২১৬]

(৩) আবূ বুরদাহ ইবনু আবূ মূসা আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু আমাকে বললেন, তুমি কি জান আমার পিতা তোমার পিতাকে কি বলেছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার পিতা তোমার পিতাকে বলেছিলেন, হে আবূ মূসা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাঁর সঙ্গে হিজরত করেছি, তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেছি এবং তাঁর জীবদ্দশায় করা আমাদের প্রতিটি আমল যা করেছি, তা আমাদের জন্য সঞ্চিত থাকুক। তাঁর মৃত্যুর পর, আমরা যেসব আমল করেছি, তা আমাদের জন্য সমান সমান হোক। তখন তোমার পিতা আবু মূসা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, না। কেননা আল্লাহর কসম! আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পর জিহাদ করেছি, ছালাত আদায় করেছি, ছিয়াম পালন করেছি এবং বহু নেক আমল করেছি। আমাদের হাতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমরা এসব কাজের ছওয়াবের আশা রাখি। তখন আমার পিতা (ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বললেন, কিন্তু ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে ওমরের প্রাণ! আমি এতেই সন্তুষ্ট যে, (পূর্বের আমল) আমাদের জন্য সঞ্চিত থাকুক আর তাঁর মৃত্যুর পর আমরা যেসব আমল করেছি তা হতে যেন আমরা রেহাই পাই সমান সমানভাবে। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই তোমার পিতা আমার পিতা হতে উত্তম।[২১৭]

(৪) হানযালা ইবনু রুবাই আল-উসাইদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর দরবার অভিমুখে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমার সাথে আবুবকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, কি হয়েছে হানযালা? আমি বললাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! বল কি হানযালা? আমি বললাম, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থাকি, তিনি আমাদের জান্নাত ও জাহান্নাম স্মরণ করিয়ে দেন, তখন যেন সেগুলো আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাই। কিন্তু আমরা যখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসি এবং স্ত্রী-সন্তান ও ক্ষেত-খামারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, সেসবের অনেক কিছুই ভুলে যাই। তখন আবুবকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমরাও এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হই। অতঃপর আমি ও আবুবকর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গেলাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে বললেন, তোমার কি হয়েছে হানযালা! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ

---

২১৬. বুখারী হা/৭৩০৩।
২১৭. বুখারী হা/৩৯১৫।

ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কেমন কথা? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যখন আমরা আপনার নিকটে থাকি এবং আপনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখতে পাই। কিন্তু যখন আমরা আপনার নিকট থেকে বের হয়ে আসি এবং স্ত্রী-সন্তান ও ক্ষেত-খামারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন সেসবের অনেক কিছুই ভুলে যাই। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, যদি তোমরা সর্বদা ঐরূপ থাকতে, যেরূপ আমার নিকট থাক এবং সর্বদা যিকির-আযকারে ডুবে থাকতে, নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানা ও রাস্তায় তোমাদের সাথে মুছাফাহা করতেন। কিন্তু কখনও ঐরূপ, কখনও এরূপ হবেই হে হানযালা! এটা তিনি তিনবার বললেন'।[২১৮]

(৫) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে বলল, আমি ক্বিয়ামতের দিন ডানদিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না। বরং আমি নৈকট্য লাভকারী পূর্বসূরীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু নিজের সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করে বললেন, তবে সেখানে একজন লোক আছে, সে আশা পোষণ করে যে, মৃত্যুর পরে যদি তাকে উত্থিত করা না হতো! অর্থাৎ তিনি নিজেকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ও কঠিন ভীতিকর সেই দিনের ভয়ে।[২১৯]

(৬) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে আল্লাহভীরুদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে ক্ষত হয়, চোখ ক্রন্দন করে। তারা বলেন, আমরা কিভাবে আনন্দিত হতে পারি অথচ মৃত্যু আমাদের পিছনে, কবর আমাদের সম্মুখে, ক্বিয়ামত আমাদের ঠিকানা, জাহান্নামের উপরে আমাদের রাস্তা (পুলছিরাত) এবং আল্লাহর সম্মুখে আমাদের অবস্থানস্থল।

(৭) আবু মূসা আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু একবার বছরায় জনসম্মুখে বক্তব্য দিলেন। তিনি ভাষণে জাহান্নামের কথা উল্লেখ করে কাঁদতে লাগলেন এমনকি তাঁর অশ্রু গড়িয়ে মিম্বরের উপরে পড়তে লাগল। মানুষেরাও সেদিন অত্যধিক কেঁদেছিল।

(৮) (ক) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু একদা সূরা মুত্বাফফিফীন পড়তে শুরু করলেন। যখন তিনি এ আয়াতে পৌঁছলেন, يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে' *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/৬)* তখন কাঁদতে শুরু করলেন। এমনকি তিনি পড়ে গেলেন এবং এর পরে আর পড়তে পারলেন না।[২২০]

---

২১৮. *মুসলিম হা/২৭৫০; তিরমিযী হা/২৫২৪; মিশকাত হা/২২৬৮।*
২১৯. আহমাদ ইবনু হাম্বল আশ-শায়বানী, আয-যুহদ, ১/১৫৯; ইবনুল কাইয়েম, আল-ফাওয়ায়েদ, ১/১৫৫।
২২০. আব্দুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম আল-লাহীদান, আল-বুকাউ ইনদা ক্বিরাআতিল কুরআন, ১/৭।

Contents

(খ) নাফে' রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন ইবনু ওমর এ আয়াত পড়তেন,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ–

'যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবার সময় কি আসেনি, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে? আর পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত যেন তারা না হয়- বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্ত র কঠিন হয়ে পড়েছিল' *(হাদীদ ৫৭/১৬)* তখন তিনি কাঁদতে শুরু করতেন, এমনকি ব্যাকুল হয়ে পড়তেন।[২২১]

(৯) তামীম আদ-দারী রাযিয়াল্লাহু আনহু এক রাতে সূরা জাছিয়া তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন। যখন তিনি এ আয়াতে পৌঁছলেন, أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ 'দুস্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমরা জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ'? *(জাছিয়া ৪৫/২১)* তখন তিনি এ আয়াত পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। এমনকি সকাল হয়ে গেল।[২২২]

(১০) হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যধিক কাঁদতেন। তাকে বলা হলো, আপনার কাঁদার কারণ কি? তিনি বললেন, আমি জানি না যে, আমি কি প্রেরণ করেছি। আমি আল্লাহর সন্তোষের উপরে আছি না-কি ক্রোধের মধ্যে আছি?

(গ) তাবেঈনে এযামের দৃষ্টান্ত :

(১) তাবেঈ সাঈদ ইবনু জুবায়ের একবার পূর্ণ রাত্রি একটি আয়াত বার বার তেলাওয়াত করে কাটালেন এবং কাঁদলেন। তিনি অত্যধিক ইবাদতগুযার মানুষ ছিলেন। তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করে পূর্ণ রাত্রি অতিবাহিত করেন, وَامْتَازُوا الْيَـــوْمَ أَيُّهَـــا الْمُجْرِمُـــوْنَ 'আর হে অপরাধীগণ! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও' *(ইয়াসীন ৩৬/৫৯)*।

(২) (ক) একদা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) সূরা তূর তেলাওয়াত করছিলেন। তিনি যখন এ আয়াতে পৌঁছলেন, إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ 'তোমার

২২১. তদেব।
২২২. শায়খ নাবীল আল-আওযী, খুত্বাব ওয়া মুহাযরাত, ৪৪/২।

প্রতিপালকের শাস্তিতো অবশ্যম্ভাবী' *(তূর ৫২/৭)* তখন অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। এমনকি তিনি অসুস্থ হয়ে কয়েকদিন বিছানায় শয্যাশয়ী থাকলেন।[২২৩]

(খ) অপর একটি বর্ণনায় আছে, একদা তিনি এ আয়াত إِذِ الْأَغْلَالُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُوْنَ، فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ 'যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে' *(গাফির/মুমিন ৪০/৭১-৭২)* বার বার তেলাওয়াত করতে করতে সকাল করে ফেললেন এবং সারা রাত কাঁদলেন।[২২৪]

(গ) ইবনু আবী যিব বলেন, ওমর ইবনু আব্দুল আযীযের সাক্ষাৎ লাভকারী জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলেন যে, তিনি মদীনার গভর্নর থাকাকালীন এক লোক তার নিকটে এ আয়াত তেলাওয়াত করল, وَإِذَا أُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا 'আর যখন তাদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় তার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে' *(ফুরকান ২৫/১৩)*। এসময় ওমর অঝোরে কাঁদতে শুরু করলেন, এমনকি তার কাপড় ভিজে গেল। তিনি তাঁর আসন থেকে উঠে গেলেন এবং গৃহে প্রবেশ করলেন ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেন।[২২৫]

(৩) সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইবনু সায়েব আত-তায়েফীর অশ্রু যেন শুকাতো না। সারাক্ষণ যেন তার অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকত। ছালাত আদায়কালে, বায়তুল্লাহর তওয়াফের সময় এবং কুরআন তেলাওয়াতের সময়ও কাঁদতেন। রাস্তায় তার সাথে সাক্ষাৎ হলেও আমি তাকে কাঁদতে দেখতাম।[২২৬]

(৪) হাফছ ইবনু ওমর বলেন, হাসান বছরী কাঁদলেন। তাকে বলা হলো, কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাল? তিনি বললেন, আমি আশংকা করছি যে, আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে; অথচ আমার কোন উপায় থাকবে না।[২২৭]

(৫) মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে খুনাইস বলেন, এক লোক আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কিভাবে সকাল করলে? তখন তিনি কাঁদতে

---

২২৩. আল-বুকাউ ইনদা ক্বিরাআতিল কুরআন, ১/১০।
২২৪. তদেব।
২২৫. তদেব।
২২৬. মাওসূ'আল খুতাবিল মুনীর, ১/১৮৭৬; ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৪/৩২, ১৪/৯৪; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, ১৫/৪৫৯।
২২৭. ফারীক আমল, দাওয়াত আলা মানহাজিন নবুওয়াত, ২/৫২; মুহাম্মাদ খালফ সালামাহ, মাওরিদুল আযবুল মুঈন মিন আছারি আ'লামিত তাবেঈন, ১/৪৬।

লাগলেন এবং বললেন, মৃত্যু থেকে সীমাহীন উদাসীন থেকে বিপুল গোনাহ নিয়ে সকাল করেছি, যা আমাকে পরিবেষ্টন করে আছে। অথচ প্রতিদিন আমার নির্ধারিত আয়ু থেকে সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। আর আমি জানি না আমার গন্তব্যস্থল কোথায় হবে? অতঃপর তিনি কাঁদলেন।

(ঘ) সৎকর্মশীল মহিলাদের দৃষ্টান্ত :

(১) কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি প্রত্যহ সকালে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বাড়িতে যেতাম এবং তাঁকে সালাম দিতাম। একদা সকালে তাঁর নিকটে গিয়ে দেখলাম তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে এ আয়াত তেলাওয়াত করছেন, فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ‘অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি হতে রক্ষা করেছেন’ *(তূর ৫২/২৭)* এবং দো‘আ করছেন, কাঁদছেন এবং আয়াতটি পুনরাবৃত্তি করছেন। তখন আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম, এমনকি দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট বোধ করলাম। অতঃপর আমার কোন প্রয়োজনে আমি বাজারে গেলাম। আমি ফিরে এসেও দেখলাম তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, যেভাবে ছালাত আদায় করছিলেন এবং কাঁদছেন। এরূপ একটি বর্ণনা উরওয়া ইবনু জুবায়ের থেকেও রয়েছে।[২২৮]

পরিশিষ্ট

এ ছোট গ্রন্থে তাক্বওয়ার পরিচয়, প্রকার, হুকুম, স্তর, গুরুত্ব ও ফযীলত প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। সেই সাথে তাক্বওয়া অর্জনের উপায় ও মুত্তাক্বীর বৈশিষ্ট্য সবিস্তার উপস্থাপন করা হয়েছে। বইটি অধ্যয়নে পাঠকবৃন্দ তাক্বওয়াশীল হতে পারবে ইনশাআল্লাহ। ফলে পার্থিব জীবনের চাকচিক্য ও মোহমায়ায় জড়িয়ে পরকালকে বিস্মৃত হবে না; বরং পরকালীন জীবনে পরিত্রাণের জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এতে তার পূর্বেকৃত গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়া হবে এবং সে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্যের উপরেই অটল থাকবে। ফলে তাকে মৃত্যুর সময় আফসোস করতে হবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِيْنَ، ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ، مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يُمَتَّعُـــوْنَ- ‘তুমি ভেবে দেখ যদি আমরা তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দেই। আর পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকটে এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ ও নে‘আমত কোন কাজে আসবে কি’? *(শু‘আরা*

---

২২৮. আল-বুকাউ ইনদা ক্বিরাআতিল কুরআন, ১/৭; ড. ত্বলা‘আত মুহাম্মাদ আফীফী সালেম, হায়াতুছ ছাহাবিয়াত, ১/২০, ৩২।

২০৫-২০৭)। সুতরাং কোন মানুষের মৃত্যু এসে গেলে পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসের উপকরণ ও নে'আমত কোন কাজে আসবে না। এ মর্মে আবুল আতাহিয়্যাহ আর-রশীদ নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন-

عِشْ ما بَدَا لكَ سالماً * في ظِلِّ شاهقَةِ القُصورِ

يسْعَى عليكَ بِمَا اشتهيْتَ * لَدَى الرَّوَاحِ أَوِ البُكُورِ

فإِذا النّفوسُ تَقعْقَعَتْ * في ظلِّ حَشرجَةِ الصّدورِ

فَهُناكَ تَعلَم مُوقِناً * مَا كُنْتَ إلاَّ فِي غُرُورِ-

অর্থাৎ সুউচ্চ প্রাসাদের নিবিড় ছায়ায় যতদিন ইচ্ছা নিরাপদে বসবাস কর। সেখানে তোমার কাঙ্খিত জিনিস সকাল-সন্ধ্যায় তোমার নিকটে অবলীলায় চলে আসে। কিন্তু মরণাপন্ন অবস্থায় আত্মা যখন ধুকধুক করবে, তখনই তুমি নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, তুমি কেবল ধোঁকার মধ্যেই ছিলে।[২২৯]

মূলত দুনিয়া পারাপারের স্থানের ন্যায়, এটা স্থায়ী নিবাস নয়; এটা প্রস্থানের জায়গা, চিরদিন অবস্থানের জায়গা নয়। আর সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে অন্যের দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং দুনিয়ার সময়কে পরকালের পাথেয় সংগ্রহের সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে।

হাসান বছরী বলেন, মুমিনের গৃহ কতই না উত্তম! কেননা সে তাতে স্বল্প কাজ করে এবং জান্নাতের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করে। কাফির ও মুনাফিকের জন্য দুনিয়ার গৃহ কতই না নিকৃষ্ট! কেননা এখানে সে দিবা-রাত্রি ব্যয় করে এবং সেখান থেকে জাহান্নামের জন্য রসদ সংগ্রহ করে। প্রত্যেক মানুষের উত্তম ও অমূল্য জীবন সেটাই, যাতে সে অবিনশ্বর জীবনের জন্য (সৎ আমলের মাধ্যমে নেকীর) ভাণ্ডার খরিদ করে অল্প নেকীতে তুষ্ট না হয়ে।[২৩০] যেমন কবি বলেন,

يا من بدنياهُ اشتغلْ * وغَرَّهُ طول الأملْ

الموتُ يأتِي بغتةً * والقبرُ صُنْدُوْقُ الْعَمَلْ-

অর্থাৎ হে দুনিয়া নিয়ে ব্যতি-ব্যস্ত ব্যক্তি! অধিক আশা-আকাঙ্ক্ষা যাকে প্রবঞ্চিত করেছে। মৃত্যু হঠাৎ করেই (তার নিকটে) আসবে আর কবর হচ্ছে আমলের আধার।[২৩১]

---

২২৯. আবুল আতাহিয়্যাহ, আদ-দীওয়ান ১/৫২; বাহাউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন আল-আমেলী, কাশকূল (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮হিঃ/১৯৯৮খ্রীঃ), ১/৯ পৃঃ।

২৩০. ড. আহমাদ ফরীদ, আত-তাক্বওয়া, পৃঃ ৬২।

২৩১. আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মুকরী আত-তিলমাসানী, নাফহুত তীব (বৈরূত : দারু ছাদির, ১৯৬৮), ৬/১৪৪।

পরকালীন নাজাত, সফলতা ও কামিয়াবী হাছিলের জন্য একটা সময় ও সুযোগ রয়েছে। সেটা হচ্ছে পূর্বকৃত অপরাধ, পাপ ও অবাধ্যতা স্মরণ করে তওবার মাধ্যমে তা থেকে ফিরে আসা এবং নিজে সংশোধিত হওয়া। সৎ আমলের মাধ্যমে বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও অটল থাকার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করা; আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকার খালেছ নিয়ত করা। সেই সাথে তাক্বওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করা। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ، نُزُلاً مِنْ غَفُوْرٍ رَحِيْمٍ–

‘যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা দাবী করবে। এটা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন’ *(ফুচ্ছিলাত/হা-মীম সাজদা ৪১/৩০-৩২)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ ‘বল, আমি আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছি। অতঃপর তার উপরে অবিচল থাক’।[২৩২] এটাই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের জন্য আবশ্যিক বিষয়।

ইবনুল কায়্যেম (রহঃ) বলেন, মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে কষ্ট-ক্লেশ, শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন শান্তির আলয়ে প্রবেশের জন্য অগ্রসর হও, নিকটতর ও সহজ রাস্তায়। আর সেটা এই যে, তুমি দু’টি কালের মধ্যস্থলে বিদ্যমান। এটা তোমার জীবনকাল। এই জীবনকালই তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী সময়। সুতরাং যা চলে গেছে অনুতাপ, লজ্জা এবং তওবা-ইস্তেগফারের মাধ্যমে তা সংশোধন করে নাও। এটা এমন একটা বিষয় যাতে কোন কষ্ট নেই, শ্রান্তি নেই। এই হৃদয় দ্বারা সম্পন্ন আমলে ক্লান্তি আসে না। কারণ এটা একান্তই অন্তরের কাজ। তুমি ভবিষ্যত পাপ থেকে বিরত থাকবে। আর বিরত থাকার অর্থ হচ্ছে আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতা ত্যাগ করা। এটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ নয় যে, এতে তুমি কষ্টে নিপতিত হবে। এটা হচ্ছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও খালেছ নিয়ত। যা দ্বারা তোমার দেহ ও মন প্রশান্তি লাভ করবে। অতীত কর্মের জন্য তওবার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হও এবং ভবিষ্যতের

২৩২. মুসলিম, মিশকাত হা/১৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৩৯৫।

জন্য পাপ থেকে বিরত থাক ও গোনাহ না করে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে সংশোধিত হও। এ দু'টি কাজে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন কষ্ট-ক্লেশ নেই। বরং এতে তোমার জীবনের মর্যাদা আছে। এটাই তোমার প্রকৃত সময়। এটা যদি তুমি নষ্ট কর, তাহলে তোমার সৌভাগ্যকে ও মুক্তির পথকে বিনষ্ট করলে। আর পূর্বাপর দু'টি সময়কাল (অতীত ও ভবিষ্যত) সংশোধনের মাধ্যমে তা হেফাযত কর; তাহলে পরিত্রাণ পাবে এবং শান্তি ও স্থায়ী জীবনের অধিকারী হবে।[২৩৩]

পরিশেষে বলা যায়, তাক্বওয়া অর্জনের জন্য আমাদের সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। কেননা তাক্বওয়া ব্যতীত জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া পার্থিব জীবনে মানুষ যা অর্জন করে, তন্মধ্যে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি হচ্ছে সর্বোত্তম। কারণ এটাই কল্যাণ ও সফলতা লাভের উপায় এবং ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্য অর্জনের মাধ্যম। কবি আবুদ্দারদা বলেন,

يُرِيْدُ الْمَرْءُ أَنْ يُعْطَى مُنَاهُ * وَيَأْبَى اللهُ إلاَّ مَا أَرَادَا

يَقُوْلُ الْمَرْءُ فَائِدَتِيْ وَمَالِيْ * وَتَقْوَى اللهِ أَفْضَلُ مَا اسْتَفَادَا

অর্থাৎ মানুষ আশা করে যে, তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। মানুষ বলে, আমার উপকার, আমার সম্পদ। অথচ তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতিই হচ্ছে উপকৃত হওয়ার সর্বোত্তম বিষয়।[২৩৪]

অতএব আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইহকাল ও পরকালের জন্য সর্বোত্তম পাথেয় তাক্বওয়া অর্জন করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ–

---

২৩৩. আল-ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ১৫১-১৫২।
২৩৪. ইমাম শাফেঈ, দীওয়ান ১/৯ পৃঃ।